
অভীক দত্ত
রাজকন্যের সন্ধানে

রাজকন্যের সন্ধানে

অভীক দত্ত

আদরের নৌকা

Rajkonyer Sandhane By Abhik Dutta
প্রচ্ছদঃ লেখক
প্রকাশক ও কপিরাইটঃ আদরের নৌকা
যোগাযোগঃ adorernauka@gmail.com

SWIFT BOOX iWRITE

https ://iwrite.app

১

“কয়েকটা তথ্য হয়ত আমরা সবাই জানি, কিংবা কেউ কেউ জানি না। তবে বলে রাখা ভাল, এই তথ্যগুলোর উপর ভিত্তি করেই কিন্তু আমাদের অপারেট করতে হবে। গিলগিট বাল্টিস্তান পাকিস্তানী সরকার যেভাবে দখল করে রেখেছে, মূল অধিবাসী শিয়াদের উপর রাষ্ট্রের যে দমন নীতি, সেটাকে আমাদের এনক্যাশ করতে হবে। আমি কী বলছি বুঝতে পারছো সৈকত?”

র চিফ চিৎকার করে উঠলেন। ঘরের একদম কোণার দিকে শেষ বেঞ্চে সৈকত রায় বসে বসে ক্যান্ডিক্রাশ খেলছিল। চিফের কথা শুনে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “ইয়েস স্যার”।

চিফ বললেন, “বাল্টিস্তানে কারা অত্যাচারিত হচ্ছে?”

সারা ঘর হেসে উঠল। যেন বাচ্চা ছেলেকে স্কুলে পড়া ধরা হচ্ছে। সৈকত বলল, “শিয়া মুসলিমরা স্যার”।

চিফ বললেন, “তোমার মন কোথায় থাকে? কী প্রবলেম তোমার? প্রায়ই আজকাল মোবাইলে ঢুকে থাকছো?”

সৈকত বলল, “শুনছিলাম স্যার। মাল্টিটাস্কিং”।

চিফ বললেন, “দ্রাস সেক্টর থেকে মাল্টিটাস্কিং করে বাল্টিস্তানে ঢুকতে পারবে? তোমাকে একা পাঠাবো। পারবে?”

সৈকত বিন্দুমাত্র না ভেবে বলল, “পারবো স্যার। এখন বেরবো?”

বাকিরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। এ ছেলের কি ভয় টয় নেই নাকি?

চিফ বললেন, “এই কনফিডেন্সের কারণ”?

সৈকত বলল, “এখনো বরফ গলে নি। পাকিস্তান পর্যন্ত ওই অঞ্চলে ঠিক ঠাক সেনা মোতায়েন করতে পারছে না। আমার কিছু লোক আছে বাল্টিস্তানে। তারা কোন দিন তো কাজে আসুক!”

চিফ বললেন, “এখন বেরোতে হবে না। দ্রাস থেকে তোমাকে ঢুকতেও হবে না। তুমি এক মাস ছুটিতে থাকো। কাজ কর্ম বিশেষ সিরিয়াসলি নিচ্ছো না আজকাল বোঝা যাচ্ছে। নাও গেট আউট”।

সৈকত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, “বাট স্যার”...

চিফ বললেন, “গেট আউট”।

সৈকতের দিকে ঘরের সবাই তাকাচ্ছে। শেখরন মিটিমিটি হাসছে। দুজনের কিছুতেই বনিবনা হয় না। প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে সাউথ আফ্রিকা গিয়ে দুজনের মধ্যে রীতিমত হাতাহাতি হয়েছিল।

সৈকত সেমিনার রুম থেকে বেরিয়ে গেল। ঘুম পাচ্ছে। দিল্লিতে এই সময় আবহাওয়া ভাল থাকে। গরম পড়ব পড়ব করছে, কিন্তু পড়ছে না। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল সে। এই পোড়ো বাড়িটার ভিতরে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং ডেকেছিলেন চিফ। প্রথমেই সৈকতকে বের করে দিলেন। এখন আবার কলকাতা ফিরতে হবে।

আগে ভাগে না আসতে বললেই পারতেন। আবার আড়াই ঘন্টার প্লেন জার্নি।

সন্ধ্যে নেমেছে। হাওয়া দিচ্ছে।

বাড়িটার বাইরে এসে চারদিকে তাকাল সৈকত। মোবাইল বের করল। রাস্তায় গিয়ে ক্যাব ডাকতে হবে।

এগোতে যাবে, হঠাৎ করে পিঠে হাত পড়ল তার, চমকে তাকিয়ে দেখল চিফের ডানহাত রৌনক শেঠ। সৈকত বলল, “আরে স্যার, আপনি? মিটিঙ থেকে আপনাকেও বের করে দিল নাকি?”

রৌনক একটা ছোট ব্যাগ তার হাতে দিয়ে বললেন, “তেহরান যাচ্ছো আজ রাতে। পাসপোর্ট আর ভিসা আছে। পরশু ইসলামাবাদ যাবে ওখান থেকে”।

সৈকত অবাক হয়ে বলল, “চিফ বের করে দিলেন যে!”

রৌনক হাসলেন, “বুড়ো হয়ে গেছো সৈকত, এখনো কোডগুলো বুঝলে না”?

সৈকত আমতা আমতা করে বলল, "তা ঠিক। আমি কি একাই যাব?"

রৌনক বললেন, "কেন? একা ভয় লাগবে? শেখরনকে পাঠাবো তোমার সঙ্গে?"

সৈকত জোরে জোরে মাথা নাড়াল, "না স্যার। কোন দরকার নেই। আমি একাই কাফি। তেহরানে গিয়ে রিপোর্ট করব তো?"

রৌনক বললেন, "কোন দরকার নেই। তেহরানে পৌঁছে কী কাজ আছে জেনে যাবে। বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে। এগিয়ে যাও, ওখানে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। ওটায় উঠে পড়। ড্রাইভারকে বলা আছে"।

সৈকত বলল, "বেঁচে ফিরবো না কেন? আপনি অকারণ ভয় দেখান কেন?"

রৌনক বললেন, "তোমার কনফিডেন্স আছে তুমি বেঁচে ফিরবে?"

সৈকত বলল, "নিশ্চয়ই। আপনি জানেন না আমার একশো বছর আয়ু আছে। যাক গে, স্যারকে বলে দেবেন এভাবে বের করলে প্রেস্টিজে লাগে"।

রৌনক হাসতে হাসতে সৈকতের কাঁধে হাত রাখলেন, "বেস্ট অফ লাক"।

২।

ভারতীয় সময় রাত তিনটে। ইমাম খোমেইনি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বেরোল সৈকত। শিরশিরে ঠান্ডার মধ্যে গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে হাঁটা লাগাল সে।

তেহরান সে এর আগেও এসেছে। প্রচুর জনসংখ্যা এ শহরে। এত রাতেও শহর ঘুমোয়নি। এয়ারপোর্ট থেকে খানিকটা দূরে একটা বড় টয়োটা দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভারের পাশের কাঁচে সে নক করল। জানলা নেমে গেল। সৈকত বলল, "জাভিদ?"

ড্রাইভার মাথা ওঠানামা করে দরজা আনলক করে দিল।

সৈকত গাড়িতে উঠে মাঝের সিটে বসতে গাড়ি স্টার্ট দিল।

জাভিদ বলল, "আপনাকে জাহেদান নিয়ে যাওয়ার অর্ডার আছে"।

সৈকত বলল, "অর্ডার আছে তো চল। কে বারণ করেছে?"

জাভিদ বলল, "স্যান্ডউইচ খাবেন?"

সৈকত বলল, "অনেক স্যান্ডউইচ খেয়েছি বাপ। নিয়ে চল। কতক্ষণের রাস্তা?"

জাভিদ বলল, "গাড়ি না থামলে তিরিশ ঘন্টা। ক্ষেত্রবিশেষে সেটা বিয়াল্লিস তেতাল্লিশ ঘন্টাও হতে পারে"।

সৈকত বাংলাভাষায় বিশেষ একটা অঙ্গ মেরেছে বলে বলল, "আমি ঘুমোলাম। তুমি একটানা চল। দাঁড়াতে হবে না। ইরানি সৈন্যরা জিজ্ঞেস করলে কী বলবে?"

জাভিদ বলল, "আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন"।

সৈকত দ্বিরুক্তি করল না। গাড়ির সিটে গুটিশুটি মেরে শুয়ে পড়ল। সকালে পাড়ার রাস্তায় ক্রিকেট খেলছিল। দুপুরে দিল্লি। রাতে তেহরান। এর আগেও এরকম হয়েছে। এই জীবনে অভ্যস্ত সে। এই জীবনটাই চেয়েছিল।

হাই তুলে বলল, "কী আছে জীবনে, আম কাঠ পেছনে। একদিন তো মরতেই হবে। বাবা জাভিদ, টানো টানো"।

জাভিদ কথা না বলে অ্যাক্সিলেটরে জোর দিল।

সৈকত ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল যখন, রোদ উঠে গেছে। চারদিকে কিচ্ছু নেই। শুধু একটা হাইওয়ে ধরে গাড়িটা চলে যাচ্ছে। সে বলল, "জাভিদ মিয়াঁ, তুমি কি সত্যি সত্যিই গাড়িটা কোথাও দাঁড় করাও নি ভাই?"

জাভিদ বলল, "না। চিফ বলে দিয়েছেন আপনাকে তাড়াতাড়ি পৌছতে হবে। আমি চেষ্টা করব যথাযথ নিরাপত্তার সঙ্গে আপনাকে জাহেদান বর্ডার দিয়ে পাকিস্তানে ঢোকাতে। বাকিটা নসীব"।

সৈকত বলল, "স্যান্ডউইচ না কী আছে, দাও দেখি"।

জাভিদ একটা প্যাকেট তার দিকে দিল। সৈকত প্যাকেট থেকে স্যান্ডউইচ বের করে বলল, "আজ রবিবার। বাড়িতে এই সময় লুচি টুচি হয়। এই স্যান্ডউইচ না জুতোর ছিবড়ে মানুষে খায়? যত্তসব। তুমি কি ইন্ডিয়ান জাভিদ"?

জাভিদ উত্তর দিল না। সৈকত বলল, "অ। বুঝেছি। টপ সিক্রেট। তা ভাল। সিক্রেট থাকা ভাল"।

জাভিদ বলল, "মিডওয়েতে কিছু খেতে পারেন। আপনি গাড়ি থেকে নামবেন না। আমি খাবার নিয়ে আসব"।

সৈকত বলল, "হাগা মোতা করবো না?"

জাভিদ বলল, "রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করাবো। টয়লেট পেপার আছে। কোন এক পাথরের আড়ালে চলে যাবেন। এখানে কেউ থাকে না"।

সৈকত বলল, "অগত্যা"।

কিছুক্ষণ পর সতিই জাভিদ রাস্তার পাশে একটা পাথরের কাছে গাড়ি দাঁড় করাল। সৈকত টয়লেট পেপার নিয়ে পাথরের আড়াল থেকে ঘুরে এসে বলল, "আর কত শাস্তি দেবে মাইরি। আমেরিকান মিসাইল যদি এসে পড়ত আমার ওখানে?"

জাভিদ বলল, "আমেরিকা এখন এদিকে বেশি নজর দিচ্ছে না। দিলেও আপনার ওখানে মিসাইল ছোঁড়ার ওদের বিশেষ ইচ্ছে আছে বলে মনে হয় না"।

সৈকত ঘাড় নাড়ল, "তা বটে। সে তো বলবেই তুমি"।

গাড়ি আবার স্টার্ট নিল। জাভিদ বলল, "মিডওয়েতে দাঁড়াবো"?

সৈকত বলল, "তুমি খাবে না?"

জাভিদ বলল, "আমি দু তিন দিন না খেয়ে থাকতে পারি"।

সৈকত বলল, "শিওর কমান্ডো ট্রেনিং আছে তোমার। তাই না?"

জাভিদ উত্তর দিল না। গম্ভীর মুখে গাড়ি চালাতে চালাতে বলল, "ইসলামাবাদে গিয়ে সেক্টর সেভেনে ইলিয়াস খানের বাংলোয় গিয়ে দেখা করবেন। ও আপনাকে কাশ্মীর নিয়ে যাবে"।

সৈকত বলল, "ইসলামাবাদে আমার কত বন্ধু আছে জানো তুমি?"

জাভিদ বলল, "যত বন্ধুই থাকুক, কারো সঙ্গে দেখা করবেন না"।

সৈকত মাথা চুলকে বলল, "তারপর পৌছে আমি কী করব?"

জাভিদ বলল, "ইলিয়াস ব্রিফ করে দেবে। পনেরো জন স্পেশাল এজেন্টের মধ্যে চিফ শুধুমাত্র আপনাকে পাঠিয়েছেন। এই মিশনের ইম্পরট্যান্স আপনি বুঝবেন আশা করি"।

সৈকত হিন্দি চুল উচ্চারণ করে বলল "... বুঝবো। একে তো বের করে দিল, তারপর কার পিছনে গোঁজার ধান্দা করছে কে জানে। যাক গে, গান চালাও ভাই, গান শুনি"।

জাভিদ কোন গান চালাল না। পাথুরে মুখে গাড়ি চালাতে লাগল।

৩

"আমি জানি না, চিফ আপনাকে কেন সিলেক্ট করলেন, আপনাকে দেখে আমার ভীষণ ক্যাজুয়াল মনে হচ্ছে। আপনাকে একটা ফ্রেন্ডলি অ্যাডভাইস দিয়ে রাখি, আপনি যে এলাকায় ঢুকছেন, সামান্য অসাবধানতা থেকে কিন্তু আপনার মৃত্যু হতে পারে"।

গাড়ি দাঁড়িয়েছে মিডওয়েতে। সৈকতের জন্য খাবার নিয়ে এসেছে জাভিদ। সৈকত কথাগুলো শুনে বলল, "পাঠিয়েছে কেন বোঝ না তুমি? বাপে খ্যাদানো মায়ে তাড়ানো ছেলে পেয়েছে। কোন পিছুটান নেই। জানে মরলে চাপ নেই। আবার কী?"

জাভিদ বলল, "মরলে সবার চাপ আছে। গত বছর আমাকে বালোচ দস্যুরা তিন মাস আটকে রেখেছিল। শুধু শুকনো রুটি খেতে দিত। আমারও পিছুটান নেই। তবু ভয় পেয়েছিলাম। ওদের দেখে ভয় পেয়েছিলাম।

নির্মমভাবে ছুরি দিয়ে কুরবানী দেওয়ার মত মানুষের গলা কেটে ফেলে ওরা"।

সৈকত বলল, "তুমি কাটোনি? মানুষের গলা? সত্যি করে বল"।

জাভিদ বলল, "আমি কাটা আর আমারটা কাটা দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে, তাই না?"

সৈকত খেতে খেতে থমকে গেল, "অ, তার মানে কেটেছো। তা ভাল। হ্যাঁ, মজার ব্যাপারটা। যেন তোমার খৎনা হচ্ছে, আর তুমি খৎনায় নেমন্তন্ন খেতে গেছো, হেঁহেঁ"।

জাভিদ সৈকতের দিকে তাকাল।

সৈকত বিষম খেল, "উপস, সরি সরি। এ আমি কিন্তু কোন রিলিজিয়াস সেন্টিমেন্টে আঘাত করি নি মাইরি। রাগ করলে নাকি?"

জাভিদ বলল, "রাগ করি নি। আপনার প্যান্ট খুলে ওরা দেখলে আপনার আর খৎনা হবে না, সোজা উপরে পাঠিয়ে দেবে"।

সৈকত বলল, "ভয় দেখিয়ে লাভ নেই মামা, এখানে সবার ইয়ে, আমাকে খামোখা সন্দেহ করবে কেন? তাছাড়া দেখছো না, আমার মধ্যে একটা খানসেনা খান সেনা লুকস আছে। এই তো, একটা চুটুক দাড়ি রেখে দেব, ব্যস"।

জাভিদ ড্রাইভিং সিট থেকে নেমে সৈকতের পাশের সিটে এসে বসে বলল, "এবার আপনার মিশনটা ব্রিফ করে দি। আপনি কিছুই জানেন না আশা করি"।

সৈকত বলল, "না। জেনে কী হবে? পথেই জেনে নেব বলেছিল"।

জাভিদ বলল, "গিলগিটের শিয়া নেতা আর স্ত্রীকে লস্কর খুন করেছিল আগের বছর। তার এক মেয়েকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে। ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট আপনাকে পাঠিয়েছে তাকে বের করে নিয়ে যাওয়ার জন্য"।

সৈকত হাঁ হয়ে গেল। জাভিদের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি একা?"

জাভিদ বলল, "হ্যাঁ, আপনি একা"।

সৈকত বলল, "বোকাচোদা নাকি? শুয়োরের বাচ্চা। বাল। ভাগ। গাড়ি ঘুরাও। শিগগিরি গাড়ি ঘুরাও। আমার কি খেয়ে দেয়ে কাজ নেই? এ কি বলিউডের সিনেমা পেয়েছো বাল? আমি নেই। তেহেরান নামিয়ে দাও আমায়"।

জাভিদ বলল, "চিফ আমাকে বলে দিয়েছেন আপনাকে এটা জানাতে, আপনি না পারলে শেখরনকে পাঠাবেন উনি"।

সৈকত কিছুক্ষণ থম মেরে বসে থেকে বলল, "শেখরনকে পাঠাবে? ও পারবে নাকি?"

জাভিদ বলল, "চিফ সেটাই বললেন। বলেছেন আপনিই বেস্ট। না পারলে শেখরন"।

সৈকত বলল, "এটা মিশন ইম্পসিবলের চারগুণ উপরে। পাকিস্তান গভর্নমেন্ট আছে, গাদা গাদা টেররিস্ট অরগানাইজেশন আছে, আমার কি খেয়ে দেয়ে কাজ নেই? কেন মেয়েটাকে মারে নি কেন? কী আনন্দে?"

জাভিদ বলল, "বিয়ে দেবে এর মধ্যেই। পাকিস্তানী আর্মির প্ল্যান হচ্ছে পৃথিবীকে দেখাবে শিয়া সুন্নী এখানে ভাই ভাই"।

সৈকত বলল, "তো বিয়ে করলে করতে দাও। আমাদের চুলকানি কীসের?"

জাভিদ বলল, "কূটনৈতিক সাফল্যের এর থেকে বড় সুযোগ আর পাওয়া যাবে কি? মেয়েটাকে ইন্ডিয়াতে রেসকিউ করে এনে ওকে দিয়ে প্রেস কনফারেন্স করালে গোটা পৃথিবী জানতে পারবে গিলটিট বাল্টিস্তানে পাকিস্তান কী ভাবে দমন পীড়ন করছে। আপনার এই বেসিক বুদ্ধিগুলো থাকবে, আশা করেছিলাম"।

সৈকত বলল, "মানে আমাকে বলির পাঠা করা হল। ঠিক আছে, আমার কী? মরলে মরবে। শালা কী রকম চুতিয়া কেটে দিল আমার। উফ!"

জাভিদ বলল, "আপনার পোশাক পাল্টাতে হবে। খানিকক্ষণ পরে আরেকটা পাথরের পাশে দাঁড়াব। আপনি চেঞ্জ করে নেবেন। কোয়েটা থেকে ইসলামাবাদ অবধি আপনি একা। ইলিয়াস খান আপনাকে সাহায্য

করবে”।

সৈকত বলল, “তুমি শিয়া?”

জাভিদ উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে সৈকতের পাশ থেকে নেমে ড্রাইভিং সিটে বসে গাড়ি স্টার্ট দিল।

সৈকত বলল, “আমার ঘুমের বারোটা বাজিয়ে দিল। পরে বলতে পারতে প্ল্যানটা”।

জাভিদ এবারেও উত্তর দিল না।

৪

রুক্ষ পাহাড়ি পথ দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে জাভিদ। সন্ধ্যে নামছে। চোদ্দ ঘন্টা পেরিয়ে গেছে তাদের যাত্রা শুরু হবার।

সৈকত বলেছিল বটে তার ঘুম আসবে না, বাস্তবে দেখা গেল সে রীতিমতো নাক ডেকে ঘুমিয়েছে।

তার ঘুম ভাঙতোও না যদি তীব্র ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়িটা দাঁড়িয়ে না যেত।

ধড়মড় করে উঠে বসে সে বাংলায় বলে উঠল, “কী হল? যশোর রোডের রাস্তা আবার খারাপ হয়ে গেল নাকি?”

জাভিদ বলল, “কী বলছেন?

সৈকত চোখ মুছে বলল, “ওহ, জাভিদ তো! কী হল তোমার গাড়ির?”

জাভিদ বলল, “দেখছি। আপনি গাড়ি থেকে নামবেন না। আর্মি এরিয়া কাছেপিঠেই আছে”।

সৈকত “ঠিক আছে” বলে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

জাভিদ অনেকক্ষণ ধরে গাড়ি সারাই করে উঠে স্টার্ট দিল।

সৈকত এক চোখ খুলে জিজ্ঞেস করল, “গাড়ি সারাইও করতে পারো তুমি?”

জাভিদ বলল, “এত লম্বা রাস্তায় তো আর মেকানিক নিয়ে ঘোরা সম্ভব না। কিছু কাজ শিখতে হয়েছে”।

সৈকত বলল, “আর্মি এরিয়া হলে সমস্যা কোথায়? আর্মি ম্যানেজ করতে পারবে না?”

জাভিদ বলল, “আর্মিরা আগে এত অ্যাগ্রেসিভ ছিল না। পাকিস্তানের একটা টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশন কয়েকজন আর্মিকে তুলে নিয়ে গিয়ে খুন করেছিল। তারপর থেকে ওরা ভীষণ অ্যালার্ট হয়ে গেছে”।

সৈকত বলল, “জইশ উল আদল। কোয়েটা শাসন করছে এখন। নটোরিয়াস গ্যাং। ওদের শিয়াদের ওপর খুব রাগ। দুজন মাথা, একজনের নাম আবদুল রিয়াজ। বাড়ি লাহোরে। ছোটবেলায় বাপের মার খেয়ে পালিয়ে করাচী গেছিল। সেখান থেকে জিহাদী বাহিনীতে নাম লেখায়। করাচীর শিয়া মসজিদে দুবার বোম্বার অ্যাটাকের মাথা। ঠিক বলছি তো?”

জাভিদ বলল, “অনেক কিছু খবর রাখেন আপনি। তা হলে এত ক্যাজুয়াল থাকেন কেন?”

সৈকত উঠে বসে বলল, “ইসলামাবাদে এক হাত ডিসট্যান্সে ছিল জানোয়ারটা। শুধু চিফের ইন্সট্রাকশন ছিল না বলে গুলি করি নি”।

জাভিদ বলল, “এরপরে পেলে কারো ইন্সট্রাকশনের অপেক্ষা করবেন না। আগে গুলি মারবেন। আপনাকে ইরানের সেরা রেস্তোরাঁয় সেরা ডিশ খাওয়াবো। রিয়াজ মানুষ না। শয়তানের বাচ্চা। কাউকে খুন করার আগে একবারো ভাবে না। ওর বেঁচে থাকার কোন দরকার নেই”।

সৈকত বলল, “তোমার কে ছিল ওই মসজিদে?”

জাভিদ চুপ করে গেল।

সৈকত বলল, “এই তোমার সমস্যা। মাঝে মাঝে চুপ করে যাও। কথা বলে সুখ নেই”।

অন্ধকার নেমে এসেছে। জাভিদ খুব সন্তর্পণে গাড়ি চালাচ্ছে। বলল, “চিফ বলেছেন বলে, নইলে আজ কোথাও রেস্ট করলে ভাল হত। আপনাকে একটানা চলতে হবে। বালুচিস্তানটা সাবধানে পার হবেন”।

সৈকত বলল, “বর্ডার তো পার করি আগে। আর কোন কিছুতে ভয় নেই। মরে গেলে আওয়ার কান্ট্রি উইল ডিজ ওন মি। এটাই যা কষ্ট থেকে যাবে”।

জাভিদ বলল, “আর যাদের দেশ থেকেও নেই, তাদের কী হবে?”

সৈকত বলল, “যেমন?”

জাভিদ বলল, “কাশ্মীরিদের। দু দেশেই কাশ্মীরিরা মরে বেঁচে আছে। কাশ্মীরিদের কোন দেশ নেই। তাদের বেঁচে থাকা আর না থাকা সমান। কোন অধিকার নেই তাদের কোন দেশের উপরে”।

সৈকত সন্দিগ্ধ গলায় বলল, “তুমি পাক অধিকৃত কাশ্মীরের লোক, তাই তো?”

জাভিদ বলল, “আপনি জেনে কী করবেন?”

সৈকত বলল, “তোমার কথা বার্তা শুনে আগেই বুঝেছি। কেন বলতে চাও না তুমি?”

জাভিদ বলল, “গিলগিটে আমায় দেখা মাত্র গুলি করার অর্ডার আছে। নিজের জন্মভূমিতে যদি যেতে না পারি, সে কাহিনী বলে কী করব আমি?”

সৈকত বলল, “তা ঠিক, আমার ভাই সে ঝামেলা নেই। ইচ্ছে হলেই কলকাতা গিয়ে নন্দনে সিনেমা দেখতে পারি। চিফ চান না, আমার কী করা! আচ্ছা জাভিদ, তোমাদের রাজকন্যা কেমন দেখতে?”

জাভিদ বলল, “আমার বড় ভাইয়ের এক মাত্র মেয়ে। ওর কিছু হলে আমি পাকিস্তানি আর্মির বারোটা বাজিয়ে দেব”।

উত্তেজনায় জাভিদ গাড়ির গতিবেগ বাড়িয়ে দিল।

সৈকত ঘাবড়ে গিয়ে বলল, “ঠিক আছে, ঠিক আছে। চাপ নিও না বস। তুমি বেশি জোরে চালালে আমি তোমার ভাইঝির কাছে যাবার আগে তোমাদের আল্লাহর কাছে পৌঁছে যাব”।

জাভিদ গাড়ির গতি স্বাভাবিক করল।

সৈকত হাঁফ ছাড়ল, “বাঁচালে”।

জাভিদ বলল, “আর্মির একটা গাড়ি পিছু নিয়েছে। কিছু সন্দেহ করছে হয়ত। আপনি কোন কথা বলবেন না। ওকে?”

সৈকত চমকে পিছনে তাকাল।

একটা গাড়ি বেশ দ্রুতবেগে আসছে।

সে ব্যাজার গলায় বলল, “বাকস্বাধীনতা কেড়ে নেবে হে জাভিদ। নাও নাও। কী আছে জীবনে, আমকাঠ পেছনে”।

৫

খানিকটা গিয়ে জাভিদই তাদের গাড়িটাকে বাঁ দিকে দাঁড় করিয়ে দিল।

আর্মির গাড়িটা তাদের পাত্তাও না দিয়ে জোরে বেরিয়ে গেল।

সৈকত জোরে শ্বাস ছেড়ে বলল, “বাঁচা গেল মাইরি”।

জাভিদ বলল, “আপনাকে আরেকবার বলে রাখছি, এখানের পুলিশ বা আর্মি, যেই আমাদের গাড়ি দাঁড় করাক, আপনি কোন কথা বলবেন না। যা বলার আমি বলব”।

সৈকত বলল, “ঠিক আছে”।

জাভিদ গাড়ি স্টার্ট দিল।

অন্ধকার নেমে এসেছে। সৈকত বলল, "ইরানে কত বছর আছো তুমি?"

জাভিদ বলল, "বারো বছর"।

সৈকত বলল, "তার আগে কোথায় ছিলে?"

জাভিদ বলল, "কাশ্মীর"।

সৈকত বলল, "উহু, তেহেরান আর কাশ্মীরের মাঝে। দিল্লিতে ছিলে তুমি। তাই না?"

জাভিদ সামান্য চমকে গিয়ে বলল, "আপনি কী করে বুঝলেন?"

সৈকত বলল, "তোমার গায়ে পুরনো দিল্লির গন্ধ লেগে আছে। আমি গন্ধ পাই। কুকুর স্বভাব আমার"।

জাভিদ বলল, "অসম্ভব। এরকম হতেই পারে না। মানুষের মধ্যে এরকম কিছু হয় নাকি?"

সৈকত বলল, "তোমার কী ধারণা আমাকে এমনি এমনি এত বড় মিশনে চিফ সিলেক্ট করেছেন? নিশ্চয়ই কিছু আছে। তাই না?"

জাভিদ বলল, "আপনি আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছেন"।

সৈকত জোরে হেসে উঠে বলল, "তা ঠিক, আন্দাজেই বটে। আসলে চাঁদনী চকের সেফ হাউজে কিছুদিন আমিও তো ছিলাম। কেন জানি মনে হল, তুমিও ছিলে ওদিকেই"।

জাভিদের ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠল এবার, "পারমিন্দর আছে এখনো ওখানে?"

সৈকত বলল, "নাহ। চিফ এখন ওর পোস্টিং কানাডাতে করে দিয়েছে। পাকিস্তান এমব্যাসির সামনে ঘুর ঘুর করা ছাড়া ওর কোন কাজ নেই"।

জাভিদ বলল, "ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারত। আমারও তো বয়স হচ্ছে"।

সৈকত বলল, "আমি চলে আসব। এই মিশন থেকে যদি বেঁচে ফিরি, তাহলে আমিই তেহরানে থেকে যাব না হয়! খারাপ হয় ব্যাপারটা?"

জাভিদ বলল, "আপনি বড্ড বেশি কথা বলেন। তাছাড়া বয়সেও ছোট। গিলগিটে গিয়ে আপনি কী করবেন, আল্লাই জানে। আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন। বেশি বকবক করলে আমার কনসেন্ট্রেশন নষ্ট হয়ে যাবে। এ রাস্তা বেশ দুর্গম"।

সৈকত তৎক্ষণাৎ হাই তুলে গাড়ির সিটে শুয়ে পড়ল।

তার ঘুম ভাঙল যখন, তখন ভোর হয়েছে। গাড়ি দাঁড় করানো। জাভিদ গাড়ি থেকে নেমে চোখে মুখে জল দিচ্ছে।

সৈকত বলল, "জাভিদ মিয়াঁ, এসে গেলাম নাকি?"

জাভিদ বলল, "আর খানিকটা গিয়ে জাহেদান এয়ারপোর্ট। ওখানে একটা হোটেলে আপনি দু ঘন্টা থাকবেন। তারপর আপনাকে নিয়ে বর্ডারের দিকে রওনা দেব"।

সৈকত বিস্মিত গলায় বলল, "যাহ শালা, জাহেদানে এয়ারপোর্ট আছে? তাহলে আমাকে এতটা রাস্তা গাড়িতে করে নিয়ে এলে কেন?"

জাভিদ বলল, "আমার কাছে যা ইন্সট্রাকশন আছে, সেটা মেনে চলেছি। আলাদা করে কিছু বলা হয় নি। আপনি ওখানে পৌছে কাউকে ফোন করার হলে করে নেবেন। ইসলামাবাদে ইলিয়াসের বাড়ি পৌঁছনোর আগে কাউকে ফোন করবেন না। মনে থাকবে?"

সৈকত বলল, "যাহ, আমাকে পাথরের কাছে দাঁড় করাবে না?"
জাভিদ বলল, "চেপে বসে থাকুন। হোটেলে গিয়ে যা করার করবেন"।

সৈকত কাঁধ ঝাঁকাল।

খানিকক্ষণ পরে একটা তিনতলা হোটেলের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয় জাভিদ বলল, "চলুন"।

সৈকত গাড়ি থেকে নামল।

জাভিদ সন্তর্পণে চারদিকে দেখে নিয়ে তাকে নিয়ে হোটেলের ভিতর প্রবেশ করল। রিসেপশনিস্টের সঙ্গে গুজগুজ করে একটা চাবি নিয়ে সৈকতকে দোতলার একটা রুমে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, "রুমে ফোন আছে। ফোন করলে করুন। আমি দু ঘন্টা পরে আসছি। ব্রেক ফাস্ট পাঠিয়ে দেব। খেয়ে নেবেন। কোয়েটায় ঢুকে কখন কী খাবেন, তা তো জানা নেই, তাই পেট ভরে খেয়ে নেবেন"।

সৈকত বলল, "ঠিক হ্যায়"।

জাভিদ বেরিয়ে গেল।

সৈকত দরজা বন্ধ করে জয় ত্তারা বলে বিছানায় ঝাঁপ দিল।

আবার চোখ বন্ধ হয়ে গেল ঘুমে।

ঘুম ভাঙল কলিং বেলের শব্দে। উঠে দরজা খুলে দেখল জাভিদ বিরক্ত মুখে দাঁড়িয়ে আছে, "আপনার তো মরার মত ঘুম। সেই কখন থেকে ডাকছি। হোটেলের ছেলেটা ব্রেকফাস্ট নিয়েও ঘুরে গেছে। আপনি রেডি? ফোন টোন করেছেন?"

সৈকত চোখ মুছতে মুছতে বলল, "ও। ফোন করার ছিল না? বাদ দাও। কাকে আর ফোন করব? কে বা আছে আমার? চল বাড়ি যাই"।

জাভিদ বলল, "বাড়ি না। আপনি পাকিস্তান যাবেন"।

সৈকত বলল, "ওই একই হল। যা বাড়ি, তাই পাকিস্তান। চল ভাই। শুভারম্ভ করি"।

৬

পাক অধিকৃত কাশ্মীর। গিলগিট। লস্কর ট্রেনিং ক্যাম্প।

দুপুর বারোটা। যদিও বারোটা বেজেছে, তবে মাঝে মাঝেই তীব্র শীতল হাওয়া দিচ্ছে। আকাশে তেমন রোদ নেই।

একশোটা ছেলেকে একসঙ্গে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। ছেলেগুলোর বয়স বারো থেকে ষোলোর মধ্যে। শীতের মধ্যে সবাই জোব্বা পরে ট্রেনিং করছে।

প্রত্যেকের হাতে অত্যাধুনিক বন্দুক। দশটা চাঁদমারি বানানো হয়েছে। দশটা দলে দশজন করে ছেলেকে রাখা হয়েছে। এক একজন এসে সুশৃঙ্খলভাবে চাঁদমারিতে নিশানা করছে। এই ছেলেদের মুখে শৈশব, কৈশোরের কোন লেশমাত্র নেই। যেন একশোটা রোবোট।

লস্কর কমান্ডার বিলাবল খান কঠিন মুখে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কোন ভুল করলে জঘন্য ভাষায় গালিগালাজ করছে।

ট্রেনিং ক্যাম্পের পাশে পাকিস্তান আর্মির একটা জিপ এসে দাঁড়াল। লেফটেনান্ট কর্নেল ইয়াসির হুসেন জিপ থেকে নেমে ক্যাম্পের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

বিলাবল খান কড়া ভাষায় ছেলেগুলোকে ট্রেনিং চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে ইয়াসির হুসেনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

ইয়াসির বলল, "সিক্সটিন্থ ফাইনাল?"

বিলাবল বলল, "ফাইনাল কিনা আপনি বলবেন জনাব। আমরা তো সব সময় তৈরী"।

ইয়াসির ছেলেগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, "সিক্সটিন্থে ওদের মুজফফরাবাদে পাঠিয়ে দেবেন। শ্রীনগরে ইন্ডিয়ান আর্মির কড়া পাহাড়া থাকে। আমরা ওদিকটা অ্যাভয়েড করব। ম্যাপ ট্রেনিং করিয়েছেন?"

বিলাবল ইয়াসিরের দিকে তাকিয়ে হাসল। ইয়াসির বলল, "কী হল? আমার সময়ের দাম আছে। হাসছেন কেন?"

বিলাবল দঙ্গলের মধ্যে থেকে একটা ছেলেকে চেঁচিয়ে ডাকল, "আসিফ"।

ছেলেটা ডাক শোনার সঙ্গে সঙ্গে বিলাবলের সামনে এসে হাজির হল।

বিলাবল বলল, "অমৃতসর থেকে দিল্লি কীভাবে যেতে হয়?"

ছেলেটা গড়গড় করে বলে গেল।

বিলাবল ইয়াসিরের দিকে তাকাল।

ইয়াসির সন্দিগ্ধ চোখে বিলাবলকে বলল, "শুধু এই জানে? বাকিরা?"

বিলাবল বলল, "ঠিক আছে। আপনি যে কোন একজনকে ডাকুন"।

ইয়াসির তীক্ষ্ণ চোখে দঙ্গলের মধ্যে থেকে একজন অপেক্ষাকৃত ছোট ছেলেকে ডাকল। ছেলেটার উচ্চতা চারফুট দশ এগারো হবে। চোখের মণি নীল রঙের। শরীরের থেকে হাতের বন্দুকের ওজন বেশি।

ছেলেটা এসে দাঁড়ালে ইয়াসির বলল, "কী নাম তোর?"

ছেলেটা বলল, "সোবাহান আলি"।

ইয়াসির বলল, "ফাইন। তো সোবাহান আলি, ভুবনেশ্বর থেকে গুয়াহাটির রুটটা বল দেখি। কী করে যেতে হয়"?

সোবাহান আগের ছেলেটার মতই সুন্দর করে বলে গেল।

এবার ইয়াসিরের ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল।

বিলাবল বলল, "এবার খুশি তো জনাব?"

ইয়াসির বলল, "হ্যাঁ। দশটা করে ছেলে এক একটা ব্যাচে ইন্ডিয়ার একেকটা শহরে ছড়িয়ে পড়বে। এই ক্যাম্পের সব ক'টা ছেলেকে আমার ইন্ডিয়ার কোণায় কোণায় চাই খান"।

বিলাবল বলল, "আপনি যেমন চাইবেন, তেমনই হবে জনাব। কিন্তু আমার উপহারটা?

ইয়াসির ভ্রূ কুঁচকাল, "কীসের উপহার?"

বিলাবল বলল, "শুনলাম আপনি গিলগিট নেতা সুলেমানের মেয়ের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হচ্ছেন। আমার সেখানে নিমন্ত্রণ নেই জনাব?"

ইয়াসির বলল, "জারনালিস্ট থাকবে। ওই কী সব আমেরিকান জারনালিস্টও থাকবে। ওখানে তোমাকে চিনতে পারলে সমস্যা হবে"।

বিলাবলের চোখ জ্বলে উঠল, "যারা আমাদের ধর্মের লোকেদের খুঁজে খুঁজে মেরে ফেলছে, তাদের আপনি দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসছেন?"

ইয়াসির বলল, "আমি করছি না। সরকার করছে। ট্রাডিশনাল বিয়ে হবে, গোটা পৃথিবী দেখবে আমরা কীভাবে জঙ্গীদের হাতে মৃত শিয়া নেতার মেয়েকে পুনর্জীবন দিই। আশা করি ব্যাপারটার গুরুত্ব এবার তুমি বুঝেছো"।

বিলাবল গোঁয়ারের মত বলল, "ঠিক আছে, আমি ছদ্মবেশে থাকব। তবু থাকবো"।

ইয়াসির বলল, "ঠিক আছে। তা বলে কোন রকম আর্মস নিয়ে এসো না। বাইরের বিশ্বকে আমাদের দেখাতে হবে আমরা এই ভূমিতে শান্তি আনার চেষ্টা করছি। অনুষ্ঠানের দশদিন আগে গিলগিটের প্রতিটা বাড়িতে গিয়ে আমরা নেমন্তন্ন করে আসব। তাদের মুখে যেন দুঃখের কোন চিহ্ন না থাকে। পাকিস্তানী আর্মি যে কাশ্মীরের ইন্ডিয়ান আর্মির থেকে অনেক বেশি মানবিক, তা আমাদের দেখাতেই হবে"।

বিলাবল বলল, "বিলকুল জনাব। তা হবু স্ত্রীর সঙ্গে আপনার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে?"

ইয়াসির বিরক্ত গলায় বলল, "সেটা জেনে তুমি কী করবে? আমার বিবির ব্যাপারে তুমি জানবে কেন?"

বিলাবল বলল, "গুস্তাখি মাফ জনাব"।

ইয়াসির বলল, "যাও, ওদের ট্রেইন করাও। সব ব্যাপারে জানার চেষ্টা করবে না। আবু সাইদ কালকেও তোমার ব্যাপারে আমার কাছে খোঁজ নিচ্ছিল। আমি বলেছি তুমি এখানে ভাল কাজ করছো। আশা করি নিজের গুড উইল নষ্ট করবে না"।

আবু সাইদের নাম শুনে বিলাবলের মুখ এমন হল যেন জোঁকের মুখে নুন পড়ল।

সে গুটিয়ে গেল।

ইয়াসির আর বিলাবলকে পাত্তা না দিয়ে নিজের জিপের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

৭

অ্যাবটাবাদ, পাকিস্তান।

রাত আটটা।

মৌলানা বরকতউল্লাহ তার ঘরে বসে ক্রিকেট দেখছিল। আফগানিস্তান বনাম আয়ারল্যান্ড। মৌলানা আফগানিস্তানের লোক।

কাবুলে আমেরিকা বোমা বর্ষণ শুরু করায় পেশোয়ার হয়ে পাকিস্তানে আশ্রয় নেয়। আগে ট্রেনিং দেখত, পরে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের অপারেশন সামলায়।

দরজায় তিনটে নক পড়ল।

বরকত বলল, "এসো"।

একজন উনিশ বছরের ছেলে প্রবেশ করে বরকতকে সেলাম করল। বলল, "আমাকে ডেকেছিলেন হুজুর?"

মৌলানা বলল, "হাফিজকেও নিয়ে এসো"।

ছেলেটা বেরিয়ে গিয়ে আরেকটা ছেলেকে ডেকে নিয়ে এল।

দুজনে ঘরে ঢুকে মৌলানার অনুমতি নিয়ে মৌলানার পায়ের কাছে বসল।

মৌলানা বলল, "শুনলাম গিলগিটে বিভিন্ন দেশের জার্নালিস্ট আসছে?"

হাফিজ একটা ট্যাব নিয়ে এসেছিল। উঠে মৌলানার হাতে ট্যাবটা দিয়ে বলল, "এরা সবাই আসবে"।

মৌলানা সোয়াইপ করে একটার পর একটা ছবি দেখে হাফিজকে ট্যাব ফেরত দিয়ে বলল, "গিলগিটের রাস্তা তো খুব দুর্গম, তাই না হাফিজ?"

হাফিজ মাথা নাড়ল, "জি হুজুর"।

মৌলানা আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময় তার ফোন বেজে উঠল। ধরল ফোনটা, "কে?"

"হুজুর আমি বিলাবল বলছি"।

বিলাবলের নাম শুনে মৌলানার মুখে হাসি ফুটল, "বল। আমাদের শেররা তৈরী হয়েছে?"

"বিলকুল হুজুর। একশোটা বাঘ তৈরী করেছি। এবার আর্মি চিফের সঙ্গে কথা বলে ওদের কাশ্মীরে ঢোকানোর অপেক্ষা শুধু"।

"বহুত খুব। ইয়াসির হুসেন তার বিয়েতে দাওয়াৎ দিয়েছে?"

ও প্রান্তে খানিকটা নীরবতা।

মৌলানা বলল, "তওবা তওবা। দেশ বিদেশের কাফেরদের দাওয়াত দিল আর তার দেশের জন্য যারা জীবন দিয়ে দিচ্ছে, তাদেরই বলল না?"

বিলাবল বলল, "বলে নি হুজুর। থাকলেও ছদ্মবেশে থাকতে হবে। মিডিয়া জানলে নাকি বিশ্বের সামনে পাকিস্তানের নাক কাটা যাবে"।

"গেলে যাবে", মৌলানা চিৎকার করে উঠল, "যে দেশে বাইরে থেকে আমেরিকান সেনা এসে আমাদের লোকেদের মেরে চলে যায়, সেই আর্মির কাছে আমাদের শিখতে হবে কার সঙ্গে কী ব্যবহার করতে হবে? কাপুরুষ না-মর্দের দল যত। আমাকে বল তুমি, তোমার প্ল্যান কী। বল"।

বিলাবল বলল, "ইয়াসির বলল পাকিস্তান সরকার চায় না ওই দিন কোন রকম ঝামেলা হোক। সব রকম নিরাপত্তা দিতে হবে বাইরে থেকে আসা অতিথিদের"।

মৌলানা বলল, "নিরাপত্তা? নিজেদের মানুষেরা যখন আমেরিকার বোমের আঘাতে মুড়ি মুড়কির মত মরে যায়, তখন কোথায় থাকে এদের আতিথেয়তা? পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকেও আমেরিকান সিকিউরিটিরা ওদেশে ঢোকার আগে জামা প্যান্ট খুলে সার্চ করবে। আর আমাদের লোকেরা আতিথেয়তা দেখাচ্ছে? লজ্জা!"

বিলাবল বলল, "জনাব আমার হাত পা বাঁধা। আমি কিছু করতে পারবো না। গিলগিটের ট্রেনিং ক্যাম্পে এখনো অনেক আর্মস দরকার, ইয়াসির হুসেন কথা দিয়েছে আর্মসের ব্যবস্থা ওই করে দেবে। এখানকার গভর্নর সাহেবও আসবে। গিলগিটে ওদের কিছু করা সম্ভব না"।

মৌলানা বলল, “ঠিক আছে, ওরা গিলগিটে দাওয়াত খেয়ে ওখান থেকে সহি সালামাত বেরোলেই তো পাকিস্তান সরকারের নাক ঠিক থাকবে, তাই তো?”

বিলাবল বলল, “জি হুজুর, ওরা ওদের দেশ পর্যন্ত সহি সালামাত গেলে তবেই পাকিস্তান সরকারের নাক ঠিক থাকবে”।

মৌলানা বলল, “ওসামা বিন লাদেনকে যেদিন এই শহরে আমেরিকান সেনা কুকুরের মত খুন করেছিল, সেদিন পাকিস্তান সরকারের নাক ঠিক ছিল? হ্যাঁ কি না?”

বিলাবল বলল, “হুজুর ইয়াসির হুসেন বলছে...”

মৌলানা চেঁচিয়ে উঠল, “আমি যা জিজ্ঞেস করছি, তার জবাব দাও বিলাবল। ওসামা বিন লাদেনকে অ্যাবটাবাদে যেদিন আমেরিকান সেনা কুকুরের মত খুন করেছিল, সেদিন পাকিস্তান সরকারের নাক ঠিক ছিল? হ্যাঁ কি না?”

বিলাবল থতমত খেয়ে বলল, “না হুজুর”।

মৌলানা বলল, “তাহলে এর পরে কী হবে, সেটা আমরা ঠিক করব”।

বিলাবল ও প্রান্তে বলল, “কাজটা ঠিক হবে হুজুর?”

মৌলানা ফোন কেটে দিল।

৮

ধুলো বালির মধ্যে দুটো চেক পোস্ট। মাঝে বেশ উঁচু দেওয়াল।

পাথুরে মুখে টহল দেওয়া সৈন্যের দল।

ঝা চকচকে চওড়া রাস্তায় একটার পর ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে।

জাহেদান চেক পোস্টের এক কিলোমিটার আগে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিল জাভিদ। সৈকতকে বলল, “আপনার যা জিনিসপত্র আছে, এই গাড়িতে রেখে যান। এই ব্যাগটা আপনার জন্য, এখানে এক লাখ পাকিস্তানী রূপী আছে। পঞ্চাশ হাজার রূপী পাকিস্তানী চেকপোস্টেই যাবে, বাকিটা কাছে রাখবেন। পথে লাগবে”।

একটা ছোট ব্যাগ দিল জাভিদ।

ব্যাগটা নিয়ে সৈকত বলল, “তাহলে এখানেই বিদায়, জাভিদ মিয়াঁ?”

জাভিদ বলল, “আমাদের সবার আশা আপনার উপরে। আশা করি আপনি সফল হবেন। আরেকটা কথা, আপনার কাছে যথেষ্ট পাকিস্তানী রূপী থাকলেও আপনি কোন ভাবেই এরোপ্লেনে ইসলামাবাদ যাবেন না, আশা করি কেন সেটা বলে দিতে হবে না। আপনার পাকিস্তানী পাসপোর্ট আছে, তেহরানে ব্যবসা করতে গেছিলেন। এটাই পাকিস্তানী চেকপোস্টে বলবেন, ঠিক আছে?”

সৈকত বলল, “দেখা যাক। আপাতত ইরান থেকে বের করার ব্যবস্থা তো কর মিয়াঁ”।

জাভিদ গাড়ি স্টার্ট দিল, “ইরান থেকে বেরিয়ে যাওয়াটা আমার হাতে, আপাতত পাকিস্তান বর্ডারে বেফাঁস কিছু বলবেন না”।

সৈকত হাতের পাসপোর্টটা দেখতে দেখতে বলল, “এত উঁচু দেওয়াল বানিয়েছে কেন ইরান?”

জাভিদ হাসল, “ও দেশ থেকে টেরোরিস্টরা মাঝে মাঝেই গুলি চালায়। পাকিস্তানের থেকে আর কী এক্সপেক্ট করা যায়?”

সৈকত বলল, “পাকিস্তানের উপর তোমার খুব রাগ, তাই না? সবাই কিন্তু খারাপ না মিয়াঁ”।

জাভিদ গম্ভীর হল, “যে দেশ আমার বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকারটুকু দিতে পারে না, সে দেশের ওপর রাগ থাকাটাই স্বাভাবিক। ইন্ডিয়াতেও অনেক মানুষ আছে যাদের বেঁচে থাকার অধিকার আপনাদের সরকার দিতে পারে না। মাঝখান থেকে বলি হয় আমাদের মত মানুষেরা। চলুন”।

গাড়ি দাঁড় করাল জাভিদ। গাড়ি থেকে নেমে দুজনে হাঁটতে শুরু করল। পাথুরে মাটি। হাঁটার জন্য মোটেও ভাল নয়। দেশের এ প্রান্ত কঠোর নিরাপত্তায় রাখা হয়। ইরানের সেনা সংখ্যার প্রাচুর্য চোখে পড়ার মত। পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারীরা কোন ভাবেই যেন এ দেশে ঢুকে পড়তে না পারে, তার জন্য যথেষ্ট কঠোর ইরানের সেনাবাহিনী।

সৈকত হাঁটতে হাঁটতে ফুরফুরে মেজাজে গান গাইতে শুরু করল।

জাভিদ বলল, "আপনি টেনশন কমাতে গান করেন?"

সৈকত বলল, "কীসের টেনশন? আবার পাকিস্তানে যাচ্ছি, ভাবতেই আমার আনন্দ হচ্ছে। আহা, কত কাবাব, কত ভাল ভাল খাবার খাব আবার"।

জাভিদ বলল, "গুলিও খুব সুখাদ্য"।

সৈকত বলল, "ওসবে ভয় পাই না। কাল সকালেই আমি কোয়েটায় পৌঁছে যাব। আহা আফসার ভাইয়ের বিরিয়ানি! আহা!"

জাভিদ কঠিন গলায় বলল, "আপনাকে বার বার বলা হয়েছে এবারে আপনি কোন চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা করবেন না"।

সৈকত বলল, "তাও ঠিক"।

ইরান চেকপোস্টে পৌঁছে জাভিদ সৈকতকে অফিসের বাইরে দাঁড় করিয়ে ভিতরে গেল। কিছুক্ষণ পর বাইরে বেরিয়ে বলল, "কপাল ভাল, তেরোদিন পরে বর্ডার খুলেছে আজকে। এমদাদ আলি স্যার আছেন চেক পোস্টে। আমার পরিচিত। এখানে আপনার কোন অসুবিধা হবে না"।

সৈকত জাভিদকে জড়িয়ে ধরে বলল, "আবার দেখা হবে"।

জাভিদ প্রতি আলিঙ্গন করল না। শুধু বলল, "যদি দুজনের কেউ বেঁচে থাকি, তবেই"।

সৈকত বলল, "উইল মিট ইন হেল দেন। আলভিদা বন্ধু"।

জাভিদ বলল, "আলভিদা"।

সৈকত ইরানের কাস্টমস অফিসে প্রবেশ করল।

জাভিদ চুপ করে একজন অফিসার এগিয়ে এসে বললেন, "রুবায়াত পাশা?"

সৈকত মাথা নাড়ল।

অফিসার হাত বাড়ালেন, "আলি। জাভিদ আপনার কথা বলেছেন। আসুন"।

একটা ঘরে নিয়ে তাকে বসানো হল। বেশ কয়েকটা ফর্ম ফিল আপ করিয়ে ইরানের সিলমোহর পড়ল তার পাসপোর্টে।

ইরানের গেট খুলল তার জন্য। একমাত্র সে ছাড়া আর কেউ এই সীমান্ত পার হয়ে পাকিস্তানে প্রবেশ করল না। তুলনায় ও দেশ থেকে ইরানে ঢোকার লাইন বেশ বেশি।

দেওয়াল আর নো ম্যান্স ল্যান্ড পেরিয়ে সৈকত যখন পাকিস্তানের গেটের দিকে এগোতে শুরু করল, হালকা বালি ঝড় হচ্ছে। বালোচ প্রদেশে আগেও এসেছে সৈকত। তার কোন কিছুই অচেনা লাগছিল না।

পাকিস্তানের গেট পেরোতে তার দিকে তাকিয়ে একজন পাকিস্তানী সেনা বলল, "ভাল দেশেই তো ছিলে? আবার পাকিস্তান এলে কেন? কোন পাগল কুকুরে কামড়েছিল?"

সৈকত মিটিমিটি হাসতে হাসতে বলল, "নিজের দেশ মহান, ফিরতে তো হবেই মিয়াঁ"।

সেনা বিরক্তিতে মুখ ফিরিয়ে নিল। বোঝাই যাচ্ছিল এই ঝামেলার প্রদেশে কাজ করতে তার মোটেও ভাল লাগছে না। একে ইরানের সেনার চাপ থাকে, তার উপর পাকিস্তানের বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের প্রবল চাপ।

পাসপোর্ট চেক, কাগজপত্র মিলিয়ে দেখা ইত্যাদি মিলিয়ে একঘন্টার বেশি সময় লাগল না সৈকতের। পঞ্চাশ হাজার পাকিস্তানী রূপী ম্যাজিকের মত কাজ করল।

চেকপোস্টের অফিস থেকে বেরিয়ে পাকিস্তানের মাটিতে পা রেখে সৈকত আকাশের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, "দ্য মিশন স্টার্টস নাও"।

৯

জাহেদান সীমান্তে কোয়েটার বাস পেয়ে গেল সৈকত।

চওড়া রাজপথ। বাসে বসে হেলান দিল সে। অনেকটা রাস্তা যেতে হবে। কোয়েটায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বেশ বড় বেস আছে। সে এর আগে দুবার কোয়েটায় ছিল।

বাস ছাড়লে সৈকত চোখ বুজল। রাত হয়েছে।

হঠাৎ করে চোখ খুলে গেল তার। সেই দিনগুলো হানা দিয়েছে আবার!

বাবা কাশ্মীর গেল, আর ফিরল না। মৃতদেহটুকুও পুরো শরীরে ফেরে নি। পুঞ্চে ডিউটি ছিল। চারজনের বাহিনী জিপে টহল দিতে বেরিয়েছিল। বোম মেরে জিপটাই উড়িয়ে দিয়েছিল লস্কর।

যখনই মনে পড়ে, একটা অসহ্য রাগ ভর করে আসে মাথায়।

বাড়ি ফিরতে পারে না সে। বাবার ঘরে যেতে পারে না। গেলেই দু চোখ জলে ভরে আসে।

#

সেনাবাহিনীর এলাকা শেষ হতেই বাস দাঁড় করিয়ে দিল একদল লোক। কন্ডাকটার তার আগে বলে দিয়েছিল সতর্ক থাকতে।

স্থানীয় জঙ্গী সংগঠনের লোকজন। মূলত তোলাবাজ। বাসে উঠে সবার থেকে টাকা নিয়ে নেমে গেল। বালোচ প্রদেশের নিত্ত নৈমিত্তিক ঘটনা। পুলিশ কিছু বলে না, বা বলার জায়গাতেও নেই। অলিখিত লোকাল ট্যাক্স। দিতেই হবে।

আইনের শাসন নেই বললেই চলে।

বাস ছাড়লে কন্ডাকটার আল্লাহকে ধন্যবাদ জানিয়ে জানাল আজ তোলাবাজদের মুড ভাল ছিল বলে কাউকে বাস থেকে নামায় নি। আগের দিনই দুজনকে নিয়ে আর বাসে উঠতে দেয় নি। তাদের সঙ্গে কী হয়েছে সহজেই অনুমেয়।

জীবনের দাম এখানে একবারেই নেই। আফগান সীমান্ত বেশি দূর নয়। তালিবানদের একটা অংশ আফগানিস্তান থেকে পালিয়ে নক কুন্ডি সহ বেশ কয়েকটা জায়গায় থাকে। কয়েকটা গোষ্ঠী আবার পেশোয়ারের দিকেও থাকে। এদের মধ্যে অস্ত্রের সরবরাহ বন্ধ নেই, ফলে দু চারটে লাশ পড়ে গেলে কেউ অবাক হয় না।

সৈকতের পাশে এক বয়স্ক ভদ্রলোক বসে ঝিমোচ্ছিলেন। সৈকত বলল, "কোথায় যাবেন মিয়াঁ?"

ভদ্রলোক বললেন, "কোয়েটা যাব, যদি এই বাস সহি সালামাত পৌঁছতে পারে। আপনি?"

সৈকত বলল, "আমিও কোয়েটা যাব। আপনি এখানে কী করতে এসেছিলেন?"

ভদ্রলোক জানালেন ট্রাকের ব্যবসা করেন। সীমান্ত বন্ধ ছিল বলে ঝামেলায় পড়েছিলেন। এখন সীমান্ত খুলে যাওয়ায় ফিরে যাচ্ছেন। ব্যবসার হাল একেবারেই খারাপ। ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা করেন। এখানকার তোলাবাজদের টাকা দিতে দিতে ব্যবসা মাথায় উঠেছে। ট্রাকের ব্যবসা আছে, অথচ গাড়িতে না এসে বাসে করে যাচ্ছেন কেন জানতে চাওয়ায় ভদ্রলোক হেসে জানালেন তার মাথা খারাপ হয় নি। নিজস্ব গাড়িতে এলে দুষ্কৃতিরা গাড়ি থেকে নামিয়ে গাড়ি কেড়ে নেয়।

লুঠপাঠ তো করেই সেটা আলাদা কথা। ভদ্রলোকের ব্যবসা থেকে মন উঠে গেছে। ঠিক করেছেন বাকি জীবনটা মক্কায় গিয়ে কাটিয়ে দেবেন। ভদ্রলোকের বক বক শুনতে শুনতে ঘুম চলে এল সৈকতের।

ঘুম যখন ভাঙল, তখন রাত তিনটে। একটা পেট্রোল পাম্পে গাড়ি দাঁড়িয়েছে। পেট্রোল পাম্পের সঙ্গে লাগোয়া হোটেলও আছে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাকে বললেন, "চল হে, কিছু খেয়ে আসি"।

বাসে একজনও মহিলা নেই। এসব জায়গায় মেয়েদের রাতে বাস জার্নি করার কথা কেউ ভাবতেই পারে না।

সৈকত দশ বারোটা রুটি খেয়ে নিল একবারে।

ভদ্রলোক তার খাওয়া দেখে বললেন, "তোমার খুব খিদে পেয়েছিল বেটা, তাই না?"

সৈকত মাথা নেড়ে বলল, "খুব। খিদে পেলে আমার মাথা কাজ করে না"।

ভদ্রলোক বললেন, "কোয়েটায় আমাদের বাড়ি এসো। আমার বিবির রান্না খাওয়াব। হজরত মহল্লা, মনে থাকবে?"

সৈকত বলল, "জি চাচা, কেন মনে থাকবে না, চাচি বিরিয়ানি বানাতে পারেন?

ভদ্রলোক বললেন, "সব পারেন, তোমার জন্য বিরিয়ানিই বানাতে বলব। খেয়ে বোল কেমন হয়েছে"।

বাসে উঠেও ভদ্রলোক তার স্ত্রীর রান্নার সুখ্যাতি করে যেতে লাগলেন। সৈকতকে দাওয়াত আসছে শুক্রবার দাওয়াতও দিয়ে দিলেন।

পথের পরিচয় কখন যে মানুষকে আপন করে নেয়, তারা নিজেরাই বুঝতে পারে না।

এক বাঙালি, আর এক কোয়েটাবাসী অদৃশ্য আত্মীয়তায় বাঁধা পড়ে গেল সেই পথেরই সৌজন্যে।

ভোর ছ'টায় বাস কোয়েটা বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছল। ভদ্রলোক আল্লাহকে বার বার শুক্রিয়া জানালেন এই রাস্তায় বাঁচিয়ে ফেরানোর জন্য, সৈকত চাচাজানকে জড়িয়ে ধরে অটো ধরে কোয়েটা স্টেশনে দৌড়ল।

বিরামহীন রাস্তা।

থামার উপায় নেই...

১০

গিলগিটে পাকিস্তান আর্মি বেসক্যাম্পে পার্টি হচ্ছে। আসন্ন শাহী বিয়ের পার্টি।

ইয়াসির হুসেনকে ঘিরে ধরে আছে সেনাবাহিনীর অফিসার মহল।

হুইস্কির গ্লাস হাতে কর্নেল শাহরিয়ার খান বলল, "ইয়ে শাম, লেফটেন্যান্ট কর্নেল ইয়াসির হুসেইন কে নাম। ইয়াসির আমার জুনিয়র, আমরা একসঙ্গে কাশ্মীর বর্ডারে ডিউটি করেছি। এখন পাকিস্তানকে গোটা ওয়ার্ল্ড ওয়াহ ওয়াহ করবে ইয়াসিরের জন্য। দিস ইজ দ্য ম্যারেইজ অফ দিস ডিকেড। অবশ্য আমার বিয়ে না হয়ে গেলে আমিই বিয়েটা করতাম"।

বলেই হো হো করে হেসে উঠল শাহরিয়র খান।

একজন মেজর কর্নেল শাহরিয়রকে বলল, "জনাব, আমি শুনেছি দুজন হিন্দুস্তানী স্পাইকে আপনি আর হুসেন স্যার ধরেছিলেন। সেই কাহিনীটা একবার শোনাবেন প্লিজ?"

শাহরিয়র তার গোঁফে তা দিয়ে বলল, "মনে আছে ইয়াসির? আহা, আমার তো প্রতিটা মিনিট মনে আছে"।

ইয়াসির বলল, "মনে আমারও আছে জনাব। তবে আপনিই বলুন। আপনার মুখ দিয়ে শুনতে ভাল লাগে। বিশেষ করে শেষটা"।

যে মেজর শাহরিয়রকে প্রশ্ন করেছিল, সে জিজ্ঞেস করল, "শেষটা মানে?"

শাহরিয়র হেসে বলল, "দাঁড়াও। ধৈর্য ধর। পুরোটা বলি। আমি আর ইয়াসির জিপ নিয়ে বেরিয়েছি। সঙ্গে দুজন সুবেদার। রহমান ছিল না ইয়াসির তখন?"

ইয়াসির হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল।

শাহরিয়র বলল, "তখন উপত্যকার বরফ গলছে। মে মাস। পাকিস্তান আর ইন্ডিয়ার প্রাইম মিনিস্টার নাকি শান্তি চুক্তি করবে। এদিকে প্রায়দিনই বর্ডারে গুলি চলছে। এসব তো চলতেই থাকে। আমরা খুব ভাল করে

জানি। লাইন অফ কন্ট্রোলে যারা ডিউটি করে, তাদের জানতেই হয়।

বরফ ঢাকা পাহাড় সবুজ হতে শুরু করেছে। পাইন গাছের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আমাদের গাড়ি চলছে। ওয়াসির গ্রাম এল ও সির কাছেই পড়ে। টহল চলাকালীন ওই গ্রামে আমরা পানি খেতে যেতাম। তার পরের দিন আমার লাহোর ফেরার কথা। খোশ মেজাজেই ছিলাম। গ্রামে গাড়ি দাঁড়িয়েছে। গ্রামের এক বাড়ির সামনে আমরা দাঁড়িয়ে পানির বোতল নিয়েছি, এমন সময় হঠাৎ মনে হল একটা বাড়ির জানলা দিয়ে কে উঁকি মারছে। ইয়াসিরকে বললাম। যে বাড়ির সামনে পানি খাচ্ছিলাম, সে বুড়োকে জিজ্ঞেস করলাম, বুড়ো বলল ওই বাড়ি ফাঁকা। কেউ নেই, ওরা অনেক দিন আগেই পালিয়েছে"।

শাহরিয়র গোঁফে তা দিয়ে বলল, "কেউ মিথ্যে কথা বলে পার পাবে, তাও আবার আমারই কাছে, তা কি সম্ভব? বুড়োর তোতলামো দেখেই আমি বুঝেছি ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। বুড়োকে বললাম চল দেখি। তুমি চল, গিয়ে দেখাও ও বাড়িতে কেউ নেই। বুড়োর তখন কলজে হাতে চলে এসেছে। হাত জোড় করে সে কী কান্না! আমি আর ইয়াসির সরাসরি ওই বাড়িটায় হানা দিলাম। দরজা খোলাই ছিল। দেখি দুটো কাশ্মীরি মেঝেতে বসে থরথর করে কাঁপছে। আমরা দুজনেই রিভলভার তাক করলাম ওদের দেখে। ওরা আমাদের পা ধরে কাঁদতে শুরু করল। বলল এল ও সির ওপার থেকে ভুল করে চলে এসেছে। ভাবো জাস্ট, ওরা নাকি ভুল করে চলে এসেছে। ইয়াসির জিজ্ঞেস করল কী করছিলি তোরা? একজন বলল, ভেড়া চড়াতে বেরিয়েছিল নাকি"।

মেজর বলল, "সত্যিও তো বলতে পারে জনাব?"

শাহরিয়রের বেশ নেশা হয়েছিল। মেজরের দিকে তাকিয়ে বলল, "দুশমন টেরিটরিতে ভুল করে চলে এসেছে। সেটা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে? ইন্ডিয়ান সোলজাররা করে? বিশ্বাস করে?" চিৎকার দিয়ে উঠল শাহরিয়র। চেয়ার থেকে উঠে বসে রীতিমত উত্তেজিত হয়ে পায়চারি করতে শুরু করল সে।

মেজর চুপ করে গিয়ে মাথা নিচু করল।

শাহরিয়র গ্লাসে আরো হুইস্কি নিয়ে বলল, "দুটোকে ওই বাড়ি থেকে বের করা হল। জেনানা, বাচ্চা মিলিয়ে খান সত্তর জন ছিল। সব কটাকে মাঠে নিয়ে যাওয়া হল। ওই দুটো স্পাইকে মাঠের মাঝখানে বসিয়ে সবাইকে দিয়ে ইট মারা হল। ইটের ঘা খেয়ে খেয়ে যখন নেতিয়ে পড়ল, তখন..."

শাহরিয়র চুপ করল।

ইয়াসির জোরে হেসে উঠে বলল, "জিপে কুরবানী দেওয়ার অস্ত্র ছিল। একটার গলা আমি, আরেকটার গলা জনাব শাহরিয়র গোটা গ্রামের সামনে কাটলেন, যাতে ভবিষ্যতে কেউ এদের আশ্রয় দেওয়ারও সাহস না দেখাতে পারে। পরের দিন সকালবেলা ইন্ডিয়ান আর্মি টহল দিতে বেরিয়ে সেই দুটো স্পাইয়ের মুণ্ডু পেয়েছিল, সুন্দর করে পার্সেল করে ওপাশে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম"।

১১

"আমরা যে কোথায় যেতে চাই, আর কোথায় গিয়ে পৌঁছোই, তা আমরা কেউ জানি না। আমাদের রাস্তা কখন শুরু হয়েছিল, আর কখন শেষ হবে, আমরা কেউ জানি না। তাই তো? আপনি কোয়েটায় উঠেছেন, আমি দেখেছি। তখন একবারে কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। মেয়ের কাছে গেছিলাম পেশোয়ারে। মেয়ে বড় আদর করে। কিন্তু কতদিন থাকব বলুন? সেই ফিরতেই হল?"

জাফর এক্সপ্রেস রাওয়ালপিন্ডি স্টেশন ঢুকবে খানিকক্ষণ পরে। তার পাশে বসে থাকা বৃদ্ধ সারা রাস্তা চুপ করে থেকে হঠাৎ যেন নড়ে চড়ে উঠলেন। কোয়েটা থেকে মারাত্মক ভিড় ছিল। কোনমতে প্যাসেঞ্জার কামরায় বসার জায়গা ম্যানেজ করতে পেরেছিল। পাঠানদের চেহারা ভারি লম্বা চওড়া। একটা সময় কারো একটা কোলেও বসতে হয়েছে। সৈকত অত ভাবে না। পথে বেশি ভাবলে চলে না। তাছাড়া পাকিস্তানে সাধারণ মানুষ এভাবেই যাতায়াত করে। প্রথম যেবার সে পাকিস্তানে এসেছিল, পাবলিক ট্রান্সপোর্টে বেশ

অসুবিধা হত। পরে সয়ে যায়। সাধারণ মানুষ সব দেশেই এক রকম। একইভাবে খেটে খুটে জীবিকা নির্বাহ কখনো হয়, কখনো হয় না। এর মধ্যেই আনন্দ আসে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে যুদ্ধ লেগে গেলে। মানুষ উত্তেজিত হয়, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়লে একটুও দুঃখিত হয় না, বরং আনন্দে থাকে, এই বারে বোধ হয় প্রতিবেশী দেশকে শায়েস্তা করা যাবে। একঘেয়ে, হতাশাগ্রস্থ জীবনকে যুদ্ধ ছাড়া আর কোন কিছু আনন্দ দিতে পারে না। ক্রিকেট ম্যাচে জয়ও না।

সৈকত বলল, “আমি ইসলামাবাদ যাচ্ছি। কোয়েটায় ব্যবসার কাজ ছিল”।

বৃদ্ধ বললেন, “বাহ, বাহ, ব্যবসা? খুব ভাল। বিয়ে করেছেন?”

সৈকত বলল, “নাহ”।

বৃদ্ধ বললেন, “বাবা মা কী করেন?”

সৈকত বলল, “বাবা আর্মিতে ছিলেন। বর্ডারে শহীদ হন”।

বৃদ্ধ বললেন, “আহা। তাহলে তো খুব ভাল ফ্যামিলির ছেলে তুমি। আমার ছোট মেয়েকে বিয়ে করবে? মাশাল্লাহ খুব সুন্দরী। এই দেখো ছবি”।

সৈকতকে নড়ার অবকাশ না দিয়ে আপনি থেকে তুমিতে নেমে গিয়ে ছবি বের করল বুড়ো পকেট থেকে। মেয়েটার বয়েস আঠেরোও হয় নি। সৈকত বলল, “এ তো বাচ্চা মেয়ে! তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেবেন?”

বৃদ্ধ বললেন, “তুমি কি আমেরিকায় থাকো হে ছোকরা? এ দেশে কি বুড়ি হলে মেয়ে বিয়ে দেব? মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার? বিয়ে করবে কী না বল?”

সৈকত উত্তর না দিয়ে হেসে ফেলল। বৃদ্ধ রেগে গিয়ে গজগজ করতে লাগলেন। দেশের নওজোয়ানরা ফাজিল হয়ে যাচ্ছে, বয়স্কদের সম্মান করা ভুলে গেছে, এদের সবাইকে বর্ডারে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য, তাতে যদি দেশের কিছু ভাল হয়, ইত্যাদি বলতে শুরু করলেন।

ট্রেন রাওয়ালপিন্ডি স্টেশন ঢুকছে দেখে সৈকত আর দাঁড়াল না। দরজার কাছে চলে গেল।

স্টেশনে থামতেই সে নেমে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের দিকে দৌড় লাগাল। ইসলামাবাদ সেক্টর সেভেন যেতে দু ঘন্টা লাগার কথা। শেয়ার ট্যাক্সি পেল। চারজন উঠল একটা সেডানে। সে ড্রাইভারের পাশে বসার জায়গা পেল। গাড়ির পিছনে তিনজন যুবক হৈ হৈ করতে করতে উঠল। তিনজনেই লন্ডন যাচ্ছে পড়তে। দেশে ফেরার ইচ্ছে নেই কারো।

ড্রাইভার বলল, “আমারও আর এদেশে থাকতে ইচ্ছে করে না। আমাকেও নিয়ে যাও তোমরা”।

ছেলেগুলো খুব হাসছে।

সৈকত দেখেছে, এই পাকিস্তানের ভেতরে আরেকটা পাকিস্তান আছে। সুশিক্ষিত, আদব কায়দা জানা, ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষিত উচ্চ বর্ণের প্রতিনিধি এরা। দিন দিন দেশ ছাড়ার প্রতিযোগিতা বাড়ছে এদের মধ্যে। দেশের অর্থনীতি ঝুঁকে পড়েছে। একদিকে আন্তর্জাতিক স্তরে জেদ বজায় রাখতে জোর করে কাশ্মীরি সমস্যা টিকিয়ে রাখা, অন্যদিকে বালোচ কিংবা গিলগিটে নিজেদের মধ্যে রেষারেষিতে রত এক দেশ। সামরিক বাহিনীর উপর প্রবল পরিমাণে নির্ভরশীল এরা। দেশের সরকার যে কোন সময় টলিয়ে দিতে পারে পাকিস্তান সেনাবাহিনী। একদিকে ভারতের সঙ্গে ঝামেলা, অন্যদিকে তালিবান এবং সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলোর ভার বহন করার রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা, বিশ্বব্যাঙ্কের ধারের টাকায় তৈরী ঝাঁ চকচকে রাস্তাঘাট দেখলে কে বলবে দেশটার এত খারাপ অবস্থা?

সেক্টর সেভেন পৌঁছতে রাত হয়ে গেল।

একটা দোতলা বাড়ির ঠিকানা দিয়েছিল জাভিদ। নেমপ্লেটে ইলিয়াস খান লেখা।

কলিং বেল টিপল।

ছোটখাটো চেহারার একজন মানুষ তাকে দেখে বলল, “খুব কষ্ট হল, তাই না? জার্নি আর জার্নি?”

সৈকত হাসল, “তা হল”।

লোকটা বলল, “ঘরে এসো”।

সৈকত বাড়িটায় ঢুকল। সুসজ্জিত এক উচ্চবিত্তের ড্রইং রুম। সৈকত বলল, “আপনিই ইলিয়াস খান?”

লোকটা ঘাড় নাড়ল। বলল, “খেয়ে দেয়ে লম্বা একটা ঘুম দিয়ে রাতটা কাটাও। যে রাস্তায় এসেছো, সে রাস্তায় কাল সকালে ফিরে যাও। চিফ জানিয়েছেন মিশন ক্যান্সেল। যে মেয়েকে উদ্ধার করতে এসেছো, সে বিষ খেয়ে সুইসাইড করেছে”।

সৈকত হাঁ করে ইলিয়াস খানের দিকে তাকিয়ে রইল।

১২

ইলিয়াস খানের বাড়ি বেশ বড়। আসবাবপত্রও দামী।

সৈকত হাঁ করে দেখতে লাগল।

ইলিয়াস বলল, “কী দেখছো?”

সৈকত বলল, “এগুলো সবই কি কাকলি ফার্নিচার?”

ইলিয়াস অবাক গলায় বলল, “মানে?”

সৈকত হেসে ফেলল, “ও জানেন না? এটা লেটেস্ট ট্রেন্ড। দামে কম, মানে ভাল”।

ইলিয়াস হাসল না। তাচ্ছিল্যের মুখে বলল, “কান্দাহার থেকে আনানো, এগুলো পাথরের টেবিল। একেকটার দাম কত জানো? তোমাদের ইন্ডিয়ার লোকেরা অ্যাফর্ড করতে পারবে না”।

সৈকত বলল, “যাব্বাবা, আমাদের ইন্ডিয়া মানে? আপনি ইন্ডিয়ার লোক না?”

ইলিয়াস বলল, “কোন দুঃখে আমি ইন্ডিয়ার লোক হতে যাব? আমার চোদ্দপুরুষ পাকিস্তানী। অবশ্য তারা গিলগিটের লোক”।

সৈকত বলল, “ওহ, আপনি শিয়া মুসলমান। তাই তো?”

ইলিয়াস বলল, “অত জেনে কাজ নেই তোমার। কাবাব বানিয়েছি তুমি আসবে বলে, খেয়ে উদ্ধার কর”।

সৈকত বলল, “আমি জানতাম এখান থেকে সিকিওর লাইনে কথা বলা যাবে”।

ইলিয়াস বলল, “যাবে তো। চল খেয়ে নিই”।

ইলিয়াস খেতে দিল। গাদা গাদা কাবাব। আর কিচ্ছু নেই।

সৈকত বলল, “শুধু কাবাব?”

ইলিয়াস বলল, “আজ ইচ্ছে হল না, তাই বানাইনি অন্য কিছু”।

কাবাব অবশ্য অত্যন্ত সুস্বাদু। মুখে দিতেই গলে যাচ্ছে। সৈকত তৃপ্তির মুখ করে বলল, “আহা, জীবনের সেরা কাবাব খেলাম আজ”।

ইলিয়াস বলল, “সেটাই আমার কাজ। ভাল তো হবেই। র‍্যাডিসনের শেফ আমি। তুমি থাকলে এক মাসে চেহারা ফিরিয়ে দিতাম। এই সিড়িঙ্গে রোগা চেহারা নিয়ে কী করে যে এত জার্নি কর, কে জানে”!

সৈকত বলল, “আমারও তাই মনে হচ্ছিল। আপনি বড় কোন জায়গার শেফ”।

টেবিলের ওপর রাখা ইলিয়াসের ফোন বাজতে শুরু করল। ইলিয়াস বলল, “ধর। তোমার ফোন”।

সৈকত ফোনটা রিসিভ করল, “হ্যালো”।

“পৌছেছো?” গলাটা চিনতে পারল না সে।

সৈকত বলল, “হ্যাঁ”।

“ঠিক আছে। লাহোরে খুব ভাল ফিরনি তৈরী হচ্ছে আজকাল। খেয়ে যেও”।

সৈকত বলল, “ঠিক আছে”।

ফোন কেটে গেল।

খাওয়া হয়ে গেলে মুখ ধুল সৈকত। ইলিয়াস নিজেই বাসন ধুতে শুরু করল। বলল, “টিভি দেখলে দেখতে পারো”।

সৈকত টিভি চালাল। অন্যমনস্ক হয়ে চ্যানেল পাল্টাতে শুরু করল।

ইলিয়াস বাসন ধুয়ে এসে আর পাশে বসে বলল, “তুমি একবারও জিজ্ঞেস করলে না গিলগিটে কী হয়েছে, কেন মেয়েটা সুইসাইড করেছে?”

সৈকত চ্যানেল পাল্টাতে পাল্টাতে বলল, “আমার কৌতূহল কম”।

ইলিয়াস বলল, “আমি আজকাল গিলগিটে যেতে হলে নিজের গাড়িতেই যাই। আহা, কী জায়গা!”

সৈকত বলল, “আমি গিলগিটে গেছি তো। খুব সুন্দর জায়গা”।

ইলিয়াস বিদ্রুপের সুরে বলল, "ওহ, গেছো?"

সৈকত বলল, "হু"।

টিভিতে গিলগিটে পাক আর্মির লেফটেন্যান্ট কর্নেল ইলিয়াস হুসেনের বিয়ে নিয়ে স্পেশাল খবর দেখাচ্ছে। কারা কারা আসছে, এর ফলে পাকিস্তানের কী কী লাভ হতে পারে, সব কিছু দেখাচ্ছে।

সৈকত বলল, "পাকিস্তানী মিডিয়া কতটা পিছিয়ে আছি ভাবছি। কনে মারা গেছে, অথচ বিয়ে নিয়ে খবর দেখানোর বিরাম নেই"।

ইলিয়াস রিমোটটা সৈকতের হাত থেকে নিয়ে টিভি বন্ধ করে দিয়ে বলল, "অনেক রাত হয়েছে। ঘুমিয়ে পড়"।

সৈকত বলল, "ঘর দেখান"।

ইলিয়াস বলল, "যেখানে খাট পাবে, ঘুমিয়ে পড়"।

সৈকত উঠল। ইলিয়াস আবার টিভি চালিয়ে খেলার চ্যানেল দিল।

সৈকত একটা ঘরে ঢুকল।

সুসজ্জিত খাট। সে পথশ্রমে ক্লান্ত ছিল।

ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল মাঝরাতে। সে যে ঘরে ঘুমাচ্ছিল, সে ঘরের মিউজিক সিস্টেম তীব্র শব্দে বাজতে শুরু করায় ঘুম ভেঙে উঠে বসল সৈকত।

সে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে দেখল ড্রইং রুমে ইলিয়াসের সঙ্গে তিন জন লোক বসে টিভি দেখছে। তিন জনের মধ্যে একজনকে দেখে ষাটোর্ধ মনে হল। বাকিরা যুবক।

ইলিয়াস তাকে দেখে বলল, "ঘুম হয়ে গেল? এসো"।

সৈকত ড্রইং রুমে ঢুকে সোফায় বসে বলল, "এভাবে ঘুম ভাঙানো কোন দেশী সভ্যতা?"

ইলিয়াস যে সোফায় বসে ছিল, সেটা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সোফার গদি সরিয়ে একটা বাক্স বের করল। তাদের সামনে মেঝেতে বাক্সটা খুলে দিয়ে বলল, "আমি সিকিওর লাইনে চিফের সঙ্গে কানেক্ট করছি। সৈকত, ইন্সট্রাকশন শুনে নাও"।

সৈকত একটা হাই তুলে বলল, "জানতাম"।

১৩

ড্যানিয়েল বলল, "আমার এই চাকরিটা এত ভাল লাগে কেন জানো? শুধু এভাবে দেশ ঘুরতে পারি বলে। তুমি সুইজারল্যান্ড গেছো, ভিয়েনা গেছো, কিন্তু এই কারাকোরাম রেঞ্জ ভিউ ইজ দ্য বেস্ট ভিউ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। ভয়ংকর সুন্দর বোধ হয় একেই বলে। হিমালয়, হিন্দুকুশ, কারাকোরাম-ওয়াও! আই মিন সিরিয়াসলি, ওয়ার্ল্ডের ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশনের কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত গিলগিট বাল্টিস্তান"।

রাত এগারোটা। রাওয়ালপিন্ডি, হোটেল র‍্যাডিসন।

ড্যানিয়েল আর এনা বাজার ঘুরতে বেরিয়েছিল। ডিনার করতে অনেক রাত হয়ে গেল। গিলগিটে যাবে তারা। সি এন এন থেকে এসেছে। নিরাপত্তা রক্ষীরা সারাক্ষণ তাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে।

এনা বলল, "সবই ঠিক আছে, তবে পাকিস্তান আমার অতোটা নিরাপদ মনে হয় না। ইন্ডিয়া ইজ গুড, যদিও সেখানেও কয়েকটা শহরে নিরাপত্তার সমস্যা আছে, নাম্বার অফ রেপ ইজ রাইজিং ফ্যাক্টর দেয়ার, তবু, ইসলামিক এক্সট্রিমিস্টরা পৃথিবীর শান্তির জন্য সব থেকে বড় থ্রেট"।

ড্যানিয়েল স্যুপ খেতে খেতে বলল, "আমাদের কিছুটা ইসলামোফোবিয়াও তার জন্য দায়ী"।

এনা বলল, "সেটা হতে পারে। তবে এই মুহূর্তে আইসিস কিংবা এই টেরোরিস্ট অরগানাইজেশনগুলো যেভাবে বেড়েছে, তা ভয়ের"।

ড্যানিয়েল গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল।

পাঁচ তারা হোটেলের রেস্তোরাঁ এখন প্রায় ফাঁকা। দুজনে চুপ চাপ খাচ্ছিল। তাদের নিরাপত্তারক্ষীরা খানিকটা দূরে তাদের উপর নজর রাখছে।

ড্যানিয়েল বলল, "ভয়ের তো বটেই। তোমার ভয়টা আরেকটু বাড়িয়ে দি। বল তো হিন্দুকুশ শব্দকে এরা কী হিসেবে ব্যাখ্যা করে?"

এনা বলল, "কী হিসেবে?"

ড্যানিয়েল বলল, "কিলার অফ হিন্দুস, অর ইন্ডিয়ান্স। এখানের মাউন্টেনে যে কত রক্ত লেগে আছে, তার হিসেব রাখা সম্ভব না। যাই হোক, তুমি জানো তো, আমার নেক্সট মান্থেই সিরিয়ায় একটা অ্যাসাইনমেন্ট আছে"।

এনা চমকাল, “সেকী, তুমি আগে বল নি তো?”

ড্যানিয়েল বলল, “আমি জানতাম তুমি আগে থেকে জানো”।

এনা বলল, “না, জানি না”।

ড্যানিয়েলের খাওয়া হয়ে গেছিল। বলল, “তুমি সিরিয়া যেতে চাও না আশা করি”।

এনা মাথা নাড়ল, “একেবারেই না”।

ড্যানিয়েল হাসল, “গুড। কাল ভোরে ফ্লাইট। উঠে যেও”।

এনা ঘাড় নাড়ল, “অ্যালার্ম কাজ করলেই হল। এখন মনে হচ্ছে ইসলামাবাদে থাকলেই হত। সেই তো ভোরে অতটা যেতে হবে”।

ড্যানিয়েল বলল, “আমার ইসলামাবাদকে অনেক বেশি মেকানিকাল মনে হয়। রাওয়ালপিন্ডিতে আলাদা লাইফ আছে। এক্সাইটমেন্ট আছে”।

এনা বলল, “তোমার পাল্লায় পড়লে আর দেখতে হবে না। এক্সাইটমেন্টেই পাগল হয়ে যাব”।

ড্যানিয়েল বলল, “একটা ওয়াক হয়ে যাক আফটার ডিনার? ভাল লাগবে”।

এনা বলল, “আবার?”

ড্যানিয়েল বলল, “ঘুম ভাল হবে”।

এনা বলল, “নাহ। আমি যাব না। তুমি যাও”।

ড্যানিয়েল বলল, “গুড নাইট দেন। কাল দেখা হচ্ছে”।

এনা বলল, “গুড নাইট”।

ড্যানিয়েল বেরোতে গেলে নিরাপত্তারক্ষীরা আটকাল। এনা দেখল ড্যানিয়েল তাদের কাঁধে হাত দিয়ে কীসব বোঝাল।

দুজন নিরাপত্তারক্ষীকে নিয়ে ড্যানিয়েল বেরিয়ে গেল।

এনা খেয়ে লিফটে উঠল। এইসব দেশে এলে অস্বস্তি হয়। লোকেরা কেমন করে তাকায়। তার অস্বস্তি হয় এখানকার মেয়েদের দেখলে। কী করে হিজাব পরিহিত হয়ে সারাদিন কাটায়, ভাবা যায় না।

তার ঘর এগারো তলায়। ঘরে ঢুকে গোছগাছ শুরু করল সে। ক্যামেরাটা দেখে নিল ঠিক আছে কিনা। ব্যাগে কিছু গোছগাছ ছিল, করে নিল।

চেঞ্জ করার জন্য ওয়াশরুমে ঢুকতে তার কানে গোলাগুলির শব্দ এল। হার্টবিট মিস হল তার। বাথরুম থেকে তড়িঘড়ি বেরিয়ে ব্যালকনিতে গিয়ে দেখল রাস্তায় ফায়ারিং চলছে। কোনমতে শার্ট ট্রাউজার পরে লিফটে করে নিচে নামতে তাকে সিকিউরিটিরা আটকে দিল। এনা থরথর করে কাঁপছিল, বলল, "কী হয়েছে"?

হোটেলের রিসেপশনিস্টরা তাকে লবিতে অপেক্ষা করতে বলল। এনার মাথা কাজ করছিল না। সে ফোন বের করে ড্যানিয়েলকে ফোন করল। ফোন বেজে গেল। ড্যানিয়েল ধরল না।

কিছুক্ষণ পর একজন রিসেপশনিস্ট এসে জানাল ড্যানিয়েলকে কেউ বা কারা তুলে নিয়ে গেছে। ড্যানিয়েলের সঙ্গে যে নিরাপত্তারক্ষীরা ছিল, তাদের লাশ রাস্তায় পড়ে আছে।

১৪

সকাল সাতটা । ইসলামাবাদ পেরিয়ে কারাকোরাম হাইওয়ে ধরে একটা এস ইউ ভি রওনা দিয়েছে গিলগিটের উদ্দেশ্যে। গাড়ি চালাচ্ছে খালেদ রিজভি। খালেদের বয়স চল্লিশ ছুঁই ছুঁই। ড্রাইভারের পাশের সিটে বসেছে ইখতিয়ার গিলানী তার বয়স ষাট পেরিয়েছে। চুলে পাক ধরলেও চলা ফেরা দেখে বোঝা যায় শারীরিকভাবে কতটা সক্ষম সে। পিছনের সিটে সৈকত আর হামিদ।
সৈকত বাদে বাকি তিনজনই গিলগিটের বাসিন্দা, বর্তমানে ইসলামাবাদে থাকে। চিফ শুধু বলেছেন তাদের একটা টিম হিসেবে কাজ করতে হবে। ইলিয়াস তার বাড়িতেই থেকে কো অরডিনেটরের কাজ করবে। সেখান থেকেই সে সমস্ত নির্দেশ তাদের পাঠাবে।

কারাকোরাম হাইওয়ে ছাড়াও নারানের রাস্তা দিয়ে গিলগিটে যাওয়া সম্ভব। সমস্যা হল সে রাস্তার বরফ পুরোপুরি গলে নি। কারাকোরাম হাইওয়ের রাস্তা চওড়া এবং মসৃণ। ঝড়ের গতিতে গাড়ি চালাচ্ছে খালেদ।
মনোরম আবহাওয়া। মারগালা হিলসের অপরূপ সৌন্দর্যের ভিতর দিয়ে তারা যাচ্ছে। সৈকত হাই তুলে বলল, "এত সুন্দর জায়গা দেখে কে বলবে মিয়াঁ কোথাও কোন সমস্যা হয়েছে? দেখলে মনে হচ্ছে, পৃথিবীর কোথাও কোন সমস্যা নেই, সবাই খুব আনন্দে আছে"।
হামিদ বলল, "আনন্দেই আছে বটে। লস্কর, হিজবুলের লোকেরা আমাদের বাড়ির ছোট ছোট ছেলেদের টেনে নিয়ে গিয়ে জিহাদের ক্লাস নেয়, সুইসাইড বোম্বার বানিয়ে মেরে ফেলে, শিয়াদের ওপর সমস্ত রকম দমন পীড়ন করে, আনন্দ তো বটেই। খুব আনন্দ"।
সৈকত বলল, "এই জন্য আমি নাস্তিক, আমাকে এই সব ধর্ম নিয়ে কেউ কিছু বোঝাতে পারবে না"।
হামিদ বলল, "নাস্তিকতাও একটা ধর্ম তো। সবাইকে তুচ্ছ করার ধর্ম। সেটা ধুয়ে কী লাভ?"
সৈকত মাথা নাড়ল, "ভুল বলছো। তুচ্ছ করছে না। বরং প্রশ্ন করছে। অন্ধবিশ্বাসকে প্রশ্ন করার সাহস দিচ্ছে। যে অন্ধবিশ্বাস মায়ের কোল থেকে শিশুকে টেনে নিয়ে গিয়ে তার শরীরে বোম বেঁধে ব্যবহার করার কাজে ব্যবহার হচ্ছে, তাকে প্রশ্ন করছে"।

হামিদ তেড়েফুঁড়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল, ইফতিকার ঘাড় ঘুরিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, "নিজেদের মধ্যে কোন রকম তর্ক না করাই ভাল। এই সংক্রান্ত কোন বিষয়ে আমরা আর আলোচনা করব না হামিদ"।

হামিদ বলল, "জি জনাব"।

ইফতিকার বলল, "তার থেকে আপনি অন্য কথা শুনুন। হুনজা ভ্যালিতে চীনা ট্যুরিস্টের সংখ্যা প্রচুর বেড়ে গেছে। যে চীন এই নাস্তিকতাকে এত প্রোমোট করে এসেছে এতদিন ধরে, তারা জানে পাকিস্তান কীভাবে ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলোকে আশ্রয় দিয়েছে, তার পরেও পাকিস্তানকে সব রকমভাবে সাহায্য করে চলেছে। আবার আমেরিকা ক্রিয়েটেড টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনগুলোর নামও আশা করি খুব ভাল ভাবেই জানেন। শিক্ষিত দেশ, উন্নত দেশদের মদত ছাড়া এই অর্গানাইজেশনগুলো মাথা তুলতে পারতো কোন দিন?"

সৈকত বলল, "আপনারা গিলগিট বাল্টিস্তানের সমস্যা কোন দিন আমেরিকাকে বলেছেন?"

ইফতিকার বলল, "কীভাবে বলব? কে শুনবে আমাদের কথা? আমাদের কথা কেউ শুনবে না"।

সৈকত চুপ করে গেল।

ইফতিকার বলল, "আমাদের মিশনের ব্যাপারে আই এস আইএর কাছে কোন খবর নেই ইনশাল্লাহ। তবু কোন রকম ঝুঁকি নেওয়া যাবে না"।

কথা বলতে বলতে খালেদের ফোন বেজে উঠল। সে কিছুক্ষণ উত্তেজিত ভঙ্গীতে কথা বলে ফোন রাখল।

ইখতিকার বলল, "কী হয়েছে?"

খালেদ বলল, "রাওয়ালপিন্ডিতে কাল রাতে এক আমেরিকান জার্নালিস্টকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। ঠিক সময়ে ইসলামাবাদ ছেড়েছি আমরা। ভোর থেকে ইসলামাবাদ-রাওয়ালপিন্ডির এক্সিট আটকে দিয়ে নাকা চেকিং চলছে"।

ইফতিকার বলল, "লস্করই করে থাকবে। আর কাজ কী ওদের?"

খালেদ বলল, "শাদি কভার করতে এসেছিল জার্নালিস্টরা। সব রকম ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়াকে ডেকে পাঠিয়েছে পাকিস্তান বিদেশ মন্ত্রক"।

ইফতিকার বলল, "সে তো জানা কথা। এর মানে আমাদের কাজটা আরো কঠিন হয়ে গেল"।

সৈকত বলল, "সোজা ছিল বুঝি কাজটা? জানতাম না তো?"

হামিদ বলল, "হাই অ্যালার্টে চলে গেল আর্মি। লস্করের উপরেও চাপ আসবে। আমেরিকান মাথা খারাপ করে দেবে এখন পাকিস্তান সরকারের"।

খালেদ মোটরওয়ের পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বলল, "নাস্তা করে নিন। বেশি ভেবে লাভ নেই এখন"।

বড় একটা রেস্তোরাঁর সামনে গাড়ি দাঁড়িয়েছে। সৈকত বলল, "আমি আর নামব না। একটা চা পাঠিয়ে দেওয়া যাবে"?

হামিদ বলল, "যাবে। বসে থাকুন। আপনার না নামাই ভাল এখন। কোন দরকার ছিল না আপনাকে এই মিশনে পাঠানোর। আমরাই করতে পারতাম। জানি না কেন আপনি এসেছেন"।

সৈকত হাসল, "আমিও জানি না"।

হামিদ কটমট করে সৈকতের দিকে তাকাল।

১৫

"ওই মেয়েটা তোমার বিবি?"

ড্যানিয়েলের জ্ঞান ফিরতে প্রথম এই প্রশ্নটাই শুনল সে।

মাথায় অসহ্য ব্যথা করছে। কিডন্যাপিঙের সময় মাথায় কিছু একটা দিয়ে জোরে মারা হয়েছিল। চোখ খুলে দেখল একটা বেশ বড় ঘর। তাকে চেয়ারে বেঁধে রাখা হয়েছে। ঘরের এক কোণে কয়েকটা বাচ্চা

মেঝেতে শুয়ে আছে।

তাকে যে প্রশ্নটা করেছে, তার বয়স মেরেকেটে আঠেরো হবে। অত্যন্ত সুপুরুষ এক যুবক, নীল চোখ। কৌতূহলী গলায় তাকে প্রশ্নটা করেছে ছেলেটা।

ড্যানিয়েল মাথা নাড়ল।

ছেলেটা বলল, "তোমাদের দেশে মেয়েরা এভাবে পরপুরুষের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়?"

ড্যানিয়েল কাতর গলায় বলল, "জল"।

ছেলেটা যত্ন করে তাকে জল খাইয়ে দিল। ড্যানিয়েল বলল, "এটা কোথায়?"

ছেলেটা বলল, "বলা যাবে না। হুজুর বলতে বারণ করেছে"।

ড্যানিয়েল বলল, "তোমার নাম কী?"

ছেলেটা বলল, "আরিফ"।

ড্যানিয়েল বলল, "তোমার অর্গানাইজেশন?"

আরিফ বলল, "আমরা মুজাহিদিন। তুমি জানো এটা আমার প্রথম কাজ ছিল? কী মজা পেয়েছি"।

ছেলেটা সরল। কথাটা বলে এত খুশি হল যেন সে বিরাট কোন কাজ করে ফেলেছে। ঝরঝরে ইংরেজি বলছে। ড্যানিয়েল বলল, "আমার মাথা থেকে কি খুব ব্লিডিং হচ্ছে?"

আরিফ বলল, "হয়েছিল। দাওয়াই দিয়েছেন হুজুর। সেরে যাবে"।

ড্যানিয়েল ঘরের চারপাশে দেখতে চেষ্টা করল। কোন একটা জায়গা থেকে আজানের শব্দ আসছে। এটা কি কোন মসজিদ? সে দ্রুত ভাবতে চেষ্টা করল। এনা ঠিক আছে তো? থাকা উচিত। এরা তাকে তুলে নিয়ে এসেছে। ভাগ্যিস এনাকে নিয়ে বেরোয় নি সে।

সে দ্রুত স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করল, "শোন আরিফ"।

আরিফ আগ্রহী গলায় বলল, "বলুন"।

ড্যানিয়েল বলল, "তোমার হুজুরকে ডাকো। আমি কথা বলতে চাই। বল ভীষণ জরুরি"।

আরিফ বলল, "ঠিক আছে। আমি দেখছি"।

আরিফ বেরিয়ে গেল।

ঘরটায় কোথাও কোন জানলা নেই। জানলা থাকলে বাইরেটা দেখে খানিকটা ধারণা করা যেতে পারে।

মিনিট পাঁচেক পর দশ বারোজনের একটা দল এল। তাদের মধ্যে সব থেকে বয়স্ক মানুষটার চোখে সুরমা, বড় দাড়ি, দাড়িতে মেহেন্দি করা। তার সামনে এসে বসল।

ড্যানিয়েল বলল, "আমাকে তুলে আনার কোন মানে হয় না"।

মৌলানা তার দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল, "মানে হয় নাকি সেটা আমি আপনি ঠিক করার কেউ না। আল্লাহপাক ঠিক করে দেন"।

ড্যানিয়েল বলল, "কী করবেন আমাকে নিয়ে?"

মৌলানা হাসল, "সেটাও উনিই ঠিক করবেন। আমরা কী করি? আমরা জেহাদ করি। ওর দেখানো পথে"।

ড্যানিয়েল বলল, "উনি এভাবে মারতে বলেন নিরীহ মানুষকে?"

মৌলানার চোখ জ্বলে উঠল এবার, "আফগানিস্তানে তালিবান দমনের নামে বোম ফেলে ফেলে শিশু হত্যা করেছে তোমাদের দেশ, ইরাকে, সিরিয়ায়, গোটা পৃথিবীতে কত গরীব মুসলমান মারা গেছে। নিউটনের থার্ড ল, নাথিং এলস"।

ড্যানিয়েল বলল, "আপনি নিউটনও জানেন?"

মৌলানা হাসল, "কেন জানব না? সব কি তোমাদের পশ্চিমী দেশের মানুষেরাই জানে?"

ড্যানিয়েল বলল, “দেখুন, আপনাকে একটা কথা বলি। আমাদের দেশের সরকার যেমন ইরাক, সিরিয়া কিংবা আফগানিস্তানে অ্যাটাক করে, একইভাবে আমাদের দেশে এমন প্রচুর মানুষ আছে, যারা এই সব কিছুর প্রতিবাদ করে। যারা যুদ্ধ চায় না। আমি জার্নালিস্ট, আপনি আপনাদের কথা আমার মাধ্যমে গোটা পৃথিবীকে বলত পারবেন, সেটা না করে এভাবে কেন আটকে রেখেছেন?”

মৌলানা বলল, “আমাদের পবিত্র মাটিতে তোমাদের ঢুকতে দেব না বলে। ও হ্যাঁ, সি আই এ আমাদের দুজনকে আটকে রেখেছে। আমরা যোগাযোগ করেছি। তাদের ফেরত না পেলে তোমাকে আর দেশে ফিরতে হবে না ইনশাল্লাহ”।

মৌলানা জোরে হেসে উঠল। সঙ্গে বাকিরাও।

ড্যানিয়েল বলল, “শুনুন মিস্টার, আমি যেদিন সি এন এন জয়েন করেছিলাম, সেদিন থেকেই জানি এভাবেও মরতে হতে পারে। ওসব ভয় আমাকে দেখিয়ে লাভ নেই। বরং এটুকু জানবেন, আমার কিছু হলে অ্যাবটাবাদে যেভাবে লাদেনকে কুকুরের মত মারা হয়েছিল, সি আই এ আপনাদের তার থেকেও খারাপ অবস্থা করতে পারে”।

মৌলানা উঠ ড্যানিয়েলের মুখে থুতু দিল। বাকিদের বলল, “এটাকে এত মারো, যেন না মরে বেঁচে থাকে। জিন্দা লাশ বানিয়ে দাও”।

১৬

দাসুতে পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে গেল।

একটা ছোট বাড়িতে আশ্রয় নিল তারা।

মাটির বাড়ি। মেঝেতে কার্পেট পেতে দেওয়া হয়েছে। যত রাত হচ্ছে, শীত জাঁকিয়ে পড়ছে। কম্বল মুড়ি দিয়ে সৈকত বসে আছে। বাকিরা নামাজ পড়ে নিল।

কাওয়া চা দেওয়া হল তাদের। সৈকত চা খেয়ে বলল, “পাড়ার দোকানের চা বড় মিস করছি। তোমরা কেউ ইন্ডিয়া গেলে আমাদের পাড়ায় নিয়ে যাব”।

খালেদ বলল, “আমি দিল্লি গেছি একবার। দিল্লি খুব ভাল জায়গা না। খুব কস্টলি”।

সৈকত বলল, “এর পর গেলে কলকাতায় এসো। আমি ঘুরিয়ে দেখাবো। যেমন সস্তা জায়গা, তেমন ঘুরে মজা”।

হামিদ বলল, “যদি বেঁচে ফিরি, তবেই”।

সৈকত বলল, “কেন বেঁচে ফিরব না? জীবনে আছেটা কী মিয়াঁ? অত ভয় পেলে চলে?”

হামিদ তার মোবাইল বের করে সৈকতের হাতে দিল, “গ্যালারিতে যাও। গিলগিটে কীভাবে পাকিস্তানি আর্মি চেক পোস্ট বসিয়েছে, দেখো”।

সৈকত হামিদের ফোন নিয়ে বেশ কয়েকটা ছবি দেখে হামিদকে ফোন ফেরত দিয়ে বলল, “গিলগিটে পৌঁছে টেনশন নেব। এখন টেনশন নিতে যাব কেন? এক্সিট রুট কী হবে? চিফ বলেছিলেন এক্সিট রুট ইফতিকার মিয়াঁ ঠিক করবে”।

ইফতিকার বলল, “আপনাদের দুজনকে শ্রীনগর পৌঁছনোর দায়িত্ব আমার। বর্ডার পার করিয়ে দেব”।

সৈকত চোখ ছোট করল, “কীভাবে? এতো ছেলের হাতের মোয়া না।”

ইফতিকার বলল, “তখন দেখা যাবে”।

হামিদ নিজের মোবাইল ঘাঁটছিল। সৈকত দেখল এক বাচ্চার ছবি। বলল, “তোমার ছেলে?”

হামিদ বলল, “ছিল। এখন কোথায় আছে, জানি না”।

ইফতিকার হামিদের কাঁধে হাত রাখল।

খালেদ মেঝেতে শুয়েছিল। অনেকটা পথ গাড়ি চালিয়ে সে ক্লান্ত। বলল, "হামিদ যখন ইসলামাবাদে ছিল, ওর ফ্যামিলি গিলগিটেই ছিল। লস্করের নিজেদের মধ্যে ঝামেলা লাগে। ওদের গোটা গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছিল ওরা। হামিদের ফ্যামিলির কেউ আর বেঁচে নেই এখন"।

সৈকত বলল, "ওহ, আই অ্যাম সো সরি"।

খালেদ বলল, "আর ইফতিকার মিয়াঁর ঘটনাটা শুনলে কী বলতে তুমি?"

ইফতিকার রেগে গেলেন, "আহ, খালেদ!"

খালেদ চুপ করে গেল।

থমথমে আবহাওয়া হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর ইফতিকার উঠে বাইরে চলে গেলেন।

খালেদ দরজাটা দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, "পাকিস্তানী আর্মি ওর বিবিকে তুলে নিয়ে গেছিল। পরের দিন নদীর পাড়ে লাশ পাওয়া গেছিল"।

সৈকত বলল, "তা সত্ত্বেও গিলগিট সেভাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে নি। এটা তো একটা ঘটনা না। আরও অসংখ্য ঘটনা আছে। আমি যতবার গিলগিটে গেছি, প্রতিবার কোথাও না কোথাও শিয়া মসজিদ ভাঙার ঘটনা আছে"।

হামিদ বলল, "গিলগিটে বাল্টিস্তানে শুধু পাক আর্মি অ্যাক্টিভ না। তার সঙ্গে লস্কর আছে, হিজবুল আছে। গিলগিটে আর কত মানুষ আছে? কে এদের আর্মস দেবে? এরা আর উপায় না দেখে ইরানে পালিয়ে যায়। এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই আমাদের।"

খালেদ বলল, "আজ যতটা আরামে এলাম, কাল এতটা আরাম থাকবে না। রাস্তার হাল ভীষণ খারাপ সামনে"।

সৈকত কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, ইফতিকার ঘরে ঢুকে বলল, "ওই জার্নালিস্টকে নিয়ে পাকিস্তান গভর্নমেন্টের উপর চাপ তৈরী করছে মার্কিনীরা। ইলিয়াস ফোন করেছিল"।

হামিদ বলল, "কার কাজ জানা গেল কিছু?"

ইফতিকার বলল, "লস্কর। ওরা এখন খুব অ্যাক্টিভ হয়েছে এদিকে। তার পবিত্র গিলগিটে মার্কিনীরা আসুক, মৌলানা নিশ্চয়ই চাইবে না"।

হামিদ বলল, "মৌলানা মানুষ না। পাক্কা শয়তানের বাচ্চা একটা। কোন দিন যদি হাতের কাছে পেতাম, বন্দুকের সবক'টা কার্তুজ ওর ভিতরে ভরে দিতাম। শেষ করে দিল আমাদের সব কিছু"।

রাগে হামিদের মুখ লাল হয়ে গেল।

ইফতিকার বলল, "খালেদ একবার পারমিটটা আমাকে দাও তো"।

খালেদ বুক পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে ইফতিকারকে দিল।

ইফতিকার কাগজটা বের করে দেখে সৈকতকে বলল, "ঠিক আছে। এটার সঙ্গে হয়ত আমাদের চারজনের পরিচয়পত্রও দেখবে ওরা। আপনি আপনার পরিচয় মুখস্ত করে নিন"।

সৈকত ঘাড় নাড়ল, "একদম চিন্তা নেই। কিন্তু এ পারমিট কী করে জোগাড় করলেন?"

খালেদ ফিক ফিক করে হাসতে লাগল।

সৈকত বুঝল না। বলল, "জাল নয়ত?"

খালেদ আবার হাসতে শুরু করল।

১৭

ফাজিয়া তার ঘরে চুপ করে শুয়েছিল। জানলা খোলা। শীতল হাওয়া আসছে জানলা দিয়ে।

তার সেদিকে কোন খেয়াল নেই।

তার মন একেবারেই ঠিক নেই।

ঘরের দরজা খুলে তার খালা ঢুকল। বলল, "আজমত সাব এসেছেন। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান। আর তুমি জানলা বন্ধ কর নি কেন?"

ফাজিয়া বলল, "আমার আজমত সাবের সঙ্গে দেখা করার কোন ইচ্ছা নেই। ওঁকে চলে যেতে বল"।

খালা জানলা বন্ধ করে দিয়ে বলল, "আজমত সাব সব সামলাচ্ছেন এখন। তোমার বাবার মৃত্যুর পরে উনিই তো দেখছেন। ওর কথা না শুনলে হয়, বল?"

ফাজিয়া তেতো মুখে খালার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে হিজাব পরে বাইরের ঘরে গেল।

আজমত বসে আছে। তার বাবার মৃত্যুর পর গিলগিট বাল্টিস্তানের শিয়াদের নেতা হয়েছে আজমত।

তাকে দেখে দাঁত বের করল, "সব সালামত তো বেটী?"

ফাজিয়া বলল, "জি"।

আজমত বলল, "আমি জানি তুমি আমার উপর রেগে আছো। কিন্তু মা ভেবে দেখো, ইয়াসির সাবের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়ে গেলে আমরা শিয়ারা কিছুদিন অন্তত শান্তিতে থাকতে পারবো। গোটা দেশে শিয়াদের উপর অনেক অত্যাচার হচ্ছে। গিলগিটে এখন শান্তির পরিবেশ। একমাত্র তুমিই পারো এই উপত্যকায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে"।

ফাজিয়া বলল, "আমি তো শান্তি চাই না"।

আজমত চমকে উঠল, "মানে?"

ফাজিয়া বলল, "আমি কোন দিন শান্তি চাই না। একে শান্তি বলে না। কবরস্থানে যেমন শুধু মৃত মানুষ ছাড়া আর কেউ থাকে না, গিলগিটেও তেমন শিয়ারা এখন মৃত প্রজাতি হয়ে গেছে। তাদের মতের অমতে পাকিস্তানী আর্মি বাড়ি থেকে তাদের মেয়েদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে, ছেলেদের মুজাহিদ বাহিনীতে ভর্তি করে দেচ্ছে। এই শান্তি আমি চাই নি, আব্বুও চায় নি। আপনার লজ্জা করে না চাচা? আয়নায় মুখ দেখেন কী করে নিজের? ছেলেকে তো তেহরানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। মেয়েকেও। আর আমাকে জোর করে এই সমঝোতার বিয়ে করতে বলছেন। আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় আমার আব্বুকে খুনের পেছনে আপনারও হাত ছিল কিনা"।

আজমত রেগে গেল, "তুমি এগুলো কী বলছো?"

ফাজিয়া শান্ত গলায় বলল, "আমি ভেবে চিন্তে বলছি। একটা কথাও বাড়িয়ে বলছি না"।

আজমত থমথমে মুখে উঠে দাঁড়াল, "তাহলে তো আমার এখানে থাকার কোন প্রয়োজন খুঁজে পাচ্ছি না আমি"।

ফাজিয়া বলল, "আপনাকে আমি দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসি নি চাচা"।

আজমত বেরোতে যাচ্ছিল, এমন সময় একটা জিপ এসে দাঁড়াল। আজমত ফ্যাকাসে গলায় বলল, "ইয়াসির সাব এসেছেন"।

ফাজিয়া বলল, "ভাল তো। যান, পোষা কুকুরের মত পা চাটুন"।

আজমত রেগে গেলেও কিছু বলল না, ইয়াসির ড্রইং রুমে ঢুকে ফাজিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, "বসতে পারি"?

আজমত বলল, "বসুন জনাব। আপনারই তো বাড়ি"।

ইয়াসির চেয়ারে বসে ফাজিয়ার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "দেশ বিদেশের মিডিয়া আসবে এই বিয়ে কভার করতে। চ্যানেলে চ্যানেলে দেখানো হবে। এক ঐতিহাসিক বিয়ে হবে"।

আজমত তেলতেলে গলায় বলল, "হুজুর সব আপনাদের মেহেরবানি"।

ইয়াসির বলল, "আজ সন্ধ্যেয় একটা ইন্টারভিউ নেওয়া হবে বেগমের। আশা করব উনি যেন গিলগিটের শান্তির পক্ষে সওয়াল করেন। আর্মি এবং এখানকার অধিবাসীরা ঐক্যের যে শপথ নিচ্ছে, তা প্রচার করেন"।

আজমত বলল, "নিশ্চয়ই জনাব। তাই হবে"।

ফাজিয়া শক্ত হয়ে বসে ছিল।

ইয়াসির বলল, "বেগমের কি কিছু লাগবে? দামী পাথর কিংবা কসমেটিক্স? আমি তাহলে ইসলামাবাদ থেকে আনার ব্যবস্থা করব"।

ফাজিয়া ঘাড় নেড়ে না করে দিল।

আজমত বলল, "জনাব, আমাদের বিটিয়া লজ্জা পাচ্ছে। আপনার যা আনার, তা তো আপনি আনবেনই"।

ইয়াসির ঘাড় নাড়ল, "বেশক। ঠিক আছে, আমি উঠি এখন। কোন দরকার পড়লে খবর দেবেন। চলে আসব"।

ফাজিয়া মাথা নাড়ল।

ইয়াসির বেরিয়ে গেল। তার সঙ্গে আজমত লেজ নাড়াতে নাড়াতে বেরোল।

ফাজিয়া ঘরে এসে হিজাব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে খাটে শুয়ে কাঁদতে লাগল।

তার কিচ্ছু ভাল লাগছিল না।

১৮

ইসলামাবাদ।

পাক বিদেশমন্ত্রী আবু সাইদের সাংবাদিক সম্মেলন ভিড়ে গিজগিজ করছে।

আবু সাইদ সম্মেলন কক্ষে ঢুকে গম্ভীর মুখে বসে বললেন, "গতকাল রাওয়ালপিন্ডির র‍্যাডিসন থেকে সি এন এনের সাংবাদিককে কিডন্যাপিং এর তদন্ত আমরা শুরু করেছি। খুব শীঘ্রই ড্যানিয়েল মুক্তি পাবে ইনশাল্লাহ"।

প্রশ্নবাণ ছুটে আসতে শুরু করল।

"কারা এই কিডন্যাপিঙে যুক্ত স্যার?"

"লস্কর যদি রাওয়ালপিন্ডি থেকে অপারেট করতে পারে, তাহলে তারা সেটা পাকিস্তান সরকারের মদত ছাড়া কী করে করছে?"

"গিলগিটে কর্নেলের বিয়ের অনুষ্ঠানে বিদেশী সাংবাদিকদের নিরাপত্তার দায়িত্ব কে নেবে?"

আবু সাইদ বললেন, "দেখুন, আপনারা ভুল করছেন। ড্যানিয়েলকে যে লস্করই কিডন্যাপ করেছে, সে সম্পর্কে কোন সলিড এভিডেন্স নেই। লস্কর একবারও দায় স্বীকার করে নি। কোন বিবৃতিও দেয় নি। স্থানীয় কোন গুন্ডাবাহিনী মুক্তিপণের লোভেও করতে পারে। আমরা সব রকম পরিস্থিতি বিবেচনা না করে কিছু বলতে পারি না"।

"স্যার, লস্কর ছাড়া পাকিস্তানে এই মুহূর্তে একশো পঁয়ত্রিশটা মুজাহিদিন বাহিনী অপারেট করছে। এদের সম্পর্কে পাকিস্তানী গভর্নমেন্ট কী স্টেপ নিয়েছে?"

আবু সাইদ রেগে গিয়ে বললেন, "যা পারছেন, বলে দিলেই হল? একশো পঁয়ত্রিশটা মুজাহিদিন বাহিনীর নাম দিতে পারবেন?"

"হ্যাঁ পারব স্যার। বলব?"

আবু সাইদ বললেন, "বলতে হবে না। মনগড়া কাহিনী পাকিস্তানকে ডিফেম করার জন্য বলে গেলেই হয় না। আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পাকিস্তানকে শান্তির পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য। শিয়া কিংবা সুন্নী, কোন সম্প্রদায়ই পাকিস্তানে নিরাপত্তাহীন নয়। গিলগিটে কর্নেলের বিয়েটা তারই প্রমাণ দেয়"।

"স্যার, এই বিয়েতে শিয়া কন্যার কি মত আছে, না জোর করে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে?"

আবু সাইদ বললেন, "আমি এই নিয়ে কোন কথা বলব না। আমার অন্য মিটিং আছে। এখানেই প্রেস কনফারেন্স শেষ করা হল"।

একগাদা প্রশ্নের মধ্যে থেকেই কনফারেন্স রুম ছেড়ে বেরোলেন আবু সাইদ। তার পেছন পেছন তার সেক্রেটারি জাহির ছুটছিল। আবু সাইদ রাগী গলায় বললেন, "মৌলানার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে? আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ফোন করেছিলেন প্রাইম মিনিস্টারকে। সরাসরি হুমকি দিয়েছেন, চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ড্যানিয়েলকে খুঁজে না বের করতে পারলে পাকিস্তানে ওদের সেনা নামবে"।

জাহির বলল, "স্যার মৌলানাকে ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না"।

আবু সাইদ বললেন, "মৌলানাকে না পাওয়া গেলে ওদের সেকেন্ড কম্যান্ড ইন চিফকে খবর পাঠাও। দে নিড টু ফ্রি ড্যানিয়েল অ্যাট এনি কস্ট। এ কি ইয়ার্কি হচ্ছে নাকি?"

জাহির বলল, "সেকেন্ড কম্যান্ড ইন চিফ রাশিদ সম্ভবত গিলগিটেই গেছে"।

আবু সাইদ থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেন, "মানে? এ কি বিয়েতে অ্যাটেন্ড করবে নাকি? ইয়ার্কি হচ্ছে?"

জাহির বলল, "জনাব, আর্মি জানিয়েছে এই বিয়েতে সব রকম ভাবে লস্করের ইনভলভমেন্ট আটকে দেওয়া হয়েছে। তবু কিছু তো লুপ হোলস থেকেই যায়"।

আবু সাইদ রাগী চোখে জাহিরের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বললেন, "গাড়ি বের কর। প্রাইম মিনিস্টারের গালি খেয়ে আসি"।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পাকিস্তানী প্রধানমন্ত্রীর বাসস্থানে পৌঁছলেন আবু। প্রধানমন্ত্রী উচ্চ পর্যায়ের মিটিং করছিলেন। সে মিটিং বন্ধ করে আলাদা ঘরে আবু সাইদের সঙ্গে মিটিং এ বসলেন।

চিন্তিত গলায় বললেন, "কী আপডেট? কোন খবর পাওয়া গেল?"

আবু সাইদ বললেন, "লস্কর ই তৈবা জনাব। এটুকুই জানা গেছে। বাকি কিছুই জানা যায় নি"।

প্রধানমন্ত্রী দু হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বললেন, "ইয়া আল্লা। এবার আমরা কী করব? সি আই এ কাবুল কান্দাহারে বসে আছে শুধু উপরওয়ালার একটা নির্দেশের অপেক্ষায়। ওদের স্যাটেলাইট আমাদের প্রতিটা গতিবিধি নজরে রাখছে। কী করার আছে সাইদ?"

সাইদ ম্লান হেসে বললেন, "জনাব আমার মাঝে মাঝে মনে হয় সব ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যাই। আর্মি চিফ নিজে বলেছিলেন গিলগিটের বিয়েতে লস্করের কেউ থাকবে না। এখন শুনতে পাচ্ছি সেখানেও ওদের লোক থাকবে। ইন্ডিয়া তো ছেড়ে দিন, গোটা ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া আমাদের ছিঁড়ে খাবে"।

প্রধানমন্ত্রী বললেন, "উই নিড টু টেক স্টেপ। নাও। চিফকে জানিয়ে দাও, ওদের হাতে বারো ঘন্টা সময় আছে। হয় লস্করকে বলে এই সব অসভ্যতা বন্ধ করুক, নয়ত আমার কোন উপায় থাকবে না সি আই এ কে গ্রীণ সিগন্যাল দেওয়া ছাড়া। উই হ্যাভ নাথিং টু ডু হিয়ার"।

সাইদ বললেন, "ওকে স্যার"।

প্রধানমন্ত্রী চিন্তিত মুখে বসে রইলেন।

১৯

ইসলামাবাদ সেক্টর সেভেন।

ভোর রাত।

ইলিয়াসকে হোটেল থেকে পুল কার নামিয়ে দিয়ে গেল।

ইলিয়াস গাড়ি থেকে নামতেই একটা জিপ এসে দাঁড়াল। ইলিয়াস দেখে বুঝল আই এস আই এর লোক। সে মাথা ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করল।

গাড়ি থেকে একজন তার দিকে রিভলভার তাক করে বলল, "উঠে এসো"।

ইলিয়াস চুপচাপ গাড়িতে উঠে পড়ল।

কেউ কোন কথা বলছে না। ইলিয়াস চুপ করে রইল।

কিছুক্ষণ পর শহর ছাড়িয়ে একটা পোড়ো বাড়িতে এসে গাড়িটা দাঁড়াল।

একজন তার পিঠে রিভলভারের খোঁচা মেরে বলল, "চল"।

ইলিয়াস গাড়ি থেকে নামল। তাকে পোড়ো বাড়িতে ঢুকিয়ে একটা চেয়ারে বসানো হল। ঘরে একটা কম পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছে।

খানিকক্ষণ পর একজন লোক এল। প্রফেসরের মত তার চেহারা। নীল চোখ। দেখে মনে হবে না আই এস আইতে আছে। মনে হতে পারে এখনই কবিতা লিখতে বসে যাবে।

লোকটা ইলিয়াসের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে বলল, "আমি আলি। আপনি ইলিয়াস। ভাল আছেন আপনি?"

ইলিয়াস বলল, "জি জনাব। নাইট ডিউটি করে খানিকটা ক্লান্ত"।

আলি বলল, "র্যাডিসনের চিফ শেফ আপনি। আমি একবার বউকে নিয়ে র্যাডিসনে খেয়েছিলাম। রান্না বেশ ভাল। আপনার লিডারশিপ কোয়ালিটি ইজ গুড। মানতে হবে"।

ইলিয়াস বলল, "র্যাডিসনে হাই কোয়ালিটি মেইন্টেন করা হয় জনাব। বিভিন্ন বিদেশী গেস্ট আসে। আমাদের দেশের যাতে কোন রকম নাম খারাপ না হয়, তার চেষ্টা থাকে সব সময়"।

আলি মাথা নাড়ল, "গুড। তো ইলিয়াস, আপনি আমাকে বলুন, সি এন এনের জার্নালিস্ট ড্যানিয়েলের অপহরণ যেদিন হল, সেদিন আপনি ছুটি নিয়েছিলেন কেন?"

ইলিয়াস স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। সে ভেবেছিল তাকে সৈকতের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে।

ইলিয়াস বলল, "জি জনাব আমার শরীরটা খারাপ ছিল সেদিন"।

আলি বলল, "ডাক্তার দেখিয়েছিলেন?"

ইলিয়াস বলল, "না জনাব। প্যারাসিটামল খেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম যদি তারপরেও জ্বর না কমে, তাহলে হাসপাতালে যাব"।

আলি বলল, "আর কোথাও যান নি?"

ইলিয়াস বলল, "না জনাব"।

আলি বলল, "আপনার স্টাফেদের মধ্যে কাউকে সন্দেহ হয়, যারা লস্কর বা কোন টেররিস্ট অরগানাইজেশনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে?"

ইলিয়াস ঘাড় নাড়ল, "না জনাব। আমার সেটা মনে হয় না। র্যাডিসনের স্টাফ বেশ ভাল। তাছাড়া আমাদের সময় কোথায়? সর্বক্ষণ দৌড়ের মধ্যে থাকতে হয়"।

আলি মাথা নাড়ল, "তা ঠিক। আপনার স্পেশালিটি কী?"

ইলিয়াস বলল, "মুঘলাই হুজুর"।

আলি বলল, "আমাদের অফিসারদের পার্টিতে আপনাকে ডাকা হলে ম্যানেজ করে আসতে পারবেন?"

ইলিয়াস ঘাড় নাড়ল, "নিশ্চয়ই জনাব। একবার ডাকলেই চলে আসব"।

আলি কয়েক সেকেন্ড ইলিয়াসের দিকে চুপ করে তাকিয়ে থেকে বলল, "ইন্ডিয়ান এমব্যাসিতে লাস্ট মানডে আপনি কেন গেছিলেন?"

ইলিয়াসের এবার বুক খানিকটা কাঁপল। তবু যতটা সম্ভব স্বাভাবিক মুখ করে বলল, "হাইকমিশনে একটা ডেলিগেশন টিম আসছে ইন্ডিয়া থেকে। তারা একটা ছোট পার্টি অ্যারেঞ্জ করতে চায়। সেই ব্যাপারেই আমি গেছিলাম"।

আলি বলল, “আপনার হোটেল ম্যানেজমেন্ট জানাচ্ছে তারা এই ব্যাপারে কিছু জানতেন না। আপনি নিজে থেকেই গেছিলেন? কাকে চেনেন ওখানে?”

ইলিয়াস বলল, “জি জনাব আমার ভাই কাজ করত ওখানে। ওর সূত্রে আলাপ হয়েছিল”।

আলি বলল, “আপনার ভাই এখন কোথায়?”

ইলিয়াস বলল, “তেহেরানে থাকে জনাব। ভাইয়ের কার্পেটের ব্যবসা”।

আলি বলল, “ইন্ডিয়ান এমব্যাসিতেঁ আপনার ভাই কী করত?”

ইলিয়াস বলল, “সেটা ভাল করে জানি না। তবে ওই কেনা বেচার সূত্রেই যেত মনে হয়। হাইকমিশনারের স্ত্রীর কাশ্মীরি কার্পেট খুব পছন্দ ছিল। সেসব ব্যাপার কিছু ছিল। অতো জিজ্ঞেস করি নি কোন কালে”।

আলি বলল, “ঠিক আছে। আপনি আমার নাম্বার রাখুন। দুটো কাজ করবেন। এক, আপনার ভাই এলে আমাকে ফোন করতে বলবেন। দুই, র্যাডিসনে কোন রকম কোন ক্লু থাকলে আমাকে জানাবেন। ক্লিয়ার?”

ইলিয়াস বলল, “ক্লিয়ার স্যার”।

আলি বলল, “আপনাকে ওরা নামিয়ে দিয়ে আসবে। ভাল থাকুন। খুদা হাফিজ”।

ইলিয়াস বলল, “খুদা হাফিজ জনাব”।

২০

সকাল ছ’টায় দাসু থেকে বেরোল তারা। দাসু ছাড়তেই খারাপ রাস্তার মুখোমুখি হতে হল তাদের। সৈকত বলল, “এই রাস্তাটা কবে ঠিক হবে?”

খালেদ বলল, “খুদা জানে”।

এ রাস্তায় পিচ বলে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। একদিকে ধুলো আর পাথরের পাহাড়, অন্যদিকে খাদ। রাস্তা কোথাও কোথাও সরু হয়ে এসেছে। খালেদ বলল, “রাস্তার হাল আরেকটু ভাল হলে আরো ভোরে বেরোতে হত। এ রাস্তার কাজ যে কবে শেষ হবে, জানি না”।

সৈকত গাড়িতে উঠে এনার্জি সেভিং মোডে চলে গেছিল। সে চোখ বুজেই বলল, “এই জন্য গিলগিটে যেতে হলে সবাই হাওয়াই জাহাজ ইউজ করে। এই রাস্তায় জীবনটাই তো জি বাংলা হয়ে যাবে”।

হামিদ বলল, “জি বাংলা কী?”

সৈকত হেসে ফেলল, “ও বাংলা টিভি চ্যানেল”।

হামিদ বলল, “তুমি বাংলাদেশী?”

সৈকত বলল, “না। ইন্ডিয়ান। বাংলা ভাষায় কথা বললেই বাংলাদেশী হয়ে যায় না। পূর্ব ভারতের একটা বড় অংশ বাংলা ভাষায় কথা বলে”।

হামিদ মাথা নাড়ল, “তা ঠিক। পাকিস্তানীদের একমাত্র এই বাঙালিরাই হাল খারাপ করে দিয়েছিল। ইস্ট পাকিস্তানের”।

ইফতিকার বলল, “যত দিন যাবে প্রতিটা প্রভিন্স পাকিস্তান থেকে বেরোতে চাইবে। দেশে খাবার নেই, এদিকে কাশ্মীর চাই”।

সৈকত বলল, “সব দেশেই এমন প্রভিন্স থাকে যারা গভর্নমেন্টের থেকে অন্য প্রভিন্সদের মত সমান ট্রিটমেন্ট পায় না। ক্ষোভ থাকবেই। গভর্নমেন্ট তখনই ভাল হয় যখন সে দেশের প্রতিটা মানুষকে সমান চোখে দেখতে পারবে”।

ইফতিকার বলল, “পাকিস্তানি হুকুমত চাইলেও সমান চোখে দেখতে পারবে না। এত আর্মস ঢুকে গেছে, এতগুলো অর্গানাইজেশন এখানে অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে, মানুষ বুঝে গেছে, এ দেশে থেকে কিছু হবে না”।

হামিদ বলল, “সেটা গিলগিটের রাজকন্যা বুঝল না কেন? আপনাদের উচিত ছিল অনেক আগে ওকে তেহেরানে পাঠিয়ে দেওয়া”।

ইফতিকার বলল, “কিছু করার ছিল না। ফাজিয়ার আব্বু মারা যাওয়ার পর থেকেই পাকিস্তানী আর্মি ওদের গৃহবন্দী করে রেখেছিল। এখানে কোন আইনের শাসন নেই। যে বন্দুক হাতে নতুন আইন ঘোষণা করবে, আরেকজন শক্তিশালী কেউ আসার আগে সেটাই আইন হয়ে যাবে”।

সৈকত বলল, “ইন্ডিয়া জয়েন করে যাও। আমাদের ম্যাপে তো গিলগিট বাল্টিস্তান হিন্দুস্তানেই পড়ে”।

ইফতিকার বলল, “কাশ্মীর আজাদি চায়। পাকিস্তানী কাশ্মীর, হিন্দুস্তানী কাশ্মীর। সব কিছু থেকে আজাদি চায়। তারা মানবাধিকার চায়, মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার হক চায়, কে দেবে সেটা?”

সৈকত বলল, “কূটনৈতিক ভাবে সেটা সম্ভব মিয়াঁ?”

ইফতিকার দীর্ঘশ্বাস ফেলল, “সম্ভব না বলেই আমাদের আর কোন দেশ থাকবে না এরপরে। হিন্দুস্তানী কাশ্মীরিরা তাদের দেশেই অ্যান্টিন্যাশনাল হয়ে বাঁচবে, পাকিস্তানী কাশ্মীররা মরে গিয়ে বেঁচে থাকবে জিহাদীদের খপ্পরে। এটা কোন জীবন?”

গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। বিরাট জ্যাম। সৈকত বলল, “কী হল?”

খালেদ বলল, “ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ফাটাচ্ছে সম্ভবত। নয়ত অন্য কিছু হয়েছে। যাব?”

ইফতিকার সতর্ক গলায় বলল, “কোন দরকার নেই। গাড়িতে বসে থাকো”।

হামিদের ফোন বাজছিল। হামিদ কিছুক্ষণ কথা বলে বলল, “ইলিয়াস খানকে আই এস আই তুলে নিয়ে গেছিল। অফিসারের নাম বলল আলী। ছেড়েছে, তবে ইলিয়াস মিয়াঁর সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখা যাবে না। আই এস আই র্যাডারে চলে এসেছে। ওই সাংবাদিক কিডন্যাপিঙের ব্যাপারে”।

খালেদ বলল, “আলী খুব টাফ অফিসার। দেখলে বোঝা যায় না। আমাকে বালুচিস্তানে অনেকদিন পিছু করেছিল। খুব ভাগ্য ভাল ছিল ধরা পড়ি নি”।

খুব জোরে শব্দ হল। প্রথমে একটা। তারপরে বেশ কয়েকটা।

ইফতিকার বলল, “এগুলো কি ডিনামাইটের শব্দ?”

হামিদ সোজা হয়ে বসল, “না, এটা ডিনামাইট না। এটা বুলেটের শব্দ”।

ইফতিকার বারণ করার আগেই খালেদ গাড়ি থেকে নেমে দেখতে গেল। ইফতিকার রাগী গলায় বলল, “একী? হামিদ, খালেদকে ফোন কর”।

হামিদ কয়েকবার ফোনে চেষ্টা করে বলল, “নট রিচেবল বলছে”।

সারে সারে ট্রাক আর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

খালেদ কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল, “পাঁচ ছশো মিটার আগে গ্যাং ওয়ার চলছে। দু চারটে লাশ পড়বে। চিন্তা নেই, ঠিক হয়ে যাবে”।

ইফতিকার “ও” বলে শান্ত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

এরকম ঘটনা এই জায়গার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে গেছে। কেউই আর বিশেষ উদ্বিগ্ন হল না।

২১

খালা বার বার তার ঘরে আসছে। ফাজিয়ার বিরক্ত লাগছে। দরজা বন্ধ করলে বাইরে থেকে বার বার ধাক্কা দিচ্ছে খালা।

রাত নেমেছে গিলগিটে। এই রাতেই তাদের বাড়িতে এলাকার বিদ্রোহীরা আসত। কীভাবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে পাকিস্তান সরকারকে গিলগিটবাসীদের দাবিদাওয়া পেশ করা যাবে সে সম্পর্কে আলাপ হত। ফাজিয়ারও ইচ্ছে হত সব আলোচনায় থাকতে, আব্বু বারণ করত। কতরকম লোক আসত।

সাড়ে ন'টার দিকে খালা এল। বিরক্ত মুখে বলল, “রহমত বলে কে একজন দেখা করতে এসেছে। আমি বলেছি তুমি দেখা করবে না। বলছে তোমাকে বলতে। কী বলব?”

ফাজিয়া বিছানা থেকে উঠল। বলল, "যাচ্ছি"।
খালা সন্দিগ্ধ গলায় বলল, "কে ইনি?"
ফাজিয়া বলল, "বাবার বন্ধু। মুজফফরাবাদে থাকেন। দেখা করতে এসেছেন বোধহয়"।
খালা বলল, "এত রাতে কেন এসেছে? আর্মির চরেরা ঘুরঘুর করছে সর্বক্ষণ"।
ফাজিয়া বলল, "ওকে কেউ কিছু বলবে না। ভয় নেই"।
খালা বলল, "কেন? কে উনি?"
ফাজিয়া বলল, "উনি ভাল পোস্টে আছেন। সবাই চেনে ওকে"।
খালা আর কিছু বলল না।
রহমত চিন্তান্বিত হয়ে বসে ছিলেন। ফাজিয়া ঘরে ঢুকে তাকে সালাম দিল, "কখন এসেছেন চাচা?"
রহমত বললেন, "আমি আমার বাড়ি এসেই ছুটে এলাম। ওখানে তো কোন খবরই পাচ্ছিলাম না। তিন দিন আগে জানতে পেরেছি। তুমি এই বিয়েটা মেনে নিলে কেন?"
ফাজিয়া বলল, "আমি মানার কে? যারা ঠিক করার, তারা ঠিক করে আমাকে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে"।
রহমত রেগে গেলেন, "আজমত একটা মানুষই না। ও এই সিদ্ধান্ত আমাকে না জানিয়ে নিয়েছে"।
ফাজিয়া মাথা নিচু করল।
রহমত বলল, "তুমি কী চাও?"
ফাজিয়া বলল, "আপনি যা চান। আব্বু যা চাইত। আজাদি"।
ফাজিয়ার দুটো চোখ জ্বলে উঠল।
রহমত মাথায় হাত দিয়ে কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে বললেন, "গোটা পাকিস্তানে তোমাদের বিয়ের খবর রটে গেছে। বিয়ের দিন পাকিস্তান আর্মির প্রায় সব মাথা গিলগিটে আসবে। তুমি..."
খালা ঘরে ঢুকল। রহমত কথা ঘুরিয়ে দিলেন, "ইসলামাবাদে ছেলের বাড়ি, তাই তো?"
ফাজিয়া মাথা নাড়ল।
খালা ফাজিয়ার দিকে তাকাল, "অনেক রাত হল"।
রহমত ফাজিয়ার দিকে তাকালেন।
ফাজিয়া বলল, "আমার খালা"।
খালা বলল, "আজমত সাহেব আমাকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছেন। এই বাড়িতে কে যায় আসে সে ব্যাপারে ওকে জানাতে হবে। আপনি কী করবেন, আপনি ঠিক করুন"।
রহমত বিদ্রুপের চোখে ফাজিয়ার খালার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আচ্ছা? আজমতের এখন এত ক্ষমতা হয়েছে?"
ফাজিয়া বিরক্ত মুখে বলল, "আহ খালা, তোমাকে বললাম তো রহমত চাচাকে নিয়ে কারো কোন সমস্যা হবে না"।
অপমানে ফাজিয়ার খালার চোখ মুখ লাল হয়ে গেছিল। বলল, "আমার উপরে শাদী অবধি অনেক দায়িত্ব আছে"।
রহমত বললেন, "কাপুরুষের মত পাকিস্তানী আর্মির গোলামি করার জন্য আপনাকে বেছে নিয়েছে বুঝি আজমত? কীরকম দায়িত্ব প্রত্যাশা করে তারা? গুপ্তচরবৃত্তি করা?"
খালা বলল, "আপনি এখন যেতে পারেন"।
রহমত উঠলেন, ফাজিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমাদের বাড়ি অনাকাঙ্খিত মানুষে ভরে গেছে ফাজিয়া। যে বাড়িতে একসময় বীরেরা থাকত, সেখানে এখন কাপুরুষেরা চর রেখে দিয়েছে। তোমার যা দরকার হবে, আমাকে খবর পাঠাবে, আমি চলে আসব। আর আপনি..."

রহমত ফাজিয়ার খালার দিকে তাকালেন, "আপনি ওর অভিভাবক এখন। কী করছেন? মেয়েকে বাঁচানোর জায়গায় কতগুলো শয়তানের হাতে তুলে দিচ্ছেন। আপনার লজ্জা লাগে না?"

খালা চেঁচিয়ে বলল, "বেরিয়ে যান এখান থেকে"।

রহমত রক্তচক্ষুতে ফাজিয়ার খালার দিকে তাকিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ফাজিয়া বলল, "তোমাকে আমি বলেছিলাম রহমতচাচাকে কেউ কিছু বলবে না। তবু তুমি ওর সঙ্গে এরকম করলে কেন?"

খালা বলল, "উনি তোমার কানে মন্ত্র দিতে এসেছিলেন। আজাদী মানে কী? তুমি একা আজাদ হবে? আর বাকিরা?"

ফাজিয়া কঠিন গলায় বলল, "বাকিদের জন্য আমায় কেন ভুগতে হবে? বলি হতেই বা হবে কেন? তাছাড়া তুমি আমাদের কথা লুকিয়ে শুনছিলেই বা কেন? তোমাকে আজমত চাচা দায়িত্ব দিলেও আমার আব্বু তো কোন দায়িত্ব দিয়ে যান নি। তোমার এত বড় সাহস হল কেন?"

খালা বলল, "আমি আজমতকে জানাবো এখানে তুমি তোমার ইচ্ছেমত কাজ করছো। আজমত ঠিক শাস্তি দেবে তোমাকে"।

ফাজিয়া বলল, "এই বাড়িটা আজমতের নয়। আমার বাবার। তোমার যদি খুব অসুবিধা হয়, তবে এই বাড়িতে তুমি না থাকলেও হবে"।

খালা বলল, "তোমার খুব সাহস হয়েছে ফাজিয়া। আমার সঙ্গে এভাবে মুখে মুখে তর্ক করছো"।

ফাজিয়া খালার কথার উত্তর না দিয়ে তার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। খালা বার বার দরজায় ধাক্কা মারলেও আর দরজা খুলল না।

রাত বাড়লে তার জানলায় তিনটে টোকা পড়ল।

ফাজিয়া জানলা খুলল। অন্ধকার ফুঁড়ে এক লোক এসে তার হাতে একটা চিরকুট দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

চিরকুটে লেখা, "আজাদি আসছে। তৈরী থাকো। ইনশাল্লাহ"।

২২

ড্যানিয়েলের হাত বেঁধে তাকে একটা ট্রাকের পিছনে বসানো হয়েছে। গাড়ি ভর্তি বাক্স। তার সঙ্গে দুজন সশস্ত্র যুবক উঠেছে। গাড়িটা কোথায় যাচ্ছে জানা যাচ্ছে না, তবে ড্যানিয়েল বুঝতে পারছে শহরের দিকে কোথাও যাচ্ছে না তারা। গাড়ি ঝাঁকুনি খাচ্ছে। রাস্তা ভীষণ খারাপ। গাড়ির গতিও বেশি না।

তাকে সিডেটিভ দিয়ে আচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছিল অনেকক্ষণ। গাড়িতে বসানোর স্মৃতি তার হারিয়েছে।

সে দুজন যুবকের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

দুজন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বেশ খানিকক্ষণ হেসে নিল। একজন বলল, "সেসব জেনে কী করবে?"

ড্যানিয়েল চুপ করে গেল। তার অভিজ্ঞতা বলছে এই ধরণের ধর্মান্ধ এবং ব্রেইন ওয়াশড লোকেদের সঙ্গে কথা বলে আখেরে কোন লাভ হয় না। এদের মাথা এরা ধর্মগুরুদের কাছে বন্ধক রেখে দেয়। একইসঙ্গে জিহাদের নামে যে কোন জায়গায় সুইসাইড মিশনে যেতে এরা একবারও ভাবে না।

গভীর রাতের দিকে ট্রাক দাঁড়াল। দুজন তাকে ঠেলতে ঠেলতে ট্রাক থেকে নামাল। ড্যানিয়েলের রীতিমত শীত লাগছিল। একটা বড় ঘরে তাকে নিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসানো হল। কিছুক্ষণ পরে একজন সুপুরুষ পাঠান এসে তাকে ব্রিটিশ অ্যাক্সেন্টে বলল, "কোন সমস্যা হয় নি তো?"

ড্যানিয়েল বলল, "হাত বেঁধে নিয়ে এলে সমস্যা হবারই কথা আমার মনে হয়"।

পাঠান বলল, “আমি রুমান আলি। আমার নাম শুনেছেন আশা করি”।

ড্যানিয়েল বলল, “লস্কর? আমি এখন খাইবার পাখতুনওয়ালাতে?”

রুমান হাসল, “হ্যাঁ”।

ড্যানিয়েল বলল, “আমি যতদূর শুনেছি আপনি অক্সফোর্ডে পড়াশুনা করে সিরিয়ায় আইসিস জয়েন করেছিলেন। তারপরে ওখান থেকে হঠাৎই আপনার মনে হল আগে নিজের দেশের সেবা করা উচিত। পাকিস্তানে এসে লস্করে জয়েন করেন। তাই তো?”

রুমান বিস্মিত হয়ে বলল, “মারহাবা! আপনি খুব ভাল একজন জার্নালিস্ট। আমার সম্পর্কে এতকিছু বহির্বিশ্ব জানে ভাবলেই ভাল লাগছে। আল্লাহকে অনেক অনেক শুক্রিয়া”।

ড্যানিয়েল বলল, “আপনি শিক্ষিত মানুষ হয়ে এটুকু বুঝতে পারছেন না, একজন জার্নালিস্টকে এভাবে আটকে রাখার কোন মানেই হয় না?”

রুমান হাসল। বলল, “আমার ভাই নাসির আমাদের মুভমেন্টে বিন্দুমাত্র যুক্ত নয়। সে ইউ এস এর সিটিজেনশিপও পেয়েছে। তবু যতবার সে ও দেশে ঢুকতে যায়, তাকে আলাদা করে পরীক্ষা করা হয়। শরীরের প্রতিটা ইঞ্চি পরীক্ষা করা হয়। আপনাদের দেশের মানুষ এতো শিক্ষিত, তারা জানে না, মুসলমান মাত্রেই টেরোরিস্ট হয় না? খুব বড় বড় কথা বলা হয়। আমেরিকা সবার, এখানে সবার সমান অধিকার আছে। কোথায় আছে? কিচ্ছু নেই। আমাদের ভাইদের প্রতিটা মুভমেন্ট নজরে রাখা হয়। তাদের সন্দেহের চোখে দেখা হয়”।

ড্যানিয়েল বলল, “ও দেশে এর প্রতিবাদও করি আমরাই। ঠিক আছে, আমি এই নিয়ে কোন তর্ক করতে চাই না, আমাকে আপনি বলুন আমাকে নিয়ে আপনাদের কী প্ল্যান আছে?”

রুমান চেয়ার নিয়ে বসে বলল, “আপনি খুব ইম্পরট্যান্ট মানুষ। এই মুহূর্তে পাকিস্তানের সরকার শুধুমাত্র আপনার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে। পশ্চিমী দুনিয়া থেকেও আপনাকে রিলিজ করার জন্য প্রচুর প্রেশার আসছে”।

ড্যানিয়েল বলল, “সেটাই স্বাভাবিক নয় কি? আমি যোদ্ধা নই, সংবাদদাতা মাত্র। আমার কোথাও কোন ভূমিকা নেই”।

রুমান হাসল, “কাম অন ড্যানিয়েল। আমি ইউকেতে পাঁচ বছর ছিলাম। আমি খুব ভাল করে জানি তোমরা একইসঙ্গে দুটো কাজ কর। সাংবাদিক হিসেবে আমাদের মত দেশে চলে আসো, একই সঙ্গে গুপ্তচরবৃত্তিও কর। এগুলো ওপেন সিক্রেট। কেন লুকোতে হয় তোমায়?”

ড্যানিয়েল বলল, “কী চাইছো তুমি?”

রুমান বলল, “কথা ছিল এখানের সেফ হাউজে তোমাকে রাখা হবে। তুমি আসার কিছুক্ষণ আগেই মৌলানা নির্দেশ পাঠালেন তোমার শবদেহ সসম্মানে আমেরিকান কনস্যুলেটে পাঠাতে হবে। আপাতত সেটার ভিডিও করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে”।

ড্যানিয়েল বিস্ফারিত চোখে রুমানের দিকে তাকাল।

কিছুক্ষণের মধ্যে ঘরে ক্যামেরা সহ সব কিছুর ব্যবস্থা হয়ে গেল।

ড্যানিয়েলের মুখ বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সে ছটফট করছে।

ছেলেদুটো ক্যামেরার পিছনে দাঁড়িয়ে ক্যামেরা অন করল।

রুমান হাতে একটা ধারালো ছুরি নিয়ে ড্যানিয়েলকে মেঝেতে বসিয়ে ড্যানিয়েলের গলা ছুরি দিয়ে কাটতে শুরু করল।

ড্যানিয়েল ছটফট করছে। রুমান শান্ত সহাস্য মুখে ড্যানিয়েলের ধড় থেকে মাথাটা কেটে ফেলে দিল।

#

পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী মিটিং করছিলেন। তার ফোনে ভিডিওটা গেল।

মিটিং এর মাঝে প্রতিরক্ষামন্ত্রী মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন।

২৩

চিলাস পৌঁছতে বিকেল হল। পাহাড়ের গায়ে একটা পরিত্যক্ত বাড়িতে তারা আশ্রয় নিল।

খালেদ বলল, "ঘন্টাখানেক বিশ্রাম নিয়ে রওনা হচ্ছি"।

রাস্তা ফাঁকা হতে ঘন্টাখানেক লেগে গেছিল।

গোলাগুলির পর এত তাড়াতাড়ি সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে গেল, বাইরে থেকে কেউ এলে অবাক হয়ে যেত।

ইফতিকার তার ব্যাগ পারমিটগুলো বের করে আরেকবার দেখে নিয়ে বলল, "গোটা রাস্তায় আমাদের কেউ কিচ্ছু জিজ্ঞেস করে নি। গিলগিটে ঢোকার মুখে করবে। এবার আমাদের প্ল্যান ঠিক করতে হবে। আমার মনে হয় আপনার গিলগিটে ঢোকাটা নিরাপদ হবে না। আপনি চেকপোস্টের আগে কোন সেফ হাউসে অপেক্ষা করতে পারেন"।

ইফতিকার সৈকতের দিকে তাকাল।সৈকত বলল, "আমি কমে যাওয়া মানে দলের একজন কমে যাওয়া। সেটা অ্যাফোর্ড করা যাবে?"

হামিদ বলল, "আমরা এক্সপোজ হয়ে গেলে কোন পাকিস্তানী আর্মিই আমাদের বাঁচাতে আসবে না। উনি অতিথি। ওর বেঁচে থাকাটা জরুরি"।

সৈকত হাসল, "আমি কেন অতিথি হয়ে যাব? ভারতবর্ষের ম্যাপে গিলগিট বাল্টিস্তান এখনো আমাদের দেশেই পড়ে। গিলগিটে আমি কেন অতিথি হলাম মিয়াঁ?"

হামিদ বলল, "তাহলে আপনি কী চান বলুন?"

সৈকত বলল, "আমি বাইরে অপেক্ষা করতে পারব না। আমিও যাব। আমাকে যেতেই হবে"।

ইফতিকার বলল, "ঠিক আছে"।

সৈকত বলল, "আমি তুরতুক একজিট পয়েন্ট ব্যবহার করব"।

ইফতিকার গম্ভীর হয়ে গেল।

সৈকত বলল, "কী হল?"

ইফতিকার বলল, "এটা নিয়ে আমরা পরে কথা বলব"।

সৈকত বলল, "ঠিক আছে। তাই হোক। যা আপনি বলবেন। আপনি এখন আমার গাইড"।

ইফতিকার হাসল। খালেদ বলল, "রওনা হওয়া যাক। আমার এখানে বসে থাকতেও টেনশন হচ্ছে"।

ইফতিকার বলল, "তুমি শিওর? পারবে এখনোই বেরোতে?"

খালেদ বলল, "হ্যাঁ। গিলগিটে বেশি রাতে পৌঁছনোর থেকে এখন বেরোলে আগে পৌঁছনো যাবে। রাত আটটার মধ্যে পৌঁছে যাব ইনশাল্লাহ"।

তারা বেরোল। গাড়িতে উঠে সৈকত বলল, "এই ঐতিহাসিক বিয়ের রাজপুত্তুরটির কিন্তু এটা প্রথম বিয়ে না। আমি গিলগিটে যখন ছিলাম, জনাব ইয়াসিরকে তার বিবি নিয়ে ঘুরতে দেখেছি। তারপরে কি তালাক হয়ে গেছিল?"

হামিদ বলল, "তালাক না, ইয়াসিরের বিবি আত্মহত্যা করেছিল। বেশিরভাগেরই ধারণা ওটা আত্মহত্যা না, খুন"।

সৈকত বলল, "বাহ। চমৎকৃত হলাম। পাত্রটি তো অসাধারণ। সুকুমার রায় পেলে আরেকটা কবিতা লিখতেন"।

হামিদ বলল, "সুকুমার রায় কে?"

সৈকত বলল, "আমাদের বাংলার এক বিখ্যাত মানুষ। সত্যজিৎ রায়ের নাম শুনেছো?"

হামিদের মুখে হাসি ফুটল, “হ্যাঁ। দ্য ফেমাস ডিরেক্টর”।

সৈকত বলল, “একদম। সুকুমার রায় তার আব্বাজান ছিলেন। দাঁড়াও তোমাকে কবিতাটা বুঝিয়ে বলি”।

সৈকত “সৎপাত্র” কবিতাটা বাকি তিনজনকে পুস্তুতে তর্জমা করে বলল। সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

ইফতিকার বলল, “গিলগিটের মানুষদের রক্তটাই নষ্ট হয়ে গেছে। নইলে ইয়াসিরের মত লোকের সঙ্গে বিয়ে সমর্থন করে”?

চিলাসের পর থেকে গিলগিটে রাস্তা খানিকটা ভাল হয়েছে। তবে রাস্তায় প্রবল ধুলো। এখানেও পাহাড় ভেঙে রাস্তার কাজ চলছে। কয়েকটা চীনা ট্যুরিস্টের গাড়ি চোখে পড়ল।

ইফতিকার বলল, “চীন এখন পাকিস্তানের কাছে জামাই আদর পাচ্ছে”।

সৈকত বলল, “শাহী শাদিতে চৈনিক দস্যুরা থাকবে না?”

ইফতিকার বলল, “থাকতেই পারে। চীন সেনাদের সঙ্গে অনেক পাকিস্তানী সেনা কর্তার দহরম মহরম আছে। ওরা আসবে”।

সৈকত বলল, “মেলা বসছে তার মানে। একদিকে পশ্চিমী জার্নালিস্ট, অন্যদিকে চীনের সেনা কর্তা। উফ, এই মন্ডপ থেকে বউ নিয়ে পালানোর মজাই আলাদা হবে”।

ইফতিকার বলল, “আমাদের হাতে আর একটা দিন সময় আছে। পরশু থেকে সব রিচুয়ালস শুরু হবে”।

সৈকত বলল, “বিয়ের রীতি নিয়ে কী জানা গেছে? সুন্নী বিয়ের থেকে শিয়া বিয়েতে অনেক বেশি সময় লাগে। ইয়াসির কোন মতে বিয়ে করবে?”

ইফতিকার বলল, “বিয়ে থেকে শুরু করে সবটাই ওদের মত করেই হবে”।

গাড়ি শব্দ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। পাকিস্তানী আর্মিরা গাড়ি চেক করছে। ইফতিকার বলল, “এত আগে?”

খালেদ বলল, “হতেই পারে”।

ইফতিকারের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করেছে। পারমিট বের করে হাতে রাখল।

২৪

“কোথায় যাবে?”

তাদের গাড়ির কাছে এসে এক সশস্ত্র পাকিস্তানী সেনা খালেদকে জিজ্ঞেস করল।

খালেদ বলল, “গিলগিট যাচ্ছি জনাব”।

দশ বারোজন সেনা টহল দিচ্ছে রাস্তায়। প্রতিটা গাড়ি দাঁড় করিয়ে প্রশ্নোত্তর করছে।

তাদের গাড়ি আটক করা সেনা বলল, “পারমিট দেখি”।

খালেদ পারমিট দিল।

সেনা বলল, “গাড়ি থেকে নেমে যাও”।

হামিদ বলল, “কী হল জনাব?”

সেনা জোরে ধমক দিল, “যা বলছি কর। ড্রাইভার নাম”।

ইফতিকার নিচু গলায় বলল, “খালেদ বসে না থেকে নেমে যাও”।

খালেদ নামল। সেনা টর্চ জ্বালিয়ে পারমিট দেখছিল।

কয়েক সেকেন্ড পর খালেদকে দূরে নিয়ে গিয়ে প্রশ্নোত্তর শুরু করল।

হামিদ বলল, “বাস্টার্ডস। কী করব ইফতি ভাই?”

ইফতি বলল, “বসে থাকো”।

হঠাৎ গাড়ির দরজা খুলে গেল।

ইফতিকার অবাক হয়ে দেখল সৈকত কোন একজন সেনাকে ডেকে আলাপ শুরু করেছে। খানিকক্ষণ পরে সেই সেনা সৈকতকে সিগারেট দিল। সৈকতের সঙ্গে সিগারেট খেতে খেতেই সে সেনা খালেদকে ডেকে নিয়ে যাওয়া সেনাকে ডেকে বলল, "ছেড়ে দাও ওকে। আমার বন্ধু"।

খালেদ ঘর্মাক্ত অবস্থায় গাড়িতে এসে বসল। সৈকত সেই সেনাকে কিছু একটা বলে গাড়িতে উঠে হাসতে হাসতে খালেদকে বলল "গাড়ি টানো"।

খালেদ গাড়ি স্টার্ট দিল।

ইফতিকার বলল, "এটা কী হল?"

সৈকত বলল, "কিছুই হল না। আমি না গেলে খালেদকে গুলি করে খাদে ফেলে দিত! সব গাড়ি আটকানোর অর্ডার আছে। ভাগ্যিস ওয়াসিম ছিল!"

হামিদ বলল, "আপনার বন্ধু?"

সৈকত বলল, "হ্যাঁ বন্ধুই তো। কত বন্ধু বানানো আছে পাকিস্তানে। কখন কে কাজে লেগে যায়, কে জানে"!

হামিদ বলল, "আপনার উপর নির্দেশ ছিল এখানে কোন পরিচিতর সঙ্গে দেখা না করার জন্য"।

খালেদ বলল, "তো উনি কী করতেন? ওরা আরেকটু হলেই পারমিটের ব্যাপারে ইসলামাবাদে ফোন করত। একটা মাছি গলতে পারছে না"।

সৈকত চোখ বন্ধ করল, "একটা মাছিও এখন গিলগিটে পাক সেনার অনুমতি ছাড়া ঢুকতে বা বেরোতে পারবে না। ওয়াসিমের সঙ্গে কথা বলে যা বুঝলাম, গিলগিটে এখন তারার মেলা বসছে। সব আসছে"।

ইফতিকার বলল, "আপনি ওয়াসিমকে কী করে চিনলেন?"

সৈকত হাসল, "ভাববেন না। আমি ডাবল এজেন্ট নই। এদেশে কম ঘুরি নি এক কালে। গিলগিটে যখন ছিলাম, ওয়াসিম চেকপোস্টে ডিউটি করত। প্রথম জয়েন করেছে। লাহোরে বাড়ি। প্রায়ই হা হুতাশ করত বাড়ির জন্য। আমাদের সবারই তো বাড়ি আছে, তাই না জনাব?"

হামিদ বলল, "আমার ধারণা, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের সঙ্গেও আপনার আলাপ আছে। যেভাবে গাড়ি থেকে নেমে গেলেন!"

সৈকত মিটিমিটি হাসতে হাসতে বলল, "আমি কিছু জানি না, কিছু বুঝি না। তবে এটুকু বুঝি, সব দেশের মানুষই স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফিরতে চায়, কিন্তু পারে না। সিস্টেম তাদের সেখানে ফিরতে দেয় না"।

ইফতিকার মাথা নিচু করল। গিলগিটের চেকপোস্টের কাছে গাড়ি এসে দাঁড়াল। পাঁচটা গাড়ির লাইন হয়েছে। শেষ গাড়ি তাদের। প্রবল শৈত্যপ্রবাহ হচ্ছে। তাপমাত্রা মাইনাসের নিচে চলে গেছে।

ইফতিকার ক্লান্ত গলায় বলল, "কতদিন পর নিজের মাটিতে ফিরলাম। অথচ সেখানে ঢুকতে গেলেও কত কাগজ দেখাতে হচ্ছে!"

সৈকত গাড়ির ভিতর থেকে তীক্ষ্ণ চোখে চেকপোস্টের দিকে তাকিয়ে শ্বাস ছাড়ল, "আজ আশা করছি কোন অসুবিধা হবে না। ইউসুফকে দেখতে পাচ্ছি। ইউসুফ আলি, এও লাহোরেই থাকে। এর বাবার একটা পা অ্যাক্সিডেন্টে বাদ পড়েছিল। ছোট ভাই পেশোয়ারে ব্যবসা করে। মা খুব ভাল গোস্ত বানান। ইউসুফের বউ ইসলামাবাদের মেয়ে। ইউসুফ বিয়ের পর বউয়ের কাছে থাকতে পারত না বলে কাঁদত বলে ওকে খুব বুলি করত ওর কলিগরা"।

হামিদ হাঁ করে সৈকতের দিকে তাকিয়ে ইফতিকারকে বলল, "এবার বুঝলাম এঁকে কেন পাঠানো হয়েছে। এ দেখি আমাদের থেকেও পাকিস্তানকে বেশি করে চেনে"।

ইফতিকার বলল, "তবু আপনি আর পরিচয় দেবেন না। বিন্দুমাত্র সন্দেহ হলে সমস্যা হতে পারে"।

সৈকত সিটে হেলান দিল নিশ্চিন্তে, "খালেদ, তুমি শুধু হাসি মুখ করে রেখো। টেনশন দেখিও না। তুমি ছড়ালে আমি সামলাবো। কোন চিন্তা নেই"।

খালেদ বলল, "আমি আর চিন্তা করছি না। আপনি যা খেলা দেখাচ্ছেন"।

সৈকত গম্ভীর হয়ে গেল, "অপারেশন আজ রাতেই করতে হবে। রাজকন্যেকে আজকেই তুলব। কালকের অপেক্ষায় থাকলে হবে না"।

ইফতিকার চমকে সৈকতের দিকে তাকাল।

২৫

আর্মি কোয়ার্টার বেশ বড়। ইয়াসির হুসেন প্রথম যখন গিলগিটে এসেছিল, তখন এসব কিছু ছিল না। কিছুদিন পরে বিয়ে হয়েছিল তার।

কোয়ার্টারের অনেক অংশ এক্সটেনশন করিয়েছিল। লাইন অফ কন্ট্রোলে ডিউটি করা ঝুঁকির কাজ। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে গিলগিট বাল্টিস্তানে পাক আর্মির কাজ হল সংযোগস্থাপন করা। বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার কাজ ইয়াসির দেখে।

পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আত্মীয়রা এসেছে। একেকটা ঘর দখল করেছে। অবিবাহিত ছেলেদের আর্মি ব্যারাকে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। করাচীর ফুপা ফুপু এসেছে। কোয়েটা থেকেও অনেক আত্মীয় এসেছে।

বাইরের ঘরে ছোট বাচ্চারা দৌড়োদৌড়ি করছে। ইয়াসিরের ভাই বোনেরা নাচের আসর বসিয়েছে।

ইয়াসিরকে সেখানে বসতে হয়েছে। বলিউডি গানের সঙ্গে পা মেলাতে হয়েছে।

বাড়ি ঘিরে পাহারা দিচ্ছে আর্মি জওয়ানেরা। গিলগিটে অতিথিদের জন্য আলাদা করে অস্থায়ী বিলাসবহুল বাসস্থান বানানো হয়েছে। ফুপু বিরক্তমুখে বসে আছে। ইয়াসিরের সে বিরক্ত মুখ দেখতে ভাল লাগছে না। ফুপু এসেই তার বক্তব্য পরিষ্কার করে জানিয়েছে। ইয়াসির বিয়েতে মত দেওয়ার আগে বাড়ির সব থেকে বয়স্কা ফুপুকে জিজ্ঞেস করে নি। এই নিয়ে তার আপত্তি। ইয়াসির বিশেষ পাত্তা দেয় নি।

আমিনা তার এই ফুপুরই মেয়ে ছিল। তার প্রথম স্ত্রী। ভীষণ সন্দেহ করত তাকে। শেষে একদিন ইয়াসিরকেই যা করার করতে হয়। সন্দেহবাতিক স্ত্রী থাকার বিপদ বড় বেশি। গিলগিটের মেয়েরা তার থেকে অনেক বেশি সুন্দরী, আমিনার ধারণা হয়েছিল ইয়াসির তার আড়ালে সে সব মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করে।

আমিনা মরে যাবার পর ফুপু কিছুই সন্দেহ করে নি। অ্যাক্সিডেন্ট হতেই পারে। তবে তার এখন দাবী ছিল দ্বিতীয় বিয়েটা তার অনুমতি নিয়ে করতে পারত ইয়াসির। সেটা সে করে নি। ইয়াসিরের মাঝে মাঝেই ইচ্ছে করছে যেভাবে আমিনাকে মেরেছিল সেভাবে ফুপুকেও উড়িয়ে দেয়।

করতে পারছে না। পারলে করে ফেলত। আনন্দের সময় কেউ মুখ ব্যাজার করে বসে থাকলে ভাল লাগে না।

কোয়ার্টারের পিছনে হুইস্কি পার্টি বসেছে। আগুন জ্বালিয়ে কাবাব বানানো হচ্ছে। ইয়াসির সেখানে গিয়ে বসল। তার খালাতো ভাই নাহিদ কানে কানে বলল, "ভাবিজান খুব সুন্দরী হয়েছে মাশাল্লাহ। তুমি ভাগ্যবান"।

ইয়াসির গ্লাস থেকে হুইস্কি গলায় ঢেলে বলল, "নিজের ভাগ্য নিজেকে তৈরী করতে জানতে হয় নাহিদ। কামাতে জানলে তোর বউও সুন্দরী হবে। তুই কোয়েটায় আজকাল কী করছিস?"

নাহিদ বলল, "ইলেক্ট্রনিক্সের ব্যবসা। চলছে না তেমন কিছু"।

ইয়াসির বলল, "এখানে চলে আয়। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। মালামাল হয়ে যাবি। বিশ্বস্ত মানুষই তো দরকার আমার"।

নাহিদ বলল, "যা বলবে ভাইজান। আম্মিও বলছিল তোমার সঙ্গে কথা বলতে। আমি ভাবতাম তুমি হয়ত বিরক্ত হবে"।

ইয়াসির নাহিদের গলা জড়িয়ে ধরল, "কেন বিরক্ত হব? তুই আমার ভাই বলে কথা। আমিই ব্যবস্থা করে দেব সব"।

নাহিদ বলল, "ভাইজান আমিনা ভাবীর কথা মনে পড়লে কষ্ট হয়?"

ইয়াসিরের চোয়াল শক্ত হল, মুহূর্তে সেটাকে সামলে নিয়ে সে বলল, "তা তো হবেই। কী করব আর?"

নাহিদ ইয়াসিরের কাঁধ চাপড়ে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করল। ইয়াসির মনে মনে হাসল। গাধার বাচ্চা সব। এরা এখনো কিছুই জানে না। একটা বউ মরলে হাজারটা মেয়ে পাওয়া যাবে। মন খারাপের কী আছে?"

বেশ কয়েক পেগ হুইস্কি খেয়ে ইয়াসির নিজের ঘরে এসে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ঘুম ভাঙল মাঝরাতে। নাহিদ তাকে ধাক্কা দিচ্ছিল, "ভাইজান, ও ভাইজান"।

ইয়াসির বিরক্ত গলায় বলল, "কী হয়েছে?"

নাহিদ বলল, "কে একজন তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে দেখো"।

ইয়াসির উঠে বসে চোখ কচলে বলল, "এখন?"

নাহিদ বলল, "হ্যাঁ। বলছে খুব জরুরি। তোমার সঙ্গেই কথা বলবে"।

ইয়াসির বলল, "নিয়ে আয়"।

নাহিদ বলল, "ঠিক আছে"।

মিনিট দুয়েক পরে ফাজিয়ার খালা ইয়াসিরের ঘরে প্রবেশ করল। তার মুখ থেকে যেন কেউ রক্ত শুষে নিয়েছে। ইয়াসির নেশাগ্রস্থ গলায় বলল, "কী হয়েছে?"

ফাজিয়ার খালা বলল, "ফাজিয়া ঘরে নেই"।

ইয়াসির বলল, "বুঝলাম না"।

ফাজিয়ার খালা বলল, "বার বার বলা সত্ত্বেও ও ঘর আটকে ঘুমিয়েছিল। মাঝরাতে শব্দ হতে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে দেখলাম ফাজিয়ার ঘরের দরজা খোলা। ও ঘরে নেই। ইয়া আল্লা, এবার কী হবে?"

ইয়াসিরের চোয়াল শক্ত হল, "যা হবার তাই হবে। কোথায় আর পালাবে?"

ফাজিয়ার খালা ভয়ে কাঁদতে শুরু করল।

২৬

"ফাজিয়া বেটি, আমার সোনার টুকরো মেয়ে। কোথায় তুই?"

আব্বা এভাবে ঘরে ঢুকত। ফাজিয়া ঝাঁপিয়ে পড়ত আব্বুর বুকে। যত রাতই হোক, যত কাজেই ব্যস্ত থাকত আব্বু, তার সঙ্গে বাড়ি ফিরে খেলবেই।

আরেকটু বড় হলে ফাজিয়া তাদের বাড়ির এক গোপন কথা জানতে পেরেছিল। দুই দেশের যুদ্ধের হাত থেকে বাঁচতে গিলগিটের বাসিন্দারা এক কালে ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ বানিয়েছিল। সবার বাড়ির নিচে কুঠুরি ছিল। বাবা দেখিয়েছিল তাদের বাড়ির নিচের কুঠুরিটা। তার ঘরের কাঠের পাটাতন সরিয়ে বাড়ির নিচের কুঠুরিতে লুকিয়ে থাকত লুকোচুরি খেলতে খেলতে।

বহুদিন সে কুঠুরি ব্যবহৃত হয় নি।

ঘুমালেও ঘুম আসছিল না ফাজিয়ার। কেঁদে কেঁদে বালিশ ভিজিয়ে দিচ্ছিল প্রতিনিয়ত।

মাঝরাতে ঠুক ঠুক শুনে ঘুম ভেঙে গেল তার। প্রথমে ভাবল কেউ দরজায় আওয়াজ করছে। সে দরজা খুলল। কেউ নেই। পরক্ষণেই বুঝল শব্দটা মেঝে থেকে আসছে।

খাটের তলায় ছুরি রাখা থাকে। সেটা হাতে নিয়ে অতি সন্তর্পণে পাটাতন খুলল সে।

ইফতিকারচাচা! আনন্দে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল সে। এক অজানা লোককে নিয়ে কুঠুরির সিঁড়ি বেয়ে তার ঘরে উঠে এসে চাচা বলল, "তৈরী ফাজিয়া?"

ফাজিয়া বলল, "টানেলের কথা তুমি কী করে জানলে চাচা?" খুশিতে তার কথা বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড়।

"ওরা কী করে জানবেন? গিলগিটের লোকেরা থোড়িই গিলগিটের সব সিক্রেট জানেন! এসব কাজ আমাকেই করতে হল। চলুন, এখন সিনেমার মত কান্নাকাটি করলে হবে না"।

যে কথা বলল ফাজিয়া তার দিকে তাকিয়ে ইফতিকারের দিকে তাকাল।

ইফতিকার বলল, "ও ঠিকই বলেছে। ওই নিয়ে এসেছে। তুমি চল। দেরী কোর না। তোমার ঘরের বাইরে জাসুস ভর্তি হয়ে আছে"।

ফাজিয়া একটা ব্যাগে যা হাতের কাছে পায়, গুছিয়ে নিল।

ইফতিকার বলল, "চল"।

ফাজিয়া সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। তার পেছনে ইফতিকার আর সৈকত। নিচে হামিদ অপেক্ষা করছিল। সৈকত পাটাতন বন্ধ করে দিয়ে নিচে নেমে বলল, "কাঠের মেঝে হলেও পরে বুঝতে পারবে, তাই না?"

ফাজিয়া বলল, "হ্যাঁ। আমার ঘরের দরজাটাও খোলা রইল"।

সৈকত বলল, "ঠিক আছে। থাকুক। আর ফিরতে হবে না। চলুন"।

হামিদ টর্চ জ্বালিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। ফাজিয়া দেখল কুঠুরির একটা অংশেও পাটাতনের দরজা ছিল। সেটা খুলেই এরা এসেছে। সে এই পথটা জানত না। আব্বু জানত হয়ত।

টানেলের ভিতরে অতটা শীত নেই। ফাজিয়া তবু কাঁপছিল। তার বিশ্বাস হচ্ছিল না সত্যিই এটা ঘটছে। ইফতিকার চাচা তাকে নিতে আসবে, বিশ্বাস হচ্ছিল না কিছুতেই।

খানিকক্ষণ পরে আরেকটা ছোট কুঠুরিতে প্রবেশ করে সিঁড়ি বেয়ে একটা ঘরে প্রবেশ করল সবাই। খালেদ বসে ছিল। ফাজিয়াকে দেখামাত্র সসম্মানে উঠে দাঁড়াল। ফাজিয়ার আব্বু সবার অত্যন্ত সম্মানের পাত্র ছিলেন।

ফাজিয়া হাঁফাচ্ছিল।

সৈকত বলল, "কিছুক্ষণের মধ্যে খবর হয়ে যাবে। আমাদের তার আগে গিলগিট ছাড়তে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের চেকপোস্ট পেরোতে হবে"।

খালেদ বলল, "সকালের আগে অবধি সময় আছে আমাদের কাছে?"

সৈকত মাথা নাড়ল, "আমি অতক্ষণ অ্যাফোর্ড করতে পারব না"।

খালেদ বলল, "লাদাখ বর্ডারের দিকে যাবেন বলছিলেন না? পারবেন না। আমি খোঁজ নিলাম, ওদিকটা লস্কর ঘিরে রেখেছে"।

সৈকত বলল, "সে তো জানা কথা। ঠিক আছে, আমরা আজ রাতের মধ্যে তাহলে চিলাস পৌঁছতে পারলেও অনেকটা এগিয়ে থাকা যাবে। আপনি বোরখা পরুন। বেরনো যাক"।

ফাজিয়া ব্যাগ থেকে বোরখা বের করে পরে নিল। তারা বাড়িটা থেকে বেরলো।

পোড়ো পরিত্যক্ত বাড়ি। বেরনোর আগে হামিদ চুপ করে দাঁড়াল। এ বাড়িটা তারই।

খালেদ হামিদের কাঁধে হাত রাখল, "মন খারাপ করে লাভ নেই। চল। যদি সত্যি ভাল দিন আসে, এই বাড়িটাই আবার নতুন করে তৈরী করা যাবে"।

হামিদ চোখ ভর্তি জল নিয়ে গাড়িতে উঠল।

চেকপোস্টে জওয়ানদের ভিড় কম। ফাজিয়া কাঠ হয়ে বসে ছিল। গিলগিটে ঢুকবার জন্য যতটা সতর্কতা নেওয়া হয়, বেরনোর জন্য অতটা নেওয়া হয় না। চেকপোস্টে কোন চেকিং ছাড়াই তাদের গাড়িকে ছেড়ে দিল।

ইফতিকার বলল, "পরম করুণাময় আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন"।

ফাজিয়া কাঁদছিল। নিজের বাড়িতে আর কোন দিন হয়ত সে আর ফিরতে পারবে না...

#

রাত দুটো। আই এস আই চিফ রফিক আহমেদ করাচীতে তার বাড়িতে শুয়ে ছিলেন।

ফোন বেজে উঠল।

সিক্রেট সার্ভিসের নাম্বার। রফিক তড়িঘড়ি ধরলেন, “হ্যাঁ”।

“জনাব, বাজ পাকিস্তানে ঢুকেছে। জাহেদান থেকে এন্ট্রি নিয়েছিল”।

রফিক উঠে বসলেন, “পারপাস?”

“জানি না জনাব”।

“এখন কোথায় আছে?”

“জানি না জনাব”।

“তাহলে কী জানো?” রেগে গেলেন রফিক।

“বাজ পাকিস্তানে ঢুকেছে জনাব”।

ফোন কেটে গেল।

রফিক পর পর দশ জায়গায় ফোন করলেন।

তার চোয়াল শক্ত হল।

এইবার ছাড়া যাবে না, অনেকবার হাত থেকে বেরিয়ে পালিয়েছে। এবার কিছুতেই ছাড়া যাবে না।

#

অন্ধকার হলেও যথেষ্ট জোরে গাড়ি চলছিল। সৈকত হঠাৎই ফাজিয়ার দিকে হাত বাড়িয়ে হেসে বলল, “আমি সৈকত। আপনাদের আই এস আই ভালবেসে আমাকে বাজ বলে ডাকে”।

ফাজিয়া হাত মেলালো না। পরপুরুষের সঙ্গে তারা হাত মেলায় না।

২৭

ভোর ছ'টাতেই ঘুম ভেঙে গেল এনার। চীনের ডেলিগেটদের সঙ্গে সে গিলগিটে এসেছে। প্রথমে ঠিক করেছিল দেশে ফিরে যাবে। পাকিস্তান থেকেও যথেষ্ট চাপ দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল প্রচুর সমস্যা হবে গিলগিটে একা মেয়ে সাংবাদিক গেলে। এনা শোনে নি। চলে এসেছে।

প্রচুর সিকিউরিটিতে তাদের একটা হোটেলে রাখা হয়েছে। তবু একরাশ হৈ হৈ আর গাড়ির হর্নের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল তার। এরকম শব্দ হলেই ড্যানিয়েলের কথা মনে পড়ে যায়। প্রবল শীত গিলগিটে। হাই অল্টিচ্যুডের জন্য প্লেন থেকে নেমে শ্বাসকষ্টও হয়েছে প্রথম দিকে। ড্যানিয়েল ঠিকই বলত। এই অঞ্চলের সৌন্দর্য অসাধারণ।

হোটেলের জানলা দিয়ে এনা দেখল গোটা এলাকায় সেনা নেমে গেছে। ঘর থেকে বেরিয়ে দেখল হোটেলের প্রতিটা ঘরে আইডি চেক হচ্ছে। এনার নিরাপত্তারক্ষীরা তার রুমের বাইরে থাকে। তাদের জিজ্ঞেস করতে জানা গেল ইয়াসির হুসেনের যার সঙ্গে বিয়ে হবার কথা ছিল, সে মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না। রাত থেকেই এলাকার প্রতিটা জায়গায় তল্লাশি শুরু হয়েছে।

এনা তৈরী হয়ে নিল। এই স্কুপ ছাড়া যাবে না। তাদের হোটেলেই ইসলামাবাদ থেকে আসা পাকিস্তান আর্মির বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসার উঠেছেন।

তারা চিন্তিত মুখে ঘোরাফেরা করছিলেন। এনাকে দেখে এড়িয়ে যেতে শুরু করলেন তারা।

ডিনার টেবিলে একজন ইসলামাবাদের সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল গতকাল। নাম সিরাজ। এনা দেখল সিরাজ ব্যস্ত হয়ে কোথাও যাচ্ছে। সে সিরাজের কাছেই দৌড়ে গিয়ে বলল, “তুমি কোথায় যাচ্ছো?”

সিরাজ বলল, “আর্মি ক্যাম্পে। আপনার না যাওয়াই ভাল”।

এনা বলল, “কেন?”

সিরাজ চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, “ইয়াসির হুসেন অত্যন্ত প্রভাবশালী অফিসার। এই বিয়েটার মিডিয়ায় ওয়ার্ল্ড কভারেজ হচ্ছে, পাকিস্তান মন্ত্রীসভার গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীরাও এখানে চলে এসেছেন। এখন যদি ইয়াসির হুসেনের উড বিকে না পাওয়া যায়, তাহলে কেয়ামত হয়ে যাবে”।

এনা বলল, “যেগুলো বললে তার সবটাই আমি জানি। আমার না যাওয়ার কী আছে?”

সিরাজ ম্লান হাসল, “আপনার নিরাপত্তার জন্য বলছি। শুধু আর্মি ক্যাম্প না, আমার অ্যাডভাইস হল, আপনি পারলে আজকেই ইসলামাবাদে চলে যান। আশা করি আপনাদের এমব্যাসি আজকেই কোন স্টেপ নিয়ে নেবে”।

সিরাজ দাঁড়াল না। বেরিয়ে গেল।

এত ভোরেই হোটেলের প্রতিটা ঘরে পাকিস্তানী আর্মির ব্যস্ততা দেখে এনা বুঝল সিরাজ ভুল কিছু বলে নি। সে তার ঘরে গিয়ে তার বস স্টিভকে ফোন করল।

স্টিভ বলল, “এনা? ওখানে এখন ভোর না? কী হয়েছে?”

এনা সবটা বলে বলল, “আমি আর্মি ক্যাম্পে যেতে চাই। এরা যেতে বারণ করছে। কী করব?”

স্টিভ একটু ভেবে নিয়ে বলল, “ওখানে শুধু আর্মি অপারেট করে না। অন্য টেররিস্ট অর্গানাইজেশনগুলিও সমানভাবে অপারেট করে। তুমি দূরে থাকো। আমারও তাই মনে হয়”।

এনা বলল, “ওকে। আমি দেখছি কী করা যায়”।

স্টিভ বলল, “মেয়েটা কোন নোট লিখে গেছে?”

এনা বলল, “না”।

স্টিভ বলল, “হয় পালিয়েছে, নয় তো কোন অর্গানাইজেশন মুক্তিপণের জন্য কিডন্যাপ করেছে। ও যা দেশ, সব কিছু হতে পারে। স্টে অ্যালার্ট। কোথাও যেতে হবে না। চোখ কান ব্যবহার কর শুধু”।

এনা ফোন রেখে তার পাশের ঘরের চীনা সাংবাদিকের দরজায় নক করল। মেয়েটার নাম এনা মনে রাখতে পারে না, তবে মেয়েটা ভাঙা ভাঙা ইংরেজি বলতে পারে।

চীনাদের এখানে আদর অনেক বেশি। চীন আর পাকিস্তানের বন্ধুত্বর নমুনা গিলগিট দেখছে। এখানে প্রচুর প্রোজেক্ট চীনের আর্থিক অনুদানে হচ্ছে। আর্মির কোন জওয়ান কোন চীনের সাংবাদিকের ঘরে ঢু মারছে না।

মেয়েটা দরজা খুলে তাকে দেখে বলল, “কী হয়েছে?”

এনা বলল।

মেয়েটা জানাল সে ঘরে ঘুমাচ্ছিল। এত কিছু হয়ে গেছে জানতোই না।

মেয়েটা ফোন বের করে খান দশেক ফোন করল। বেজিং এ তাদের হেড অফিসেও ফোন করল। কিছুক্ষণ পর বলল, “তুমি আমাদের সঙ্গে আর্মি ক্যাম্পে যেতে পারো। আমাদের জন্য স্পেশাল কনভয় থাকছে”।

এনা আর ভাবল না। মেয়েটার প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আর্মি ক্যাম্পে পৌঁছল চিনা সাংবাদিকদের কনভয়। আর্মি জওয়ানরা গেট বন্ধ করে দিয়েছে। তবু মিডিয়া ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। ক্যাম্প থেকে একটা কনভয় বেরোল। সেটার পেছন পেছন সবাই ছুটল নিজেদের গাড়িতে। চীনা মেয়েটি এনাকে বলল, “এটাই সেই শিয়া নেতার বাড়ি”।

এনা দেখল পাকিস্তানী সেনা বাড়ির সব আসবাবপত্র রাস্তায় বের করে দিয়েছে।

প্রবল ভিড় হতে শুরু করেছে এলাকায় এত সকালেও...

২৮

গিলগিটে যাওয়ার পথে আর্মির চেকিং যারা করেছিল, তাদের কারো গাড়ি দেখা গেল না চিলাস ভ্যালি ফেরার সময়। উলটে রাস্তায় একটার পর একটা পাকিস্তানী আর্মির গাড়িকে গিলগিটের দিকে যেতে দেখা গেল।

সৈকত বলল, "চিলাস ভ্যালিতে কোন আস্তানা জানা আছে নাকি ইফতিকার সাব?"

ফাজিয়া চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ইফতিকার সেটা দেখে নিয়ে বলল, "বাচ্চাটার উপর দিয়ে এই ক'দিন ধরে কী পরিমাণ মানসিক চাপ গেছে সেটা অনুমান করার চেষ্টা করছি। আমরা যেখানে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করেছিলাম, সেই বাড়িটায় থাকলে হবে না?"

সৈকত মাথা নাড়ল, "না। রাস্তার পাশে। বেশ ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপার। তাহলে কি আমরা আজকে দাসু চলে যাব? খালেদ পারবে এতটা ড্রাইভ করতে?"

খালেদ বলল, "করতেই হবে। আমি টেনে দেব যত কষ্টই হোক। কিন্তু চেক পোস্ট এলে?"

সৈকত বলল, "দেখা যাবে। যতটা পারা যায় গিলগিট থেকে দূরে চলে গেলেই ভাল"।

খালেদ বলল, "কোন সমস্যা নেই। তাই হোক"।

সিন্ধু নদের পাশ দিয়ে ভাঙা চোরা রাস্তা দিয়ে গাড়ি কোন মতে এগোতে থাকল। ভোরের আলো প্রকট হবার আগে তারা দাসুর রাস্তা ধরে নিল। দাসুর রাস্তার হালও তথৈবচ।

ফাজিয়া চোখ খুললে ইফতিকার বলল, "খিদে পেয়েছে?"

ফাজিয়া বলল, "আমি কোথায় যাবো চাচা?"

ইফতিকার বলল, "তুমি কোথায় যেতে চাও?"

ফাজিয়া ম্লান মুখে মাথা নাড়ল, "জানি না"।

সৈকত বলল, "আপনি আমার সঙ্গে ইন্ডিয়া যাচ্ছেন ফাজিয়া"।

ইফতিকার সৈকতের দিকে রাগী চোখে তাকাল, "সেটা কখন ঠিক হয়েছে?"

সৈকত বলল, "আপনি তাহলে বলুন ফাজিয়া এখানে থাকলে ওর নিরাপত্তায় কোন সমস্যা হবে না?"

ইফতিকার বলল, "আমাকে এই ব্যাপারে চিফের সঙ্গে কথা বলতে হবে। দিল্লি থেকে অনুরোধ এলে ভাবতে পারি। আপনাকে কীভাবে বিশ্বাস করব?"

সৈকত বলল, "দিল্লির অনুরোধের জন্য অপেক্ষা করে থাকলে আপনাদের মেয়েকে আর বাঁচাতে হবে না। যেখানে মেয়েদের মতামতের বিরুদ্ধেই তার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, তাদের থেকে বেশি কিছু আশা করা যায় না"।

ইফতিকার বিদ্রুপাত্মক গলায় বলল, "ওহ, ইন্ডিয়াতে বুঝি মেয়েরা তাদের পছন্দমতোই বিয়ে করে? কোন রকম জোর জবরদস্তি হয় না?"

সৈকত বলল, "আর কার কী হবে জানি না, তবে ইন্ডিয়াতে ফাজিয়াকে কেউ জোর জবরদস্তি করে বিয়ে দেবে না, এটুকু বলতে পারি"।

ইফতিকার বলল, "আমি এই বিষয়ে এখনই কোন সিদ্ধান্ত দিতে পারছি না"।

সৈকত বলল, "প্রতিটা সেকেন্ড মূল্যবান এখন, সেটা বুঝতে পারছেন? পাকিস্তানী আর্মি ছেড়ে দেবে ভেবেছেন?"

ফাজিয়া বলল, "আমি এই দেশে থাকব না। এখানে থাকার কোন ইচ্ছে নেই আমার"।

ইফতিকারের ফোন বাজল। ইফতিকার কিছুক্ষণ কথা বলে ফোন রেখে মাথায় হাত দিল। সৈকত বলল, "কী হয়েছে?"

ইফতিকার সৈকতের দিকে তাকিয়ে বলল, “ফাজিয়াদের বাড়ি তল্লাশির নামে পুরো খালি করে দেওয়া হয়েছে। নেহাত বিদেশী মিডিয়া আছে, নয়ত এতক্ষণে ও বাড়ি পুড়িয়ে দিত ওরা”।

সৈকত ফিসফিস করল, “অ্যাজ এক্সপেক্টেড। ওরা গিলগিট সার্চ করবে, একই সঙ্গে মরিয়া হয়ে ফাজিয়াকে খুঁজে বেড়াবে। আমাদের হাতে সময় খুব কম... খুব”।

ফাজিয়া বলল, “ওরা আমাদের বাড়িটাকেও পুড়িয়ে দেবে?”

হামিদ বলল, “ওরা এ কাজটা খুব ভাল পারে”।

ফাজিয়া দুহাতে মুখ ঢাকল।

খালেদ বলল, “আমাদের কাছে কিছু আর ডি এক্স থাকলে ওই টানেলের ভিতরে রেখে দিয়ে আসা যেত। সময় থাকলে সেটা করতাম নিজের হাতে”।

সৈকত বলল, “সেটা না করে ভালই করেছো। রক্তপাতহীন নিঃশব্দ এক্সট্রাকশান এখন অবধি। এখন অবধি পাকিস্তান জানে না কারা এই কাজটা করেছে। তবে জেনে যাবে। আমাদের হাতে খুব কম সময় আছে”।

খালেদ বলল, “দাসু থেকে মুজফফরাবাদ হয়ে ইন্ডিয়ায় ঢুকবেন? সব থেকে টাফেস্ট রুট। সামান্য ভুলচুক হলে কেউ বাঁচবেন না”।

সৈকত বলল, “না। মুজফফরাবাদ থেকে ফাজিয়াকে ইন্ডিয়াতে ঢুকানো অসম্ভব। ইসলামাবাদ ছাড়া আর কোন অপশন এই মুহূর্তে নেই। ইলিয়াসভাইকে ফোন করুন। বেশ কয়েকদিন গা ঢাকা দিতে হবে আমাদের”।

ইফতিকার ইলিয়াসের নাম্বার ডায়াল করল।

২৯

রাত সাড়ে দশটায় ইলিয়াস খান বাড়িতে ঢুকল। হোটেল থেকে রাতের খাবার খেয়ে এসেছে।

বাড়ির তালা খুলে ঘরে ঢুকে ইলিয়াস টিভি চালাল। সব ক'টা খবরের চ্যানেল ঘুরে আশ্বস্ত হওয়া গেল যে এখনো কেউই বাইরের কারো হাত আছে বলে ব্যাখ্যা করে নি। ফাজিয়ার কোন গোপন প্রেম আছে কি না সে সংক্রান্ত গবেষণা চলছে। ইয়াসির হুসেন মিডিয়ায় জানিয়ে দিয়েছে কী কী চক্রান্ত হতে পারে তা নিয়ে পাক আর্মি বিস্তারিত পর্যালোচনা করছে।

রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত টিভি দেখে ইয়াসির টিভি বন্ধ করে তার ঘরে গেল।

পোশাক বদলে বাড়িতে তালা দিয়ে গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে বেরোল। খানিকটা যেতেই পুলিশ গাড়ি আটকালো। ইলিয়াস কাঁচ নামাতে পুলিশ জিজ্ঞেস করল, “এত রাতে কোথায় যাচ্ছেন?”

ইলিয়াস বলল, “নাইটশিফট আছে”।

পুলিশ আই কার্ড দেখতে চাইল।

ইলিয়াস দিল। বেশ কিছুক্ষণ সময় নিল।

ইলিয়াস বুঝল ঘুষ খেতে চাইছে। সে অপেক্ষা করল এরা কী চায় সেটা বোঝার জন্য। সব কাগজ দেখে মিনিট কুড়ি পরে ছাড়া পেল সে।

বেশ খানিকক্ষণ ড্রাইভ করে ইসলামাবাদের বাইরে এক বস্তিতে গাড়ি দাঁড় করিয়ে অনেকটা রাস্তা হেঁটে একটা ঝুপড়ির সামনে পৌঁছে পিছন ফিরে দেখে নিল তাকে কেউ দেখছে কি না। আশ্বস্ত হয়ে ঝুপড়িতে ঢুকল।

রাত প্রায় একটা বাজে। তিনজন বয়স্ক লোক এত রাত্রেও তার অপেক্ষা করছিল।

ইলিয়াসকে দেখে তিনজনই উঠে তাকে আলিঙ্গন করে বলল, “মিশন সাক্সেসফুল, শুভানাল্লাহ”।

ইলিয়াস বলল, "ওরা ইসলামাবাদেই আসছে। আপনারা এবার বলুন কী চান"।

একজন বলল, "আমাদের মেয়েকে তেহেরানে নিয়ে যাব। ওখানে নিরাপদে থাকবে"।

ইলিয়াস মাথা নাড়ল, "অসম্ভব। বালোচিস্তান বা আফগান রুট থেকে ফাজিয়াকে বের করা অসম্ভব। শুধুমাত্র পাক আর্মিই নয়, বেশ কয়েকটা সংগঠন ফাজিয়াকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমাদের ইন্ডিয়া রুট ইউজ করতে হবে"।

বয়স্ক মানুষ তিনজনই অসন্তুষ্ট হলেন। ইলিয়াস বেশ কয়েকক্ষণ তাদের বোঝাল পাকিস্তান থেকে ফাজিয়াকে পশ্চিম দিক থেকে বের করা কতটা কষ্টসাধ্য কাজ।

একজন বৃদ্ধ অনেকক্ষণ তার দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, "ইন্ডিয়া থেকে তেহেরানে পাঠানো যাবে?"

ইলিয়াস বলল, "হ্যাঁ। অনায়াসে"।

"তাহলে তাই হোক। কিন্তু ইন্ডিয়াতে কে নিয়ে যাবে?

ইলিয়াস বলল, "সেটা আমি দেখছি কী করা যায়। আমাকে এখন ইজাজত দিন। আমি ফিরব"।

তিনজনের অনুমতি নিয়ে ইলিয়াস বেরোল। গাড়ির কাছে এসে চারদিক দেখে গাড়িতে উঠে আবার নিজের বাড়ির দিকে গাড়ি নিয়ে এগোল। গাড়ির মিউজিক সিস্টেমে হালকা গান বাজছে। রাতে একবারেই ট্রাফিকের ঝঞ্ঝাট নেই। ইলিয়াসের বাড়ি পৌঁছতে বেশি দেরী হল না। বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করানোর ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে তার বাড়ির সামনে একটা জিপ এসে দাঁড়াল।

ইলিয়াসের হৃদ স্পন্দন বেড়ে গেলেও প্রাণপণে মাথা ঠান্ডা রাখার চেষ্টা চালিয়ে গেল সে।

"এত রাতে কোথায় গেছিলেন? আপনার ডিউটি তো রাত দশটাতেই শেষ হয়েছে"।

আলী গাড়ি থেকে নামল।

ইলিয়াস বলল, "একটা কাজে বেরিয়েছিলাম"।

আলী সিগারেট ধরাল, "কী কাজে"?

ইলিয়াস বলল, "ব্যক্তিগত কাজে"।

আলী বলল, "ওহ। বলা যাবে না?"

ইলিয়াস মাথা নাড়ল।

আলী হাসল, "চলুন। অনেক কথা জানার আছে আপনার থেকে। গাড়িটা গ্যারেজে রেখে গ্যারেজে তালা দিয়ে চলুন"।

ইলিয়াস বলল, "জি জনাব"।

সে গাড়িতে উঠল। আলী হঠাৎ তার গাড়ির দরজা খুলে তার পাশে বসে বলল, "চলুন। গ্যারেজে না। যেখানে যেতে বলছি চলুন"।

ইলিয়াস গাড়ি স্টার্ট দিল।

আলী তার রিভলভার বের করে সেটাকে দেখতে দেখতে বলল, "শহর ছাড়িয়ে চলুন। আমার তাজা হাওয়া দরকার। সারাদিন অনেক পরিশ্রম গেছে"।

ইলিয়াস প্রাণপণে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করতে করতে গাড়ি চালাতে লাগল। হাইওয়ে ধরে কিছুক্ষণ পরে গাড়ি শহর ছাড়তে আলী বলল, "দাঁড় করিয়ে দিন"।

ইলিয়াস গাড়ি দাঁড় করাল।

আলী বলল, "গাড়ি থেকে নামুন"।

ইলিয়াস নামল।

আলী বলল, "আপনি শিয়া?"

ইলিয়াস বলল, "হ্যাঁ"।

আলী বলল, "গিলগিটের বাসিন্দা?"

ইলিয়াস মাথা নাড়ল।
আলী বলল, “আমি আরেকবার প্রশ্ন করছি। ইন্ডিয়ান কনস্যুলেটে আপনি কেন গেছিলেন?”
ইলিয়াস আগের উত্তরই দিল।
আলী ফোন বের করল। একটা ছবি বের করে তার দিকে দেখাল, “দেখ, এটা চিনতে পারছিস?”
ইলিয়াস দেখল তার আর র চিফের ছবি। ছ’ মাস আগে র চিফ ইসলামাবাদে এসেছিলেন সরকারি কাজে।
আলী বলল, “কতদিন লাগল সত্যিটা বের করতে? কতদিন লাগল? আমাদের গাধা বলে মনে হয়?”
ইলিয়াস উত্তর দিল না।
আলী বলল, “হাঁটতে শুরু কর। পিছনে ফিরবি না। যা। তোর গাড়িটা আমি নিলাম। গদ্দারির টাকায় কেনা গাড়ি তো, আমার কাজে লাগবে”।
ইলিয়াস হাঁটতে শুরু করল।
আলী ইলিয়াসের দিকে বন্দুক তাক করে বলল, “জাহান্নামে যা...”
ইলিয়াস হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। আলী হো হো করে হাসতে হাসতে বলল, “হয়ে গেল? ইন্ডিয়ান স্পাই কুত্তা? দম বেরিয়ে গেল তো? পাকিস্তানীর সামনে পড়লে তোদের এই অবস্থাই হয়। সব তেল বেরিয়ে যায়, শালা কুত্তা”। আলীর কথা শেষ হবার আগেই ইলিয়াস তার জুতোয় লুকিয়ে রাখা রিভলভার বের করে নিখুঁত নিশানায় আলীর পায়ে গুলি করল।
আলী প্রস্তুত ছিল না। তীব্র যন্ত্রণায় পড়ে গিয়ে কাতরাতে লাগল।
ইলিয়াস দৌড়ে এসে আলীর রিভলভারটা লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দিল।
আলী গজরাতে লাগল, “তুই বাঁচবি না। দেখে নেবো তোকে আমি”।
ইলিয়াস আলীর মুখ সজোরে লাথি কষাল। আলী ছিটকে পড়ল।
আলী কাতরাতে শুরু করল এবার। ইলিয়াস বলল, “জাহান্নামে গিয়ে মাথার চুল ছিঁড়িস, একা একা আমাকে নিয়ে বেরিয়েছিলি ভেবে”।
আলীর কপাল লক্ষ্য করে গুলি চালাল ইলিয়াস। বুলেট আলীর তৃতীয় নয়নের মাঝখান দিয়ে ঢুকল।
ইলিয়াস সময় নিল না। নিস্তব্ধ রাস্তায় তার গাড়িতে উঠে গাড়ি স্টার্ট দিল।
আস্তানা বদলের সময় এসেছে।

৩০

নয়া দিল্লি।
প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর আবাসন।
সকাল সাড়ে সাতটা।
র’চিফের গাড়ি ঢুকল।
মন্ত্রী চিন্তিত মুখে বসে ছিলেন।
চিফ মন্ত্রীর ঘরে ঢুকতেই মন্ত্রী বললেন, “কী আপডেট?”
চিফ বললেন, “কোন আপডেট নেই”।
মন্ত্রী বললেন, “আরে আমি তো সেটাই জানতে চাইছি। কেন আপডেট নেই? গিলগিট থেকে কী আপডেট আছে?”
চিফ বললেন, “ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না। ইসলামাবাদে যার সঙ্গে এই মিশনটা নিয়ে যোগাযোগ করছিলাম, তার ফোনও পাওয়া যায় নি। আমেরিকান সাংবাদিক খুনের জন্য তার উপরে নজর পড়েছে আই এস আই এর”।

মন্ত্রী ভ্রূ কুঁচকালেন, "মানেটা কী? আমেরিকান সাংবাদিক খুনে জড়িত ইনফরমারের সঙ্গে আমরা কাজ করছি নাকি?"

চিফ মাথা নাড়লেন, "না না। তা নয়। যে হোটেলে ওই সাংবাদিক ছিল, সেই হোটেলে আমাদের ইনফরমার কাজ করে। ওই দিন ছেলেটা কাজে যায় নি অন্য কোন কারণে। এরা ভাবছে ও কোন ভাবে জড়িত, তাই হি ইজ আন্ডার দেয়ার র‍্যাডার"।

মন্ত্রী বললেন, "ওহ। তাহলে ঠিক আছে। শোন তুমি, এই মুহূর্তে মিশন অ্যাবর্ট করতে হবে। প্রাইম মিনিস্টার আমার কাছ থেকে শোনার পর থেকেই ভীষণ চিন্তিত হয়ে আছেন। ওর কথা অনুযায়ী এই ব্যাপারে আমাদের জড়িয়ে যাওয়া খুব বাজে ব্যাপার হবে। যদি তোমার লোক ধরা পড়ে, তাহলে পাকিস্তান এটা নিয়ে বড় ইস্যু করে দেবে। যদি কোনভাবে যোগাযোগ হয় তবে ওকে বলে দাও দেশে ফিরে আসতে। আর যদি সব করিডর বন্ধ থাকে, তাহলে যতদিন বন্ধ থাকবে, ততদিন পাকিস্তানেই থাকতে বলে দাও"।

চিফ হতভম্ব হয়ে বললেন, "কিন্তু এই মিশনের অনুমতি তো আপনিই দিয়েছিলেন"।

মন্ত্রী বললেন, "আমি পি এমের সঙ্গে কোন আলোচনা না করেই দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম এই মিশনটা করতে পারলে আমাদের লাভ হবে। কিন্তু তোমার লোক যদি ধরা পড়ে যায় তাহলে পুরো নাক কাটা যাবে"।

চিফ মাথা নাড়লেন, "আমি এখন এই ব্যাপারে কিছু করতে পারব না স্যার। আমিও জানি না আমার লোক এখন কোথায়, কী অবস্থায় আছে"।

মন্ত্রী বললেন, "পি এম আমার উপর ভীষণ রেগে গেছেন। বার বার বলে যাচ্ছেন কেন আমি কোন রকম আলোচনা না করে তোমাকে এগিয়ে যাওয়ার পারমিশন দিলাম। এখন পিছনোর উপায়ও নেই। ঠিক আছে, একটা কাজ করা যাক। আমাদের লোক যখনই তোমাকে জানাবে তার একজ্যাক্ট পজিশন কী, তুমি তাকে বলে দিও দেশে ফিরে আসতে। বাকি কী করতে হবে তুমি জানো, আলাদা করে বলছি না"।

চিফ বললেন, "ইফ এনি চান্স মেয়েটাকে আমরা নিয়ে আসতে পারি?"

মন্ত্রী বললেন, "আমরা মেয়েটাকে নিয়ে কী করব? পাকিস্তান যদি বলে বসে ওদের দেশের ব্যাপারে আমরা হস্তক্ষেপ করেছি?"

চিফ বললেন, "আমি যতদূর জানি স্যার, গিলগিট আমাদের দেশেরই অংশ। আমাদের দেশের ম্যাপ এখনো তাই বলে। তাহলে এখানে পাকিস্তানের কথা কেন আমাদের মানতে হবে?"

মন্ত্রীর মুখে হাসি ফুটল। বললেন, "গুড পয়েন্ট। কাল রাত থেকে আমি ঘুমোতে পারি নি জানো"।

চিফ বললেন, "আপনি ভাববেন না স্যার। আমাদের বেস্ট এজেন্ট এখন এই মিশনে আছে। এই অপারেশন সাক্সেসফুল হবেই"।

মন্ত্রী বললেন, "কিপ মি আপডেটেড। আমি দেখছি পি এমকে কীভাবে বোঝাতে পারি"।

চিফ উঠলেন। মন্ত্রীর ঘর থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে ফোন বের করে বেশ কয়েকটা নাম্বারে ফোন করলেন। সব নাম্বার সুইচড অফ বলছে। একবার ভাবলেন ইসলামাবাদে হাই কমিশনারকে ফোন করবেন। পরক্ষণেই প্ল্যান ক্যান্সেল করলেন। ঠিক কী অবস্থায় এই মুহূর্তে সৈকত আছে, না জেনে কিছু করা যাবে না।

তার অফিসে পৌঁছলেন চিফ। কন্ট্রোল রুমে পৌঁছলেন। তাকে দেখে বাকি অফিসারেরা উঠে দাঁড়ালেন।

চিফ বললেন, "কোন ফোন এসেছে?"

উত্তর এল, "নেগেটিভ স্যার"।

চিফ বললেন, "এক্সিট করিডর কী কী অ্যাক্টিভ আছে এখন খোঁজ নাও"।

"ওকে স্যার"।

চিফ চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ইলিয়াস খানের ফোন পাওয়া গেলে কিছুটা চিন্তামুক্তি হত। সেটাও পাওয়া যাচ্ছে না...

৩১

দাসুতে পৌঁছে গাড়ি গ্রামের ভিতর নিয়ে গেল খালেদ।

ভোরের দিকে একটা পরিত্যক্ত মসজিদের থেকে বেশ খানিকটা দূরে গাড়ি রেখে তারা মসজিদে আশ্রয় নিল।

দাসু সিন্ধু উপত্যকায় অবস্থিত। এখানেও শীত প্রবল। মেঝেতে চাদর পেতে ফাজিয়াকে বসানো হয়েছে। ফাজিয়া গুটিশুটি মেরে বসে রইল।

সৈকত বলল, "এবার যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নিতে হবে। চিরুণি তল্লাশি শুরু হবে। আমাদের লোকেশন পেতে বেশিক্ষণ সময় লাগবে না"।

সৈকত ফাজিয়ার দিকে তাকাল। ফাজিয়া গুটিশুটি মেরে বসে আছে। এই মেয়েটার কত বয়েস হবে? এর মধ্যে ইয়াসিরের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিত ওরা। আরও কত শত মেয়েদের মতের অমতে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। একবারও জিজ্ঞেস করার প্রয়োজনটুকু বোধ করে না এরা। কাবুল কান্দাহারে তালিবানরা ফিরছে। মেয়েদের তুলে নিয়ে গিয়ে জোর করে বিয়ে দেবে, রাজি না হলে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা হবে। সময় এগনোর সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের তো মুছে যাবার কথা ছিল। তা আর হল কোথায়?

সে বলল, "ফাজিয়া কী চাও? আমার সঙ্গে ইন্ডিয়া যাবে?"

ফাজিয়া বলল, "যাব। আমি পাকিস্তানে থাকতে চাই না। পাকিস্তান আমার দেশ না"।

ইফতিকার বলল, "কিন্তু বেটি, আমাদের সঙ্গে থাকলে তুমি নিরাপদ থাকবে"।

ফাজিয়া জোরে জোরে মাথা নাড়ল, "এ দেশে আমরা কেউ নিরাপদ নই"।

ইফতিকার সৈকতের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "ঠিক আছে। এবার প্ল্যান বলুন"।

সৈকত বলল, "লাইন অফ কন্ট্রোলের দিকে এগোতে হবে। খালেদ রাস্তা চিনতে পারবে?"

খালেদ বলল, "চিনব। কিন্তু আপনি এল ও সির কাছে পৌঁছলেও ইন্ডিয়া কী করে ঢুকবেন?"

সৈকত হামিদকে বলল, "ইলিয়াস খানের ফোন এখন পাওয়া যাচ্ছে?"

হামিদ মাথা নাড়ল, "নাহ"।

সৈকত বলল, "ঠিক আছে। এখন আমার লাইন অফ কন্ট্রোলের দিকে রওনা দেব। সময় খুবই কম। খালেদ একটু বিশ্রাম করুক, অনেকটা ড্রাইভ করেছে"।

ইফতিকার বিদ্রুপের গলায় বলল, "এত সোজা হবে বুঝি সবটা"?

সৈকত বলল, "আপনি কী চাইছেন?"

ইফতিকার বলল, "আমরা কয়েক দিন আন্ডারগ্রাউন্ড থাকি। কয়েকদিন পর এমনিতেই সব ঠান্ডা হয়ে যাবে"।

সৈকত বলল, "এ দেশ কোন দিন ঠান্ডা হবে বলে আপনার মনে হয়? একটা না একটা সমস্যা আসতেই থাকবে। আপনি, খালেদ কিংবা হামিদ কাজ বন্ধ করে এত বছর আত্মগোপন করে থাকলে কারো কোন সন্দেহ হবে না বলছেন?"

ইফতিকার চুপ করে গেল।

খালেদ সৈকতের দিকে তাকাল, "আমি আপনার সঙ্গে আছি। ইফতিকার চাচা চাইলে ইসলামাবাদ ফিরে যেতে পারেন। আমি আপনাকে আর ফাজিয়াকে নিয়ে লাইন অফ কন্ট্রোল নিয়ে যাব"।

ইফতিকার বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ল, "ওভাবে হবে না। অত সহজে পাকিস্তান আর্মি আর ইয়াসির হুসেন সব কিছু ছেড়ে দেবে না। আমাকে তোমাদের দরকার পড়বে। ঠিক আছে, ফাজিয়া বেটি যখন এদেশে থাকতে রাজি নয়, তাহলে আমরা ওকে ইন্ডিয়ায় পাঠানোর জন্য সব রকম চেষ্টা করব। আমাদের মেয়ের গায়ে যেন কোন দাগ না পড়ে"।

সৈকত বলল, "পড়বে না। আমি আছি তো"।

একগাদা আখরোট, কাজু বের করল হামিদ। সবাইকে দেওয়া হল। খালেদের ফোন বাজল। খালেদ ফোন ধরল, একটু কথা বলেই ফোনটা সৈকতের হাতে দিল।

সৈকত ধরল, "হ্যাঁ"।

"আমি ইলিয়াস বলছি"।

সৈকত সোজা হয়ে বসল, "বলুন"।

"চিড়িয়ারা আমাকে সন্দেহ করছে। আমি যদিও কোন সাংবাদিককে মারি নি। তবুও করছে। আমাকে আমার পুরনো আস্তানা ছাড়তে হয়েছে। আমি তেহেরান পালাচ্ছি। এখন থেকে যা করবে তোমাকেই করতে হবে। ওপারের সঙ্গে যোগাযোগ করার উপায় নেই। সব লাইন ওরা ট্যাপ করছে। যা করবে, সাবধানে করবে। ভাল থেকো"।

ফোনটা কেটে গেল।

সৈকত হতভম্ব হয়ে ফোনটা খালেদের হাতে দিয়ে বলল, "সিমটা ফেলে দাও। আর কোন সিম আছে?"

খালেদ বলল, "আছে"।

সৈকত বলল, "আপাতত ফোনে কোন সিম লাগানোর দরকার নেই। দাসু আমাদের জন্য নিরাপদ নয়। খালেদ, চল, বেরোই"।

খালেদ উঠে পড়ল, "চলুন"।

৩২

সকাল দশটা। ইসলামাবাদ হাইওয়ের পাশে আই এস আই চিফ রফিক আহমেদ দাঁড়িয়ে আছেন।

টহলদারি দল আলীর মৃতদেহ খুঁজে পেয়েছে। আহমেদ প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে ফোন করতে ভয় পাচ্ছেন।

মাথা কাজ করছে না। আলীর মত একজন অফিসারের আচমকা মৃত্যু আই এস আইএর কাছে বিরাট আঘাত।

অনেকক্ষণ ধরে পায়চারি করছিলেন। স্থানীয় টহলদারি দলের অফিসার এসে সেলাম জানিয়ে বলল, "জনাব, আমরা কি বডি পোস্টমর্টেমের জন্য নিয়ে যাব?"

আহমেদ রাগী গলায় বললেন, "আমি কি বারণ করেছি? এত দেরী করছেন কেন? যান! আর কী পোস্টমর্টেম করবেন? গুলি লেগে মারা গেছে এটা বোঝার জন্য পোস্টমর্টেম করার কিছু নেই। আলীর ফ্যামিলিকে বডি পাঠানো হোক"।

"জি জনাব"।

অফিসার চলে গেল।

আহমেদ মাথায় হাত দিয়ে কিছুক্ষণ পায়চারি করে দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে ফোনটা করেই ফেললেন। ওপ্রান্ত থেকে ফোন ধরলেন মন্ত্রী, "হ্যাঁ, বলুন"।

"জনাব, আলী ইজ নো মোর। কাল রাতে একটা ইনভেস্টিগেশনে গিয়ে সাসপেক্টকে একা তুলে জেরা করতে গিয়ে..."

"হোয়াট? এসব কী চাইল্ডিশ ব্যাপারস্যাপার? কী বলছেন আপনি?"

"জি জনাব। আলী কী করে এই ভুলটা করল বুঝতে পারি নি। তবে ড্যানিয়েল মার্ডারে আলীর সন্দেহ ঠিক বলেই মনে হচ্ছে। র‍্যাডিসনে যে লোকটি কাজ করত, মানে যার পিছু নিয়েছিল আলী, এ খুন তারই করা। আমরা অলরেডি ওর ঘর সার্চ করেছি স্যার। এখনো সন্দেহজনক কিছু পাই নি, তবে পেলে অবশ্যই আপনাকে ইনফর্ম করছি"।

"ইনফর্ম করার কিছু নেই আহমেদ, উই ডোন্ট হ্যাভ এনি টাইম। আমেরিকান মিডিয়া আমাদের পিছনে পাগলা কুকুরের মত লেগে গেছে। মিডিয়ায় দিয়ে দিন ড্যানিয়েল খুনে এই ইলিয়াস খানের হাত আছে। আমেরিকান মিডিয়াতেও দিয়ে দিন। যে যেভাবে পারে গল্প দিয়ে যাক। আমি এখনো গিলগিটে আছি। এখানেও হালত খুব বিগড়ে আছে। পরে কথা বলছি"।

ফোন কেটে গেল।

আই এস আই চিফ তার সেক্রেটারিকে ডেকে সব নির্দেশ দিলেন। অস্থির হয়ে আরো কিছুক্ষণ রাস্তার উপর হাটাহাটি করে গাড়িতে উঠে বসলেন। একদিকে বিদেশী ডেলিগেশন আসার কথা, অন্যদিকে লস্কর, হিজবুল মাথায় চেপে বসে আছে, আর সব কিছুর পরে আলীর পাকামির জন্য আর কী কী উটকো বিপদ আসতে পারে তার কোন আন্দাজ করা যাচ্ছে না। অফিসে ফোন করে ইলিয়াস খান সম্পর্কিত সব তথ্য বের করতে বলে দিলেন। যেটুকু বোঝা যাচ্ছে, এই ইলিয়াস খান মোটেও সুবিধার লোক নয়। আলী একে ফাঁকায় তুলে এনে জেরা করতে চেয়েছিল, এ আলীকে মেরে পালিয়েছে। লুক আউট নোটিস জারি করতে বলে দিলেন। থানায় থানায় ইলিয়াস খানের ছবি পাঠাতে বললেন।

র‍্যাডিসনে ফোন করে জানা গেল ইলিয়াস বেশ ভাল স্টাফ। কোন সমস্যা নেই। আলীর একটা বদদোষ ছিল ইনভেস্টিগেশন চলাকালীন ওর অবজারভেশনগুলো তাকে রিপোর্ট করত না। কোথাও লিখেও রাখে নি। ভীষণ ওভারকনফিডেন্ট ছেলে ছিল। কাউকে বিশেষ বিশ্বাসও করত না।

এর ফলে যেটা হল, ইলিয়াসের সম্পর্কে জানতে আহমেদকে আবার নতুন করে শুরু করতে হবে।

ইলিয়াসের বাড়ির সামনে গাড়ি এসে দাঁড়াল।

রফিক আহমেদ গাড়ি থেকে নেমে ইলিয়াসের বাড়িতে ঢুকলেন। পুলিশ আর তাদের লোক ভর্তি হয়ে আছে। আশে পাশের বাড়ি থেকে কৌতূহলী চোখে দেখছে। স্থানীয় থানার অফিসার এসে স্যালুট দিয়ে জানাল প্রতিবেশীরা জানিয়েছে ইলিয়াস ভাল মানুষ। কখনো কারো সাতে পাঁচে থাকে না।

রফিক পোড় খাওয়া অফিসার। কারো উপর ভরসা না করে নিজেই ইলিয়াসের বাড়ির চিরুণি তল্লাশি শুরু করলেন।

ড্রইং রুম, ডাইনিং রুম, বাথরুম, বেডরুম সব স্বাভাবিক।

রফিক বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে দেওয়াল চেক করতে শুরু করলেন। সব ঘরের দেওয়ালই ঠিক আছে। কোথাও কোন সমস্যা নেই।

ইলিয়াস খানের আলমারী ভাঙা হয়েছে। কিচ্ছু পাওয়া যায় নি।

পাকিস্তানী পাসপোর্ট আছে, এই বাড়ির ঠিকানাতেই। সব কিছু নিখুঁত। পারফেক্ট। এটাই যেন বেশি সন্দেহ তৈরী করছে। বেশ কিছুক্ষণ সব দেখে শুনে রফিক হাল ছেড়ে দিয়ে বসলেন।

আলী কী কী জেনেছিল এর ব্যাপারে?

৩৩

গিলগিট বিমানবন্দরে এনাসহ বাকি তিনজন বিদেশী সাংবাদিকের জন্য বিশেষ বিমানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আল জাজিরার সাংবাদিক হায়াতের পাশে এনার সিট পড়েছে।

হায়াত এনার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, "আপনি খুব সাহসী। আলাপ করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সময়ের অভাবে হয়ে ওঠে নি"।

এনা ম্লান হাসল। বিমান টেক অফ করতে এনা বলল, "ওরা কি শিয়াদের বাড়ি ভাংচুর করছে এখানে?"

হায়াত বলল, "বলতে পারব না"।

এনা বলল, "বলতে চাইছেন না, তাই তো?"

হায়াত চোখ দিয়ে ইশারা করল। বিমানে পাকিস্তান আর্মির কয়েকজনও আছেন।

এনা তার ফোন বের করে নোট প্যাডে লিখল, "এখানে শিয়াদের উপর অত্যাচার হচ্ছে?"

হায়াত লিখল, "শিয়ারা এখানে অত্যাচারিত হয়েই আছে। ঘটনাটার পর সেটা বাড়বে। এছাড়া আর কিছু না"।

এনা বুঝল। এবারের সফরটা যত দিন যাচ্ছে অভিশপ্ত হয়ে উঠছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাকিস্তানী আর্মি তাদের গিলগিট থেকে বের হবার জন্য নির্দেশ দিয়েছিল। এর মানে দাঁড়ায় এরপরে স্থানীয় মানুষদের উপর এমন কোন অস্ত্র প্রয়োগ হবে যেটা মিডিয়াকে তারা দেখাতে চায় না।

এত সুন্দর একটা জায়গা, অথচ সব কিছুতে কত আড়াল! এনার ইচ্ছা ছিল ইয়াসির হুসেনের ইন্টারভিউ নেওয়ার, অনুমতিই পাওয়া গেল না। মেয়েটা নিজে পালিয়েছে, নাকি কিডন্যাপ হয়েছে, কেউই কোন ক্লু বের করতে পারে নি।

কোন সংগঠন দায় স্বীকারও করে নি বা কোন বিবৃতি দেয় নি।

গিলগিট বাল্টিস্তান এমনিতেই ভীষণ বিতর্কিত জায়গা। পাকিস্তানি আর্মির আগ্রাসনের ফলে এই অঞ্চল ভারতের হাত থেকে বেরিয়ে যায় অনেক আগেই। তার পর থেকে পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে শিয়ারা অত্যাচারিত হতে শুরু করে।

ইসলামাবাদে ফিরেই এনার দেশে ফেরার ফ্লাইট। দেশে ফেরার আগে তার মন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। এরকম পরিস্থিতিতে মানুষ কীভাবে বেঁচে থাকছে? ফাজিয়া মেয়েটাই বা কোথায় গেল? অনার কিলিং হল না তো?

এনা চমকে উঠল। হায়াতকে দেখিয়ে স্ক্রিণে সেটা লিখল।

হায়াত লিখল, "এ দেশে সব কিছু হওয়া সম্ভব। এ ক্ষেত্রে হলে বডি পাওয়া যেত। এটুকুই আশা"।

এনা সিটে হেলান দিল। বেশি ভাবলে শরীর খারাপ লাগে। তার আশা ছিল ড্যানিয়েল কিডন্যাপ হলেও ঠিক ফিরে আসবে। সে ভাবছিল কীভাবে একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে এভাবে কোন রকম চিন্তা না করে মেরে ফেলতে পারে?

হায়াত কয়েক মিনিট ধরে সামনের সিটে বসা এক সেনাকে দেখছিল। খানিকক্ষণ পরে উশখুশ করে উঠল। বাথরুম থেকে ফিরে রুমাল বের করে ঘাম মুছল।

এনা লিখল, "কী হয়েছে? এনিথিং সিরিয়াস? ঘামছেন কেন?"

হায়াত লিখল, "আমার সন্দেহ হচ্ছে পাকিস্তানী আর্মির ছদ্মবেশে এই প্লেনে একজন লস্কর নেতা যাচ্ছে"।

এনা চমকে উঠে লিখল, "হোয়াট???"

হায়াত লিখল, "ফিফথ রো-র কোণার জনকে দেখুন। ওর চেহারা একজনের সঙ্গে মিলছে"।

এনা লিখল, "কে?"

হায়াত লিখল, "রুমান আলি। লস্কর ই তৈবা"।

এনা চমকে উঠল। ড্যানিয়েলের খুনি আর সে একই ফ্লাইটে যাচ্ছে। সে লিখল, "প্লিজ কনফার্ম হিজ আইডেন্টিটি। প্লিজ"।

হায়াত চারপাশে তাকিয়ে লিখল, "অসম্ভব। এরা তাহলে মেরে ফেলবে আমাদের। প্লিজ কিপ কোয়াইট"।

এনা ফোন রেখে দু হাতে মুখ ঢাকল। লোকটাকে এতক্ষণ সে দেখে নি। উঁচু হয়ে দেখার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে আবার বসল।

হায়াত তাকে ইশারায় শান্ত হতে বলল।

বাকি রাস্তাটা এনা ছটফট করতে লাগল কিন্তু কিছুই করতে পারল না।

বিমান ইসলামাবাদ বিমানবন্দরে পৌঁছতে তাদের নামতে দেওয়া হল না। এনা চেষ্টা করতে গেল, আর্মির লোকজন তাকে আটকে দিল। প্লেন ফাঁকা হয়ে গেলে তাদের নামানো হল।

এনা হায়াতকে বলল, "ও কোথায় গেল?"

হায়াত হতাশ চোখে চারদিক দেখে বলল, "আর কি রাখে? এতক্ষণে সরিয়ে ফেলা হয়েছে"।

এনা বলল, "এই দেশে সব সম্ভব, তাই না?"

হায়াত হাসল, "হ্যাঁ"।

৩৪

রাত দুটো। অ্যাবোটাবাদ থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরে খালেদকে দাঁড় করাল সৈকত।

বলল, "আপনারা আমাকে আর ফাজিয়াকে অ্যাবোটাবাদে রেখে ফিরে চলে যেতে পারেন। বাকিটা আমি দেখে নেব"।

ইফতিকার রেগে গেল, "আমার তো বিরাট কোন কাজ পড়ে নেই। আমি কেন ফাজিয়াকে আপনার হাতে ছেড়ে দেব? ও আমাদের মেয়ে। ওর দায়িত্ব আমাদেরও।"

সৈকত ঠান্ডা গলায় বলল, "এত বড় দল ঘুরে বেড়ালে খুব স্বাভাবিকভাবেই আর্মির চোখে পড়বে। এখান থেকে লাইন অফ কন্ট্রোল অবধি যত কম মানুষ থাকা যায়, তত ভাল"।

ইফতিকার বলল, "আর আপনি যদি গদ্দারি করেন?"

সৈকত বলল, "গদ্দারি আপনার দেশের লোক করেছে আপনাদের উপরে। আমি শেষ চেষ্টা করছি এটুকুই। বাকিটা আপনাদের উপরওয়ালা জানেন"।

ইফতিকার মাথায় হাত দিলেন।

খালেদ বলল, "আমাদেরও পাকিস্তানেই থাকতে হবে চাচা। বেশিদিন লা পতা থাকলে আমাদের উপরেও নজর পড়তে পারে, সেটা ভেবে দেখবেন"।

ইফতিকার গাড়ির দরজা খুলে নামলেন। চিন্তিত মুখে খাদের কিনারে গিয়ে দাঁড়ালেন। সৈকত গাড়ি থেকে নেমে ইফতিকারের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "আমাকে ভরসা করতে হবে আপনাকে"।

ইফতিকার বলল, "ফাজিয়াকে আপনার স্ত্রী হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকবেন? এক ঘরে থাকবেন? কী করে এটা আমি মেনে নেব? আপনি আমাদের মেয়েকে সহি সালামাত না রাখেন যদি"।

সৈকত বলল, "যুদ্ধের সময় এবং প্রাণ বাঁচানোর সময় জাত, ধর্ম বিসর্জন দিতে হয় জনাব। ইয়াসির হুসেন ফাজিয়াকে খুঁজে পেলে কি বাঁচিয়ে রাখবে? ওদের নাকের সামনে থেকে মেয়েটাকে উঠিয়ে নিয়ে এসেছি আমরা। এখনও যদি গোঁড়ামি রক্ষা করে চলেন, তাহলে আপনাদের সবার জীবন বিপন্ন হয়ে যাবে"।

ফাজিয়া ঘুমাচ্ছিল। ইফতিকার গাড়িতে গিয়ে ফাজিয়াকে ডেকে বলল, "বেটিজান, তোমাকে উনি ভারতে নিয়ে যাবেন, তুমি প্রস্তুত তো?"

ফাজিয়া ঘাড় নাড়ল, "জি চাচাজান"।

খালেদ সৈকতকে বলল, "আমি আপনাকে বিশ্বাস করি। আমি জানি, আপনি ঠিক ফাজিয়াকে নিয়ে ইন্ডিয়াতে পৌঁছতে পারবেন। ওর সম্ভ্রম রক্ষা করতে পারবেন"।

হামিদ ইফতিকারকে বলল, "সামসের শাহের হোটেলে ওদের রেখে যাবো। সামসের শাহ বেঁচে থাকতে পাকিস্তানী আর্মি ওদের কিছু করতে পারবে না"।

ইফতিকার বললেন, "তাই হোক"।

সবাই গাড়িতে উঠলে তারা অ্যাবোটাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। অ্যাবোটাবাদ বড় শহর। পাকিস্তানের পক্ষে লজ্জারও বটে। ওসামা বিন লাদেনকে এই শহর থেকেই খুঁজে পেয়েছিল আমেরিকানরা।

সামসের শাহ ইফতিকারের বয়সী।

ছোট একটা হোটেল। সামসের রিসেপশনে শুয়ে ছিল।

ইফতিকার তাকে ঘুম থেকে তুলে আলাদা করে কথা বলল।

সৈকত হামিদ আর খালেদকে জড়িয়ে ধরে বলল, "খুদা হাফিজ মিয়াঁ। বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে"।

হামিদ বলল, "আপনি খুব বাহাদুর মানুষ বন্ধু। আপনার সাহস দেখে আমি মুগ্ধ। যদি কোন দিন এই সমস্ত বর্ডার হারিয়ে যেত, আমি সবার আগে ইন্ডিয়ায় গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাব"।

সৈকত হাসল, "চিন্তা নেই। আমি পাকিস্তানে এলে ঠিক তোমাদের খুঁজে নেব"।

ফাজিয়া আর সৈকতকে নামিয়ে দিয়ে ইফতিকাররা গাড়ি করে বেরিয়ে গেল।

একটা ছোট ঘর বরাদ্দ হয়েছে তাদের দুজনের জন্য।

সৈকত বলল, "তুমি নিশ্চয়ই ক্লান্ত। এখনই ঘুমোতে চাও?"

ফাজিয়া বলল, "কেন বলুন তো?"

সৈকত বলল, "আমাদের এখনই এই হোটেল ছাড়তে হবে"।

ফাজিয়া অবাক হল, "কেন?"

সৈকত বলল, "দেখো তোমার সব কেনর উত্তর দিতে হলে রাত পেরিয়ে যাবে। চুপচাপ আমার সঙ্গে চলুন"।

সৈকত ঘর থেকে বেরোল। তার পিছন পিছন ফাজিয়া।

রিসেপশনে সামসের শাহ আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।

সৈকত ফাজিয়াকে নিয়ে চুপ চাপ হোটেল থেকে বেরিয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে থাকল।

ফাজিয়া বলল, "এত রাতে রাস্তা দিয়ে হাঁটছি কেন আমরা"?

সৈকত ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, "কোন প্রশ্ন না"।

কুড়ি মিনিট হাঁটার পর বাস স্ট্যান্ডে এসে পৌঁছল তারা। সৈকত বলল, "এখানেই রাত কাটাবো আমরা"।

ফাজিয়া বলল, "ঘুম পেয়েছে তো"!

সৈকত বলল, "ওয়েটিং রুমের এই ভাঙা চেয়ারেই ঘুমোন আপাতত"।

ফাজিয়া চেয়ারে বসে পড়ে বলল, "এখন মনে হচ্ছে ইফতিকার চাচার সঙ্গে গেলেই হত। আপনি কিছুই বলছেন না"।

সৈকত হাসল, "যত কম বলব, তত ভাল থাকবেন"।

৩৫

ভোর সাড়ে ছ'টা। অ্যাবোটাবাদের পাকিস্তানী আর্মি বেস পেরোল বাসটা।

ফাজিয়াকে বোরখা পরে বাসে বসিয়েছে সৈকত। সে নিজে ছদ্মবেশ নিয়েছে।

পাহাড়ি রাস্তা। ভোরবেলা বলে রাস্তা ফাঁকা।

ফাজিয়ার রাতে ঠিক করে ঘুম হয় নি। পথশ্রমের ধকলে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বাসে উঠে শুয়ে পড়েছে সে।

সৈকত বাসে উঠে যাত্রীদের একবার মেপে নিয়েছে। সন্দেহজনক কিছু পায় নি।
অ্যাবোটাবাদ ছোট শহর। পেরোতে বেশিক্ষণ সময় লাগল না।
মাটির প্রকৃতি পাথুরে। রাস্তা পাকা। খুব বেশি খারাপ না।
ফাজিয়া বাস স্ট্যান্ডে বেশ কয়েকবার জিজ্ঞেস করেছে তারা কোথায় যাবে। সৈকত বলে নি। বলেছে যত কম জানবে, ততো ভাল।
এসি বাস। এমনিতেই বাইরে ঠান্ডা। তার উপরে এসি চলছে। যাত্রীদের কম্বল দেওয়া হয়েছে। ফাজিয়া কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে।
সৈকত চোখ বন্ধ করার চেষ্টা করল। ঘুম এলো না। ঘুমোনো সম্ভবও না। মস্তিষ্ক প্রতি মুহূর্তে অজস্র সম্ভাবনা খুঁজে চলেছে ফাজিয়াকে নিয়ে নিরাপদে বর্ডার পার হবার ব্যাপারে।
সকাল আটটা নাগাদ রাস্তার ধারের একটা হোটেলে বাস দাঁড়াল। সৈকত ফাজিয়াকে জিজ্ঞেস করল নামবে নাকি। ফাজিয়া ঘুমের ঘোরে উত্তর দিল সে নামবে না।
সৈকত নেমে শুকনো কিছু খাবার নিয়ে এল, সঙ্গে একটা চকলেট।
ফাজিয়া চকলেট দেখে তাকে "শুক্রিয়া" বলল, তাকেও খানিকটা দিল।
তাদের পাশের এক বয়স্ক যাত্রী দেখে সৈকতকে জিজ্ঞেস করল, "জনাব, নব বিবাহিত মনে হচ্ছে?"
সৈকত হাসল, "জি জনাব"।
আশে পাশের সবাই "শুভান আল্লাহ" বলল। সৈকত তাদের ধন্যবাদ দিল।
বাস চলা শুরু হতেই সৈকত বয়স্ক ভদ্রলোকের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করা শুরু করল।
কিছুক্ষণ পরে পাহাড়ি রাস্তা শেষ হয়ে আট লেনের সমতল রাস্তায় বাস বেশ দ্রুত গতিতে চলতে শুরু করল।
ফাজিয়া ফিসফিস করে বলল, "এই বাসটা লাহোর যাচ্ছে। আমরা লাহোরেই যাব?"
সৈকত বলল, "হ্যাঁ"।
ফাজিয়া বলল, "এটা আগে বললে কী হত?"
সৈকত বলল, "পরে বলব"।
লাহোর বাস স্ট্যান্ডে তারা সকাল এগারোটার মধ্যে পৌঁছে গেল।
সৈকত অটো নিল।
লাহোরের তারিক গার্ডেন অঞ্চলে একটা অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে সৈকত অটো ছেড়ে দিল।
ষোল তলার বিল্ডিং। লিফটে তিন তলায় উঠে একটা ফ্ল্যাটের দরজার সামনে দাঁড়াল তারা। সৈকত পকেট থেকে একটা চাবি বের করে দরজা খুলে বলল, "চলে এসো"।
ফাজিয়া অবাক গলায় বলল, "এটা কার বাড়ি?"
সৈকত দরজা বন্ধ করে বলল, "বাড়ি না। ফ্ল্যাট বলে। হবে কারো একজনের"।
ফাজিয়া বিস্মিত হয়ে বলল, "মানে? কার না কার ফ্ল্যাটে চলে এলাম?"
সৈকত এবারেও ফাজিয়ার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, "তুমি টিভি দেখো বা যা খুশি করতে পারো। আমি স্নান করি। শেষ কবে ঠিক ঠাক স্নান করেছিলাম ভুলে গেছি। টেবিলের উপর একটা পেপার দেখা যাচ্ছে। সেটাও পড়তে পারো। আমি স্নান করে এসে কী করব জানাচ্ছি"।
ফাজিয়া এবার রেগে গেল, "অনেকক্ষণ থেকে আপনি নিজের মত করে আমাকে চালিয়ে যাচ্ছেন। আমাকে এভাবে অন্ধকারে রেখে লাভ কী হচ্ছে?"
সৈকত থমকে দাঁড়িয়ে বলল, "যাতে ধরা পড়লে তোমার উপর নির্যাতন করলেও তুমি কিছু বলার না থাকে। আমার অভ্যাস আছে। তোমার নেই। বোঝাতে পারলাম?"
ফাজিয়া মাথায় হাত দিয়ে বলল, "হায় আল্লাহ। ধরা পড়ব?"

সৈকত বলল, “হাই চান্স আছে। এত প্রশ্ন করলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা আরো বেড়ে যায়”।

ফাজিয়া ফ্ল্যাটটা দেখছিল। মুগ্ধ গলায় বলল, “কী সুন্দর ফ্ল্যাটটা। এখানেই আমি থেকে যেতে পারি না? নাহ পারি না। আমাদের তো স্বাধীন চিন্তা করার অধিকার নেই। আমি জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াই?”

সৈকত বলল, “দাঁড়াও”।

ফাজিয়া জানলা দিয়ে মুগ্ধ চোখে বাইরের শহরটাকে দেখতে লাগল। বলল, “সারাক্ষণ ঘরে থাকতাম। কোথাও বেরোতে গেলে কতজনের থেকে অনুমতি নিতে হত। শুধু লাহোর কেন, আমার গোটা পাকিস্তান দেখার ইচ্ছা ছিল। বিয়ে করতে হবে, আমাদের লোকেদের বাঁচাতে হবে, সব দায় যেন আমার। শ্বাস নিতে হবে, তাও অন্যের অনুমতি নিয়ে”।

সৈকত বলল, “এখান থেকে অমৃতসর মাত্র পঞ্চাশ কিলোমিটার ফাজিয়া। মাঝে ওয়াঘা বর্ডার আছে। এই বর্ডারটা পেরোতে পারলে তুমি যত খুশি স্বাধীনভাবে শ্বাস নিও”।

ফাজিয়া দু চোখ ভরে জানলা দিয়ে লাহোর দেখতে থাকল।

৩৬

ইসলামাবাদের পথে গাড়ি চলছে। কারাকোরাম হাইওয়েতে উঠেছে গাড়ি। খালেদ বড় বড় হাই তুলছে। ইফতিকার বিষন্ন মুখে বসে আছে। হামিদ বলল, “কী হয়েছে চাচা? চিন্তা হচ্ছে?”

ইফতিকার গম্ভীর গলায় বলল, “চিন্তা হওয়াটাই স্বাভাবিক। একজন বিদেশীর হাতে আমাদের মেয়েকে তুলে দেওয়াটা একবারেই ঠিক হয় নি”।

খালেদ বলল, “এখন ভেবো না কিছু। আমাদের খুব তাড়াতাড়ি রোজকার জীবনে ফিরে যেতে হবে। নইলে আমাদের উপরে নজর পড়বে”।

ইফতিকার বলল, “হু”।

হামিদ বলল, “বাড়ির জন্য মন খারাপ করছে চাচা। আর কোন দিন কি যেতে পারবো আবার?”

ইফতিকার হামিদের হাত ধরল, “নিশ্চয়ই পারব। ভাবিস না”।

খালেদ বলল, “আমরাও তেহেরান পালিয়ে যাই চাচা। এভাবে নিজের মুলকে পরের মত বাস করা আর হয়ে উঠছে না। মসজিদে গেলেও ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়, এই বুঝি উগ্রপন্থীরা আমাদের মসজিদ বোম মেরে উড়িয়ে দেবে। ইরান অনেক শান্ত জায়গা। আমরা যেতে পারি না চাচা”?

ইফতিকার বলল, “আমাদের মেয়ে সহি সালামাত পৌছোক। তারপরে আমরা নিজেদের চিন্তা করব”।

খালেদ ঘাড় নাড়ল, “জি চাচা। তবে আমি আর এই দেশে থাকতে চাই না। আমরাও যাতে পালাতে পারি, এবার সেই চেষ্টা শুরু করুন চাচা। আমি তো ড্রাইভার। ওখানেও ঠিক কাজ জুটিয়ে নেব। কেমন নসীব আমার, ঠিক যেদিন ভেবেছিলাম বালোচিস্তান দিয়ে পালাব, সেদিনই ওখানে বিপ্লবীরা দাঙ্গা শুরু করে দিল”।

ইফতিকার বলল, “আফগানিস্তান হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই?”

খালেদ বলল, “ক্ষেপেছো চাচা? তাহলে হয় তালেবান, নয় আমেরিকান সেনার হাতে মারা পড়ব। থাক চাচা, আমরা আরো ভাবি। টাকা জমাই, একদিন না একদিন উপায় হবেই”।

খানিকটা যেতেই রাস্তায় গাড়ির লম্বা লাইন। ইফতিকার বিরক্ত গলায় বলল, “আবার চেকিং শুরু হয়েছে নিশ্চয়ই। খালেদ কাগজপত্র বের করে রাখ”।

খালেদ বলল, “সব কাগজ পত্র ঠিক আছে। তাছাড়া ফাজিয়াও আমাদের সঙ্গে নেই। আমার মনে হয় না খুব বেশি ঝামেলা হবে আর”।

চেকিং না। রাস্তায় জ্যাম ছিল। ঘন্টা তিনেক পরে ছাড়ল।

ইসলামাবাদে ফিরতে রাত হয়ে গেল তাদের। খালেদ ইফতিকার আর হামিদকে তাদের ডেরায় নামিয়ে গাড়ি রাখতে গেল।

হামিদ সেক্টর থ্রিতে একটা বাড়িতে একা থাকে।

ঘরে ঢুকে সে বেশ কিছুক্ষণ ফাজিয়ার জন্য প্রার্থনা করল।

স্নান সেরে খেতে বেরোল হজরত আলি চকে। একটা ছোট দোকানে তার খাওয়ার ব্যবস্থা করা আছে।

তাকে দেখে দোকানদার নওয়াজ হাসল, "জনাব, দেখছিলাম না তোমায়, কোথায় গেছিলে?"

হামিদ বলল, "ব্যবসার কাজে গেছিলাম। সব ভাল তো?"

নওয়াজ ঘাড় নাড়ল।

হামিদ টেবিলে খেতে বসেছে রুটি আর গোস্তের অর্ডার দিয়ে। হঠাৎ দোকানের ভেতর দুজন সেনা এসে ঢুকে হামিদের দুপাশে দুজন বসল।

হামিদ বলল, "কী ব্যাপার জনাব, একটু সরে বসা হোক"।

একটা রিভলভারের নল হামিদের পেটে খোঁচা মারল। একজন জওয়ান বলল, "চল। ওঠ। জাহান্নামে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করবি"।

হামিদ বিস্মিত হবার ভান করে বলল, "আমি কী করেছি"?

সেনারা হামিদকে মারতে মারতে দোকান থেকে বের করে গাড়িতে তুলল।

তাতেও নিস্তার নেই। ক্রমাগত হামিদকে আঘাত করতে শুরু করল তারা। নওয়াজসহ এলাকার সবাই দেখল কিন্তু কেউ কিছু বলল না। হামিদের হয়ে কেউ কথা বললে তার দশাও হামিদের মতই করে দেবে এরা।

হামিদের মুখ থেকে রক্ত পড়ছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়ি একটা বড় বিল্ডিং এর কাছে এসে দাঁড়াল। হামিদকে নামিয়ে একটা ছোট ঘরে টেবিলে বসিয়ে রাখা হল।

আধ ঘন্টা বাদে একজন অফিসার এসে তার সামনে বসে বলল, "তুই শেষ চারদিন নামাজ পড়তে যাস নি মসজিদে। তোদের শিয়া মসজিদ না? এবার বল, কোথায় গেছিলি তুই?"

হামিদ বলল, "আমি কিছু করি নি জনাব। আপনাদের কোন ভুল হচ্ছে"।

অফিসার এগিয়ে এসে সজোরে ঘুষি মারল হামিদের চোখে। বলল, "আই এস আইকে বুরবাক মনে হয় তোদের? তোরা আলীকেও মেরেছিস। তোদের কপালে দুঃখ আছে"।

হামিদ ব্যথায় কুঁকড়ে গেল। বলল, "জনাব, আমি এই নামে কাউকে চিনি না"।

"ওকে চিনিস? দেখ ভাল করে"।

ইফতিকারকে অর্ধ মৃত অবস্থায় নিয়ে প্রবেশ করল একজন সেনা। হামিদ বিস্ফারিত চোখে ইফতিকারের দিকে তাকিয়ে রইল।

৩৭

সন্ধ্যে নেমেছে।

ফাজিয়া টিভি দেখছিল।

সৈকত বাথরুমের ভিতর থেকে সম্পূর্ণ নতুন বেশে বেরিয়ে এল। তার গোঁফ নেই, হালকা দাড়ি। মাথায় ফেজটুপি। ফাজিয়া বলল, "আমরা কোথাও যাচ্ছি?"

সৈকত বলল, "তুমি না। আমি বেরোচ্ছি। কেউ নক করলে দরজা খুলবে না। ঠিক আছে?"

ফাজিয়া সভয়ে বলল, "আমি একা থাকতে পারবো? যদি কেউ আসে?"

সৈকত বলল, "আমি তাড়াতাড়ি চলে আসবো। তোমার বেরনো একেবারেই নিরাপদ না। অপেক্ষা কর"।

ফাজিয়া বলল, “আপনি বাইরে থেকে তালা দিয়ে যান”।

সৈকত একটু থমকে গিয়ে বলল, “ঠিক আছে”।

ফ্ল্যাটের বাইরে বেরিয়ে তালা দিয়ে সৈকত নিচে নেমে এসে অনেকটা রাস্তা হেঁটে একটা ছোট মোবাইলের দোকানে ঢুকল। একটা বাচ্চা ছেলে বসে আছে। সৈকত বলল, “জনাব শাহ জালাল ভাল আছে?”

ছেলেটা সৈকতের দিকে তাকিয়ে বলল, “স্টুডিওতে আছে”।

দোকানের পিছনে একটা ছোট স্টুডিও। বিভিন্ন বলিউড হিরো হিরোইনের ছবি।

সৈকত দোকানের দরজায় টোকা দিল।

ভিতর থেকে আওয়াজ এল, “এখন না পরে। স্টুডিও বন্ধ এখন”।

সৈকত বলল, “জনাবকে শাহরুখ খানের সঙ্গে একদিন দেখা করাবোই। কথা দিয়েছি যখন, দেখা হবেই”।

দরজা খুলে গেল।

সৈকত স্টুডিওতে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলল, “সিকিওর লাইন চাই ইদ্রিশ মিয়াঁ। এখনই”।

ইদ্রিশ মিয়াঁ মাথা নাড়ল, “সম্ভব না। সিকিওর বলে এখন কিছু নেই। তুমি কবে এলে?”

সৈকত বলল, “সিকিওর বলে কিছু নেই মানে?”

ইদ্রিশ কম্পিউটারে কারো একটা পাসপোর্ট সাইজ ফটো ঠিক করছিল। বলল, “লাহোরে এসেছো, ঘুরে বেড়াও, কাবাব খাও, তারপর যেখানে যাবার চলে যাও। এখান থেকে ভুলেও ও পারে কোন রকম যোগাযোগ করার চেষ্টা কোর না”।

সৈকত বলল, “খুব কঠিন ব্যাপার মিয়াঁ?”

ইদ্রিশ বলল, “হ্যাঁ। খুব কঠিন ব্যাপার। তাছাড়া তোমার কোন ব্যাপারে আমাকে আর জড়িও না। এর আগে তোমার সঙ্গে করাচী গিয়ে খুব ফাঁসা ফেঁসেছিলাম”।

সৈকত বলল, “ঘটনা হল, ব্যাপারটা যতই কঠিন হোক, আমায় শুধু ওপারে খবর পাঠাতে হবে তাই না, নিজেকেও ওয়াঘা হয়ে ইন্ডিয়া ঢুকতে হবে”।

ইদ্রিশ হাসতে শুরু করল, “পাগল হয়ে গেছো”।

সৈকতও হাসল, “পাগল হই নি”।

ইদ্রিশ বলল, “হাকিম পাড়ায় চলে যাও। আই এস ডি বুথ আছে। ধরা পড়লে আমি জানি না। এখান থেকে কোন রকম যোগাযোগ করা মানে এই জায়গা কমপ্রোমাইজড হয়ে যাবে”।

সৈকত উঠল, “ঠিক আছে মিয়াঁ। বেঁচে থাকলে দেখা হবে”।

ইদ্রিশ বলল, “খামোখা মরতে যাবো কেন? তুমিই বা মরবে কেন? আবার দেখা হবে”।

সৈকত বলল, “যা তোমার ইচ্ছা”।

স্টুডিও থেকে বেরিয়ে সৈকত সন্তর্পণে চারদিক দেখে বেরোল। বাজারের মধ্যে ভীষণ ভিড়। একটা ছোট আই এস ডি বুথ। কয়েক সেকেন্ড সৈকত বুথের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে মত পরিবর্তন করে ফ্ল্যাটে ফিরে এল। দরজা খুলে দেখল ফাজিয়া কাঁটা হয়ে বসে আছে। তাকে দেখে স্থির হল।

সৈকত দরজা বন্ধ করে বলল, “চলে এসেছি। এবার রাজকন্যা নিশ্চিন্ত”।

ফাজিয়া বলল, “আমি কোন রাজকন্যা নই। আমি শুধু একটা মেয়ে। খুব ভীতু একজন মেয়ে”।

সৈকত হাসল। মেঝেতে বসল।

বলল, “কাল ভোরে এই ডেরাটাও ছাড়তে হবে। হয়ত আমরা বাঁচব, হয়ত বাঁচব না। ও পারে যোগাযোগ করার সব পথ বন্ধ হয়ে গেছে ফাজিয়া। তুমি সিদ্ধান্ত জানাও। তুমি যদি চাও, তোমাকে আমি

ইসলামাবাদে রেখে আসতে পারি। তোমার চেনা শোনা মানুষজন আছেন ওখানে। ওখানে তুমি ভাল থাকবে। এই সুইসাইডাল মিশনে তুমি না থাকতে চাইলে থেকো না"।

ফাজিয়া বলল, "আপনি ইন্ডিয়ার কোন শহরে থাকেন"?

সৈকত বলল, "কলকাতা"।

ফাজিয়া বলল, "পাকিস্তানে অনেক অঞ্চল আছে, যেখানে বিয়ের পর মেয়েদের সিধা করতে বেত মারা হয়। লাথি মারা হয় বুট পরে। আপনি সেই কলকাতার মানুষ এত দূর থেকে এসেছেন আমাকে বাঁচানোর জন্য। আপনি আমাকে একটা অপশন দিলেন ইসলামাবাদে থেকে যাওয়ার জন্য। কী করব থেকে? সেনাবাহিনী আমায় না পেলেও যদি নিজেদের মধ্যেও আমার বিয়ে হয়, সারাজীবন লাঞ্ছনা গঞ্জনার জীবন কাটাতে হবে। এদেশে আমি থাকতে চাই না। মরে গেলেও চাই না। নিজেদের সুখের জন্য এরা আমাকে ওই জানোয়ারটার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছিল। আপনি একটা কাজ করুন। আপনি বরং একটা রিভলভার সঙ্গে রাখবেন। কখনো ধরা পড়ার সময় এলে আমাকে গুলি করে দেবেন। পারবেন না?"

সৈকত চুপ করে রইল। উত্তর দিল না।

৩৮

তিনটে শরীর রক্তাক্ত হয়ে পড়ে আছে।

রুবায়াৎ খান সিগারেট ধরিয়ে ফোন করল আই এস আই চিফকে।

আহমেদ ফোন ধরে বললেন, "বল"।

"জনাব, এই অপারেশনে বাজ ছিল"।

ও প্রান্তে কয়েক সেকেন্ড নীরবতা। তারপর আহমেদ বলল, "কোথায় আছে সে? আবার পালিয়েছে?"

রুবায়াৎ বলল, "অ্যাবোটাবাদে আছে জনাব। এটুকুই বের করতে পেরেছি। তার আগে তিনটেই মরে গেল। এবার লাশগুলো কী করব জানাবেন"।

আহমেদ বললেন, "মেরে দিলে?"

রুবায়াৎ বলল, "থার্ড ডিগ্রি ছাড়া কিছুই বেরোচ্ছিল না জনাব। শেষে একটার মাথায় হাতুড়ি দিয়ে মারার পর বুড়োটা বলল"।

আহমেদ বললেন, "ঠিক আছে। লাশ যার যার মহল্লায় ফেলে দিয়ে এসো। আমি অ্যাবোটাবাদে কনট্যাক্ট করছি"।

"জি জনাব"।

রফিক আহমেদ প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে মিটিং করে বেরোচ্ছিলেন। ফাজিয়ার নিখোঁজ হবার ফাইল নিয়ে বেশি নাড়া ঘাঁটা করার ইচ্ছে যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর নেই সেটা বোঝা গেছে। তবে বাজের কথা শুনে আহমেদ গাড়িতে উঠেই অ্যাবোটাবাদে আমানুলকে ফোন করলেন। প্রথম দুবার ফোন রিং হয়ে গেল। তৃতীয়বারে পাওয়া গেল।

আমানুল ফোন ধরে সালাম জানাল।

আহমেদ বললেন, "কী করছো আমানুল? ঘুমোচ্ছিলে?"

আমানুল বলল, "টয়লেটে গেছিলাম জনাব"।

আহমেদ বললেন, "যেখানে যাবে ফোন নিয়ে যাবে। বার বার বলেছি"।

আমানুল বলল, "জি জনাব"।

আহমেদ বললেন, "বাজ অ্যাবোটাবাদে আছে আমানুল। ক'টা হোটেল আছে তোমাদের ওখানে?"
আমানুল বলল, "সাতটা জনাব"।
আহমেদ বললেন, "বাজের ডিটেলস পাঠাচ্ছি। যেভাবে হোক দু ঘন্টার মধ্যে খুঁজে বার কর। ওকে ধরতে পারলে যে ইনাম চাইবে, তাই পাবে"।
আমানুল উশখুশ করে বলল, "জি জনাব আমার খুব ব্যাঙ্কক যাওয়ার ইচ্ছা ছিল"।

আহমেদ গালাগাল করতে যাচ্ছিলেন। অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করে বললেন, "ডিটেলস চেক করে খবর দাও। কাল সকালের মধ্যে বাজকে ইসলামাবাদে চাই আমি"।
আমানুল বলল, "জি জনাব"।
ফোন রেখে অ্যাবোটাবাদের পাক আর্মি বেসে ফোন করলেন আহমেদ। আমানুলের উপর সম্পূর্ণ ভরসা করা যায় না। বাজকে হাতে পাওয়ার এত বড় সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া করা যাবে না।
ও প্রান্তে ফোন রিসিভ হতেই আহমেদ সব রকম নির্দেশ দিয়ে গাড়িতে উঠলেন।
ফোন বাজছিল।
আহমেদ দেখলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ফোন করছে। তাড়াতাড়ি ধরলেন, "জি জনাব"।
প্রতিরক্ষা মন্ত্রী থমথমে গলায় বললেন, "তোমার ইস্তফা আমাকে পাঠিয়ে দাও আহমেদ। এই মুহূর্তে তোমাকে আমি বরখাস্ত করলাম"।
আহমেদ অবাক হলেন, "কেন জনাব? কী হয়েছে?"
মন্ত্রী রাগী গলায় বললেন, "এখনো জানো না? তোমার ইন্টেলিজেন্স, তোমার টিম, তোমার যা যা আছে, সব আরব সাগরে বিসর্জন দিয়ে এসো ইউ ইডিয়ট। ফোন চেক কর। পেয়ে যাবে কী হয়েছে"।
ফোন কেটে গেল।
আহমেদ কয়েক সেকেন্ড হতভম্ব হয়ে বসে ফোন খুললেন। একটা ভিডিও এসেছে।
ভিডিওটা ওপেন করলেন আহমেদ।
"পাকিস্তানের জনগণকে আমার শুভেচ্ছা জানাই। এই ভিডিওটা সবাই যখন দেখবেন, আমি জানি না আমি কোথায় থাকব। তবে এটা বলার প্রয়োজন আছে, বিশ্বের প্রতিটা মানুষের জানার প্রয়োজন আছে গিলগিট বাল্টিস্তানে পাকিস্তান আমাদের মানুষদের কীভাবে রেখেছে।
গিলগিট বাল্টিস্তানে পাকিস্তানী সেনা আছে ঠিকই, কিন্তু তার থেকেও বেশি করে আছে ওখানে অসংখ্য টেররিস্ট গ্রুপের ক্যাম্প। আমরা যারা ওখানকার আদি অধিবাসী, এরা তাদের মানুষ বলেই মনে করে না। আমাদের কোন রকম স্বাধীনতা নেই। মেয়েদের কখনো জোর করে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় বিয়ে করার জন্য, কখনো বা সেনাবাহিনী তুলে নিয়ে গিয়ে জোর করে ধর্ষণ করে। আমাদের না আছে মানবাধিকার, না আছে কোন বিচার। আমার বাবাকে এই পাক সেনাবাহিনীই খুন করেছিল। শুধু তাই না, আমাদের উপত্যকার কত সংসারকে যে এরা শেষ করে দিয়েছে, তার হিসাব পাওয়া যাবে না।
আমার বিয়েটাও সম্পূর্ণ আমার অমতে করার ব্যবস্থা করেছিল পাকিস্তান সরকার। জোর করে বন্দুকের নলের সামনে আমাকে ছেড়ে রেখে ওরা বলতে বাধ্য করেছিল আমি এই বিয়েতে খুশি। সত্যি ঘটনাটা হল, দিনের পর দিন পাকিস্তানী সেনার অত্যাচারে আমাদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গিয়েছিল।
আমি কিছুতেই এই বিয়ে করতে চাই নি। একজন খুনী লোককে বিয়ে করার কোন ইচ্ছা আমার ছিল না।
এই দেশকে আমরা ভালবাসতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পাকিস্তান সেনা এবং তার সহযোগী সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের কেউ সেটা হতে দেয় নি।
আমি বাকি পৃথিবীর কাছে দাবি জানাই আমাদের স্বাধীনতার। আমরা মুক্তি চাই এই অত্যাচারী পাকিস্তানী সরকারের হাত থেকে। গিলগিট বাল্টিস্তানের প্রতিটা শিশু পড়াশুনো করুক। তাদের হাতে একে ফরটি

সেভেনের পরিবর্তে বই আসুক। যারা ভাবেন আফগানিস্তানের থেকে আমরা ভাল আছি, তারা ভুল জানেন। পাকিস্তানের বেশিরভাগ অঞ্চলে মেয়েদের এভাবেই রাখা হয়। তারা সন্তান তৈরীর যন্ত্র মাত্র। তাদের না আছে নিজস্ব কোন বক্তব্য, না আছে শিক্ষিত হবার অধিকার। মায়ের কোল থেকে বাচ্চাদের ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদী তৈরী করে। এই পাকিস্তান আমাদের দেশ নয়। গিলগিট বাল্টিস্তান স্বাধীন হোক। খুদা হাফিজ"।

ফাজিয়া!

কয়েক সেকেন্ড হতভম্ব হয়ে বসে থেকে আহমেদ ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বলে গাড়ি থেকে নামলেন।

প্রবল রাগে চিৎকার করে উঠলেন। আশে পাশের গাড়ি থেকে তাকে লোকজন কৌতুকভরে দেখতে লাগল।

#

আধঘন্টা পরে অ্যাবোটাবাদের এক ল্যাম্পপোস্টে হোটেল মালিক সামশের শাহের মৃতদেহ পাওয়া গেল। তার গায়ে তারই রক্ত দিয়ে লেখা হল "গদ্দার"।

৩৯

।।একদিন পরের কথা।।

বালুচিস্তান – জাহেদান সীমান্ত।

কিছুক্ষণ আগে একটা বাস এসে সীমান্তবর্তী বাস স্টপেজে দাঁড়াল।

একটা বড় পরিবার ইরানে যাচ্ছে। পাকিস্তান আর্মির অফিসার ব্যাজার মুখে দায় সারার মত করে সবার পাসপোর্ট দেখে বলল, "এরা আর ফিরবে না। সব পালাচ্ছে। যাও মিয়াঁ, পারলে আমিও চলে যেতাম"।

পরিবারের সব থেকে বৃদ্ধ মানুষটি মাথা ঝুঁকিয়ে সালাম করে বললেন, "ওই সীমানায় সব মিটে গেলেই ভাল হয়, ইনশাল্লাহ"। দায়সারা ভাবে সিকিউরিটি চেকিং হল। পাকিস্তানী সেনা খুব ভাল করে জানে, তাদের তরফ থেকে যাই হয়ে যাক, ইরানের সেনাবাহিনী এদের যেভাবে চেক করবে, তাতে একটা পাকিস্তান থেকে একটা সূচও বিনা বাধায় ইরানে ঢুকতে পারবে না।

ব্যাগপত্র নিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই পাকিস্তান ছাড়ল পরিবারটি।

তাদের চলে যাওয়া দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে অফিসার আজাদ আফ্রিদি বলল, "বেঁচে গেল"।

পরিবারের প্রত্যেক সদস্য হেঁটে নো ম্যানস ল্যান্ড পার হয়ে ইরানে প্রবেশ করল।

জাভিদ দাঁড়িয়ে ছিল।

বয়স্ক মানুষটিকে হাত ধরে ইমিগ্রেশন কাউন্টারে নিয়ে গেল।

ইরান সীমান্তের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার মিনিট সাতেক পরে পাকিস্তানী ক্যাম্পে ফোন এল।

আজাদ ধরল, "হ্যালো"।

"আমি আই এস আই চিফ রফিক আহমেদ বলছি"।

"জি জনাব"।

"একটা দশ জনের ফ্যামিলি ইরান যাবার জন্য আপনাদের সীমান্তে পৌঁছবে। দেখা মাত্র আটক করবে। দে আর নট পাকিস্তানী। অ্যারেস্ট করে ইসলামাবাদে পাঠাবে। ইটস অ্যান অর্ডার"।

"জি জনাব এই কিছুক্ষণ আগেই ওরা জাহেদানে এন্ট্রি নিল"।

“হোয়াট! ফাক! এক্ষুণি ইরানের ইমিগ্রেশনে ফোন কর। বল ওদের কাগজ ঠিক নেই। আটকে রাখতে হবে”।

“সম্ভব না জনাব। একবার ওরা ওদিকে চলে গেলে জাহেদান বেস ক্যাম্প থেকে কেউ আর হেল্প করে না”।

“হোয়াট দ্য ফাক ইউ ইডিয়ট! কী করছিলে তোমরা? চেক কর নি ভাল করে? কী করেছো জানো তুমি?”

“সরি জনাব”।

“জনাব মাই ফুট। গো টু হেল”।

ফোন কেটে গেল।

আজাদ কাঁধ ঝাঁকাল।

জাহেদানের ইমিগ্রেশন কাউন্টারের ওয়াশ রুম থেকে বৃদ্ধ মানুষের পরিবর্তে বেরোল র এজেন্ট সৈকত ওরফে বাজ।

জাভিদ অপেক্ষা করছিল। সৈকতকে দেখে জড়িয়ে ধরল।

বলল, “ইন্ডিয়া পাকিস্তান বর্ডারের প্রতিটা পাকিস্তানী সেনা আপনার অপেক্ষা করছিল। আপনি জাহেদান থেকেই এক্সিট নেবেন, ওরা ভাবতেই পারে নি”।

ইমিগ্রেশন অফিসার অফিস থেকে বেরিয়ে জাভিদকে কানে কানে বলল, “আপনার অতিথিদের নিয়ে বর্ডার থেকে বেরিয়ে যান। পাকিস্তান থেকে ফোন আসা শুরু হয়ে গেছে”।

লাহোর থেকে আসা পরিবারটিকে বিদায় দিল সৈকত। ফাজিয়াকে নিয়ে জাভিদের গাড়িতে উঠল।

বেশ খানিকটা পথ গিয়ে জাভেদ এক রেস্তোরাঁর সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে খাবার আনতে গেল।

ফাজিয়া চুপ করে বসে ছিল।

সৈকত বলল, “কী হল? এবার তো নিশ্চিন্ত? দুঃস্বপ্নের দেশটা ছাড়তে পারলে অবশেষে? আর অফকোর্স, তুমি এখন বিখ্যাত। পৃথিবীর সর্বত্র তোমায় নিয়ে ব্রেকিং নিউজ চলছে। তোমার ভিডিওটা সবাই দেখছে। আর চিন্তা নেই”।

ফাজিয়া জানলার বাইরে তাকিয়ে বলল, “এখন আমার বাড়ির জন্য মন খারাপ করছে”।

সৈকত বলল, “স্বাভাবিক। মেয়েদের মন। পানাগড় হোক বা পাকিস্তান, সব একই হবে। এত কনফিউশন রাখো কোথায় বল তো?”

ফাজিয়া রাগী গলায় বলল, “আপনি থামুন। পালিয়ে যাবেন তো আবার! কী লাভ হবে? এখানেও তো ঘুরে ফিরে সেই গোলামীর জীবনই তো কাটাতে হবে আমায়”।

সৈকত বলল, “তুমি কী চাও?”

ফাজিয়া বলল, “কলকাতা যাব। গোটা বাসে আপনি কলকাতার মিষ্টির কথা বলে গেছেন। আপনি খাওয়াবেন। আমি কিছু জানি না। জাভিদ চাচা কিছুতেই আর আমাকে আপনার সঙ্গে ছাড়বে না। কিন্তু আমি এখানে থাকলে ঠিক আমার বিয়ে দিয়ে দেবে। আমাকে কলকাতা নিয়ে চলুন”।

সৈকত হেসে ফেলল।

ফাজিয়া রেগে গেল, “হাসছেন কেন?”

সৈকত বলল, “তথাস্তু”।

ফাজিয়া বলল, “মানে?”

সৈকত বলল, “তবে তাই হোক”।

ফাজিয়া বোরখা তুলে সৈকতকে চুমু খেল।

সৈকত বলল, “আহ... গিলগিট বাল্টিস্তানের মিষ্টি তো দেখছি কলকাতার মিষ্টির থেকেও বেশি সুস্বাদু!”

ফাজিয়া ফিক করে হেসে ফেলল...
(শেষ)